

হিট অ্যান্ড রান

জেমস হেডলি চেজ



সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ	2
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	24
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	46
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	65
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	87
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	109
সপ্তম পরিচ্ছেদ	134
অষ্টম পরিচ্ছেদ	157
নবম পরিচ্ছেদ	179
দশম পরিচ্ছেদ	201
একাদশ পরিচ্ছেদ	223
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	239
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	256
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	280

প্রথম পায়ছের্দ

০১.

সেই ধরনের বড়সাহেব ছিলেন রোজার আইকেন যিনি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কর্মজীবনকে মিশিয়ে ফেলতেন না। প্লাজা গ্রিলের সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে পা ভাঙার আগে পর্যন্ত আমি তার বাড়ি যাইনি বা তার স্ত্রীকে দেখিনি।

তার বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ তিনিও আমাকে কখনও জানাননি। অবশ্য এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। যদি অফিসের বড়কর্তারা কর্মচারীদের পরিবারের অংশ হিসেবে মনে করেন, তার চেয়ে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না। অনেকে কর্মচারীদের মাসে একবার বাড়িতে রাজকীয় নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন। সেখানে কর্মচারীদের কেউ পান করতে বা কথা বলতে সাহস পায় না। আমি এই ধরনের বড়বাবুদের প্লেগ রুগীর মত দুরে রাখার চেষ্টা করি।

কিন্তু রোজার ছিলেন কড়া জমিদারী মেজাজের বড় সাহেব। যে সব মেয়ে পুরুষেরা তার কাছে কাজ করত, তিনি তাদের ওপর কড়া নজর রাখতেন। অন্য বিজ্ঞাপন এজেন্সির চেয়ে সিকি ভাগ মাইনে বেশী দিতেন। কিন্তু প্রথম সপ্তাহে কেউ ভাল কাজ দেখাতে না পারলে তিনি তাদের চেপে ধরতেন। ফলে তাদের চাকরী ছেড়ে দিতে হত। আইকেনের কাছে দ্বিতীয় কোন সুযোগ মিলত না। সোজা ভাষায় হয় কাজ কর, নয় বিদায় নাও।

উপকূল অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও ভাল এজেন্সি ছিল আইকেনের পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড প্যাসিফিক এজেন্সি। আমি আগে এক ক্ষুদ্র সংস্থায় কাজ করতাম। যার আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং এক পা ছিল দেনার কবরে পোঁতা। অফিসের বড় কর্তাকে অত্যধিক মদ খাওয়ার জন্যে ধরে নিয়েছিল প্রায় দু বছর আগে। বেশ মনে আছে আমি একদিন যখন নতুন ধরনের ডিশ ওয়াশার তৈরির পরিকল্পনা করছিলাম তখন রোজার আইকেনের সেক্রেটারির ফোন এল। তিনি জানালেন রোজার আইকেন ব্যক্তিগত বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান আর আমি কি সেদিন ছটার সময় যেতে পারব?

আমি অবশ্য আইকেনের খ্যাতি জানতাম আর একদল ধনী ব্যবসায়ীর হয়ে তিনি এজেন্সী চালাতেন এবং আশ্চর্য রকমের কাজ দেখিয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই আমি একটু উত্তেজিত হয়েছিলাম। উপকূল অঞ্চলের যে কোন বিজ্ঞাপন কর্মীর উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই ছিল ইন্টারন্যাশনালে একটি চাকরী পাওয়া।

ছটা বেজে পাঁচ মিনিটে তার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ইস্পাত রং-এর একজোড়া নীল চোখ আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। মাখনের ভিতর দিয়ে গরম ছুরি যাওয়ার মত তার চোখের দৃষ্টি আমার মাথা ভেদ করে চলে গেল।

ছফুট দুইধিওর কিছু দীর্ঘ আইকেন, সুন্দর স্বাস্থ্য। হুইস্কির মত গায়ের রং, পানাশক্ত মুখ এবং চোয়াল দুটো উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মত। সাতান্ন বছর বয়স হবে, শরীরের মাঝখানটা বেশ মোটা। বেশ স্বচ্ছল অবস্থা দেখে মনে হয়।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

প্রায় দশ সেকেন্ড আমাকে দেখে পরে উঠে তার গিটে ভর্তি হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

বেশ জোরেই তিনি বললেন, আপনিই মিঃ স্কট?

বুঝতে পারছিলাম না কাউকে কি তিনি স্কট ভেবেছিলেন। কারণ তার ঘরে আসার আগে অন্ততঃ পাঁচজন স্কুদে অফিসারের কাছে আমার নাম ধাম জানাতে হয়েছিল।

হ্যাঁ, আমিই চেসটার স্কট।

ডেস্কের ওপর একটা ফাইল খুলে তিনি তার মোটা আঙুল বুলিয়ে বললেন, এসব আপনার কাজ?

গত চার পাঁচ মাসে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় আমি যে সব কাজ করেছিলাম তাদের ডজন দুয়েক কাটা টুকরো ফোল্ডারে ছিল।

এসব আমারই কাজ জানালাম।

তিনি ফোল্ডার বন্ধ করে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

বললেন, মন্দ নয়। আপনার মত লোককে কাজে লাগাতে পারি। ওরা আপনাকে কত দিচ্ছে?

জানালাম।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কিছুক্ষণ এমনভাবে তাকালেন আমার দিকে যেন আমার কথা ঠিকমত শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

আপনি কি জানেন আপনার দাম আরও বেশি?

আমি জানি।

তাহলে কিছু করার চেষ্টা করেন নি কেন?

জানালাম ইদানীং বেশ ব্যস্ত ছিলাম এবং এ ধরনের কিছু করার সময় পাইনি।

আপনার কাছে টাকার চেয়ে কাজের দাম বেশী, অ্যাঁ?

ঠিক তা বলছি না। আসলে আমি ব্যস্ত ছিলাম।

আপনি এখন যা পাচ্ছেন আমি তার চেয়ে প্রতি সপ্তাহে একশো করে বেশি দেব।
সোমবার থেকে কাজ শুরু করতে পারেন।

ইন্টারন্যাশনালে এই ভাবেই কাজ করতে আসি।

এখন দু বছর পরে আমি অফিসের দ্বিতীয় কর্তা এবং যে কোন কাজের জবাবদিহি কেবল আইকেনকেই দিতে হয়। এখনকার বেতন দু বছর আগে স্বপ্ন মনে হত। আর

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আছে ক্যাডিলাক কনভারটিবল, সমুদ্রের উপর একটি তিন ঘরের বাংলো, কাজ করার জন্য ফিলিপিনো ছেলে এবং ব্যাঙ্কে বেশ মোটা অঙ্ক।

ভাববেন না আমি কেবল চেয়ারে বসে ও সিগারেট টেনে এই অবস্থায় উঠেছিলাম। আইকেনের কাছে কাজ করতে এলে সত্যিকারের কাজ করতে হয়। শনিবার সমেত প্রতিদিন সকাল নটায় ডেস্কে এসে বসতাম এবং এমন দিনও গেছে যখন মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করতাম। ইন্টারন্যাশনালে কাউকে ভাল মাইনে দিলে যাতে শরীরের মাংসের প্রতি পাউন্ড পাওয়া যায় আইকেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। এত পরিশ্রমেও ভাল লাগত এবং কাজ করার বেশ ভাল কয়েকজন সঙ্গীও পেয়েছিলাম। আর সকলের উপরে ছিলাম আমি। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ঘটল না।

জুলাই মাসের এক গরম সন্ধ্যায় অফিসে বেশ দেরি পর্যন্ত কাজ করছিলাম। তখন প্রায় নটা হবে। আমার সেক্রেটারী প্যাট হেনেসি ও শিল্পী জো ফেলোস কেবল সেখানে ছিল। একটা নতুন গায়ে মাখা সাবানের বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। কাজটা খুব বড়, সারা দেশ জুড়ে টেলিভিশনের কর্মসূচী এবং প্রায় বিশ লাখ টাকা খরচ হবে।

কয়েকটা বিজ্ঞাপনের আর্টপুল ফেলোস আমাকে দেখাচ্ছিল, ছবিগুলো বেশ সুন্দর। প্যাটও আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ঠিক তখন প্যাটের ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলল সে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

দেখতে খুব সুন্দর প্যাট। লম্বা, গায়ের রঙ সুন্দর, বড় নীল চোখ, বয়স প্রায় ছাব্বিশ এবং ক্ষুরের মত ধারালো। সে ও আমি যেন একটা দল গড়ে তুলেছিলাম। মাঝে মাঝে সে আমার স্মৃতিশক্তিকে তাজা করে তুলত। তবে আইকেনের দেওয়া কাজের ড্রুপের সঙ্গে আমার তাল মিলাতে সহজ হতো।

টেলিফোনে প্যাট কি বলছিল সেদিকে আমি মন দিই নি। জো ও আমি বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া পাঠাচ্ছিলাম। মডেলের মেয়েটির ছবি দেখে আমি খুশি হতে পারিনি।

দেখ জো, বাস্তবে যদি কোনো মেয়ের এত বড় স্তন থাকে, তবে প্রথমে সে রিভলভিং দরজা দিয়ে যেতেই আটকে যাবে।

জো সহজভাবে বলল, ব্যাপারটা ঠিক তাই। আমি ঠিক এটাই বোঝাতে চাইছি লোকেরা এই বিজ্ঞাপন দেখামাত্র নিজেকে প্রশ্ন করবে এই সুন্দরী যখন রিভলভিং দরজার ভিতর যাবে তখন কি করবে। ড্রয়িংটা মনোবিজ্ঞানের।

আমি খসড়াটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম আর হাসি সামলাতে পারলাম না। প্যাট এসে শান্ত গলায় বলল, মিঃ আইকেন তার পা ভেঙেছেন।

যদি বলতে তিনি তার গলা....ঠাটা করছ?

প্যাট আমার দিকে দেখল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

মিঃ আইকেনের হাউস কিপার কথা বলছিলেন। আইকেন প্লাজা গ্রিলের সিঁড়িতে পড়ে যাওয়ায় তার পা ভেঙ্গে গিয়েছে।

জো কিছু না বুঝেই বলল, ব্যাপারটা ঠিক তারই উপযুক্ত। নিশ্চয়ই দিলদরিয়া মেজাজে কোথাও পা ভেঙ্গেছে। সে কি বলল কোন্ পা?

জো, তুমি কি চুপ করবে? বলে প্যাটকে বললাম, তিনি কোথায়? হাসপাতালে?

সকলে ধরে তাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। একবার আপনাকে দেখতে চান, হাউসকিপার আপনাকে এখুনি যেতে বললেন।

তখনই খেয়াল হল যে আইকেন কোথায় বাস করেন সেটাও আমি জানি না।

কোথায় পাব তাকে।

জো একটু বাঁকা হাসি হেসে, পাম বুলেভার্দে তার একটা ছোট বাড়ি আছে। প্রায় চব্বিশটা ঘর, লাউঞ্জটা একটা বাস গ্যারেজের পক্ষে যথেষ্ট। অল্প দূরে, সপ্তাহের শেষটা কাটাবার জন্য।

প্যাটের দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি বলল, দি গেবলস পাম বুলেভার্দ। ডান দিকের তৃতীয় বাড়িটা।

সে তাড়াতাড়ি ড্রয়ার ও ফাইল খুলে কাগজপত্র নিয়ে একটা হোল্ডারে জমা করতে লাগল।

কি খুঁজছ? বললাম।

তোমার দরকারে লাগতে পারে। মনে হয় না বড়কর্তা কেবল দেখতে চেয়েছেন। কাল একটা বোর্ড মিটিং আছে। তোমাকেই সেটা সামলাতে হবে। তিনি সব কাগজপত্র দেখতে চাইতে পারেন। এর ভেতরে সব আছে। বলে ফোল্ডারটা আমাকে দিল।

কিন্তু তার পা নিয়ে তিনি ব্যবসার ব্যাপারে মনে হয় কিছু কথা বলবেন না। তার নিশ্চয়ই খুব ব্যথা হচ্ছে।

প্যাট গম্ভীরভাবে বললো, আমি নিয়ে যাব, চেস। এসব দরকারে লাগতে পারে।

পরে সত্যিই সেগুলো আমার প্রয়োজনে এসেছিল।

সমুদ্র ও দূর পাহাড়ের পরিবেশের মাঝে দু একর বাগানের উপর দি গেবলস একটি বিরাট বাড়ি। চব্বিশটা না হলেও অন্ততঃ দশটা ঘর আছে। বেশ সুন্দর বাড়ি, এ ধরনের বাড়ির একটা আমার শখ আছে। কোন বন্ধুকে মনে মনে ঘৃণা করলেও এ ধরনের একটা বাড়ি দেখে তাকে প্রশংসা করতেই হবে।

বাড়ির বাঁ দিকে আছে বেশ বড় আকারের একটা সুইমিং পুল ও চারটে গাড়ি রাখার মত একটা গ্যারেজ। সেখানে রোজার আইকেনের একটা বেন্টলি, একটা ক্যাডিলাক, একটা বুইক ওয়াগন ও একটা টি আর টু গাড়ি আছে।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

বেগোনিয়া, গোলাপ, পিটুনিয়া ও অন্যান্য গাছে বোঝাই বাগানটা আলোয় ভর্তি ছিল। আমি যখন বালির রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন পুলটা নির্জন লাগছিল। পুলটা এমন সুন্দর যে এর পাড়ে বিকিনি পোশাকে সুন্দর মেয়েরা থাকলে মানায়।

আইকেন বিরাট লোক জানতাম, কিন্তু এত ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে থাকার মত রোজগার করেন এ ধারণা আমার ছিল না।

গাড়ি ছেড়ে সদর দরজার সামনে প্রায় বিশটা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি উঠে ঘণ্টা বাজালাম।

ইংরেজ বাবুটির পোশাকে একটা লম্বা মোটা তোক দরজা খুলে ভুরু কোঁচকাল। পরে জেনেছিলাম তার নাম ওয়াটকিনস এবং ইংল্যান্ড থেকে বেশ পয়সা খরচ করে তাকে আনতে হয়েছিল।

আমি বললাম, স্কট। মিঃ আইকেন আমাকে ডেকেছেন।

হ্যাঁ সার। এই পথে আসুন।

একটা বড় হল ঘরের ভিতর দিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে একটা ঘরে এলাম। এই ঘরটা রোজার আইকেন কাজ করার জন্য ব্যবহার করেন। ঘরে একটা ডেস্ক, একটা ডিক্টোফোন, চারটে সোফা ও দেয়ালে সারি দিয়ে প্রায় হাজার দুয়েক বই ছিল।

ওয়াটকিনস আলো জ্বেলে বিছানা পাট করে যখন বাড়ির ভেতর যাচ্ছিল তখন বললাম।

কেমন আছেন?

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

যতটা ভাল আশা করা যায় তেমনি আছেন। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি বলে আসছি। আপনি এসেছেন।

আমি ঘরটার চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে বইগুলোর নাম পড়তে লাগলাম।

ওয়াটকিনস ফিরে এসে, মিঃ আইকেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মোটা ফোল্ডারটা নিয়ে একটা ছোট পথ ধরে তাকে অনুসরণ করে চললাম। পরে একটা এলিভেটরে এলাম যেটা আমাদের দুজনকে উপর তলায় নিয়ে এল। বড় প্যাসেজ পার হয়ে একটা দরজার সামনে এসে দরজায় টোকা মেরে ওয়াটকিনস হাতল ঘুরিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

আইকেন একটা ছোট পালঙ্কে শুয়েছিলেন। ঘরটা বড় এবং সর্বত্র পুরুষালী স্পর্শের ছাপ। বড় জানালাগুলো থেকে পর্দা টানা ছিল চাঁদের আলোয় ভরা সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল।

আইকেন শুধু শুয়েছিলেন তাছাড়া আগের মতই সব দেখাচ্ছিল। দাঁতের ফাঁকে একটা সিগারেট এবং বিছানায় অনেক কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিল। বিছানার পাশে একটা বাতি জ্বলছিল, আর ঘরের বাকিটা ছায়ায় ঢাকা।

তার গলার স্বরেই বোঝা গেল তিনি ভাল আছেন। ভিতরে এস স্কট। নতুন সমস্যা, তাই না? চেয়ারটা টেনে নাও। এর জন্য আমাকে কিছু খেসারতি দিতে হবে। সিঁড়িগুলো

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমার অ্যাটর্নিকে পাঠিয়েছি, সাংঘাতিক মৃত্যুদ। মামলা করে তাদের কান টেনে আনার ব্যবস্থা করছি। তাতে অবশ্য আমার পা ভাল হবে না।

একটা চেয়ার টেনে বসে তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালাম।

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, বাদ দাও। এসব বলে তত আর কিছু শোধরান যাবে না। ঐ বোকা ডাক্তারটার কথামত আমাকে প্রায় হপ্তা চারেক অকেজো হয়ে থাকতে হবে। যদি লক্ষ্য না রাখি তবে খোঁড়া হয়ে পড়ব। আর যাই হোক, খোঁড়া হতে চাই না। সুতরাং আমাকে বাড়িতে থাকতেই হবে। আগামীকাল বোর্ডের মিটিং আছে। তোমাকেই ঝঙ্কি সামলাতে হবে। কি পারবে তো?

কেমন করে মিটিং পরিচালনা করতে চান বলুন। ঠিকই চালিয়ে নিতে পারবো।

কাগজপত্র সঙ্গে এনেছ?

আমার তখন প্যাটকে আশীর্বাদ করতে ইচ্ছা করছিল। ফোল্ডার থেকে কাগজগুলো বের করে দিলাম।

তিনি দশ সেকেন্ড আমার দিকে চেয়ে থেকে কাগজগুলো নিতে নিতে বললেন, জান স্কট। তুমি বেশ চালাক চতুর ছোকরা। এগুলো কেন নিয়ে এলে? কি করে ভাবলে যে, আমি বিছানায় শুয়ে কাজে অসমর্থ হব?

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আপনি শয্যাশায়ী থাকবেন এটা আমি ভাবতে পারি না, মিঃ আইকেন। আপনি সেই ধরনের মানুষ যারা সহজে শয্যা নেয় না।

সত্যি কথা।

মনে হল আসল জায়গায় ঘা দিয়েছি।

বল স্কট, কিছু টাকাকড়ি জমিয়েছ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকে তাকালাম। আমার প্রায় হাজার বিশেক ডলার আছে।

বিশ হাজার, অ্যাঁ? এত বেশী? মনের আনন্দে হেসে উঠলেন। এই প্রথম তাকে এত হাসিখুশি দেখলাম। মনে হয় টাকা কড়ি খরচ করার জন্যে আমি তোমাকে যথেষ্ট সময় দিইনি। তাই না?

না, ঠিক তা নয়। বেশির ভাগটাই আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

কেন জিজ্ঞাসা করলাম বলছি। এই সব মাথা মোটা লোকগুলোর জন্যে খেটে খেটে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। নিউইয়র্কে নিজে একটা ব্যবসা খুলবো ভাবছি। পরের হপ্তা চারেক ইন্টারন্যাশানাল তুমিই চালাবে। আমি সবকিছু বলে দেব সেইভাবে কাজ করবে। এমনও সময় আসবে যখন তোমার নিজেকেই বুদ্ধি খাটিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই কাজ করতে হবে। আমি তোমাকে মোটামুটি আমাদের পলিসি জানিয়ে দেব। তা তোমাকে কাজে পরিণত করতে হবে। যদি সফল হতে পার তবে ফিরে এসে তোমাকে এমন

ইট গ্যাভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সুযোগ দেব যা এখানকার সকলেই পেতে চায়। যদি তুমি চাও, তবে আমার নিউইয়র্কের ব্যবসায় তোমাকে অংশীদার করে নেব। আমি যখন আবার ইন্টারন্যাশনাল চলাব, তুমি তখন ওখানে গিয়ে দেখাশোনা করতে পারবে। এইভাবে দুজনে অনেক টাকা করতে পারব। স্কট কি বল?

নিশ্চয়ই। আমার ওপর আশা রাখতে পারেন মিঃ আইকেন।

ঠিক আছে, দেখা যাক। ভুল না করে ইন্টারন্যাশনাল চলাও। ভুল করেছ কি চাকরি খতম, বুঝেছ?

এতে হয়ত আইকেনের পর্যায়ে ওঠার একটা সুযোগ মিলতে পারে। আবার শীঘ্র বা দেরিতেই হোক না কেন নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারব। বিশ হাজার ডলার, কোন বিজ্ঞাপন কর্মীকে নিউইয়র্কে যা সুযোগ দিতে পারে তা এবং আইকেনের পৃষ্ঠপোষকতা সব মিলিয়ে তার কথামত সত্যিই আমার একটা সুযোগ এসেছে যা এই ব্যবসায়ের যে কোন লোকই পেতে চাইবে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বোর্ড মিটিং এর ব্যাপারে আলোচনা হল। প্যাট আমাকে প্রত্যেকটি কাগজ দিয়েছিল। একটিও ভুল হয়নি। প্রায় সাড়ে এগারোটায় সময় কালো সিল্কের পোশাক পরে এক ভদ্রমহিলা এলেন। নাম হাউসকিপার মিসেস হেপল ভিতরে এসে জানালেন।

ঘুমোবার সময় হয়েছে মিঃ রোজার। ডঃ স্কালবাজ আপনাকে এগারোটায় ঘুমোতে বলেছেন। প্রায় আধঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

আইকেন কাগজপত্র সরিয়ে দিতে দিতে, সেই হাতুড়োটা। ঠিক আছে, এগুলো নেবে স্কট?

কাগজগুলো ফোল্ডারে রাখছিলাম তখন তিনি বললেন, পরের চার সপ্তাহে আমাকে এই সব কাজ করতে হবে। বোর্ড মিটিং শেষ হওয়া মাত্র আমাকে ফোন করবে। টেম্পলম্যানের উপর নজর রাখবে। সেই নষ্টের গোড়া। কাল রাতে একবার দেখা করতে এস। ওয়াসারম্যানের হিসাবপত্র কি ভাবে সামলালে জানতে চাই। ওটা এবং বিউটি সাবানের উপর নজর রাখবে। নইলে আমরা ও দুটো হারাব।

সবকিছুর উপরই লক্ষ্য রাখব। আশাকরি তিনি যেন ভালভাবে ঘুমোতে পারেন। পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এলিভেটরের কাছে এসে বোতামটা টিপলাম কিন্তু কিছু হলনা। আগে যে লোকটি এলিভেটর ব্যবহার করেছিল সে নিশ্চয়ই গ্রিন দরজা খুলে রেখেছিল, ঠিক করলাম সিঁড়ি দিয়ে নামব এবং সেদিকে গেলাম।

নেমেছি প্রায় অর্ধেক, চাতালের সামনে দেখা গেল গোটা চারেক দরজা। একটা দরজা ছিল খোলা, আলো বাইরে পড়েছিল এবং বাইরের সবুজ ও সাদা রং-এর কার্পেটের ওপর একটা আয়তাকার ছায়া দেখা যাচ্ছিল।

সিঁড়ির কার্পেট ছিল মোটা, ফলে আমার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

একটা পুরো আকারের আয়নার সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। দুই হাত দিয়ে কাঁধের উপর লম্বা বাদামী রং-এর চুলগুলো তুলে ধরছিল। মাথাটা ছিল এক পাশে নোয়ান। পরনে শৌখিন ছোট প্যান্ট, কোমর থেকে হাঁটুর ওপর চার ইঞ্চি পর্যন্ত ঢাকা। পা ও পায়ের তলা ছিল নগ্ন।

এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখিনি। বয়স কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে।

তাকে দেখা মাত্র একটা বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বয়ে গেল শরীরে। কখনো কোন নারী আমার শরীরে এ রকম কিছু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠল, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

আধো অন্ধকারে তার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটাকে পাবার জন্য খুব ইচ্ছা হচ্ছিল।

হয়তো আয়নায় নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ পিছন হটে আমার আড়ালে চলে গেল ও দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

প্রায় দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে হলঘরে এলাম।

লাউঞ্জ থেকে ওয়াটকিনস বেরিয়ে এল।

কুটিল চোখে তাকিয়ে বলল সঙ্গে টুপি নেই?

না।

আপনার গাড়ি আছে স্যার?

হ্যাঁ।

সামনে দরজার দিকে এগোতেই সে দরজা খুলে দিল।

শুভরাত্রি, স্যার।

আমি শুভরাত্রি জানিয়ে উষ্ণ নিস্তরু অন্ধকারে হেঁটে গাড়িতে ঢুকে গিয়ে ড্রাইভিং হুইলের পিছনে বসলাম।

যদিও আইকেনের চেয়ে মেয়েটি বছর পঁয়ত্রিশের ছোট, নিশ্চিত ছিলাম সে তার মেয়ে বা মিসট্রেস নয়। দৃঢ় বিশ্বাস হল সে তার স্ত্রী ভেবে কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়লাম।

০২.

ভাল ঘুমোত পারিনি সে রাতে। মনে অনেক কিছু আনাগোনা করছিল। একদিকে নিউইয়র্কের পার্টনারশিপের ব্যবসার বিরাট সুযোগ, অন্যদিকে আগামীকাল বোর্ড মিটিং যা বেশ গোলমেলে হতে পারে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ইন্টারন্যাশনাল ও প্যাসিফিক এজেন্সির ডিরেক্টর পাঁচজন। তাদের চারজন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও আইকেনের গুণমুগ্ধ। পঞ্চমজন অ্যাটর্নি শেলউইন টেম্পলম্যান। সবজাত্তা ও বিরক্তিকর লোক এবং তাকে সামলাতে হবে ভাবতে খারাপ লাগছিল।

তার ওপর ছিল ওয়াসারম্যানের হিসেবপত্র। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে টেলিভিসন সেট তৈরির সবচেয়ে বড় প্রস্তুতকারক জো ওয়াসারম্যান। তিনি বড় মক্কেলদের একজন। তিনিও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। প্রায়ই তিনি ভয় দেখাতেন যে হিসেব-নিকেশ সরিয়ে নিয়ে অন্য কোন এজেন্সিকে দেবেন। আমরা তাকে কোনরকমে এতদিন আটকে রেখেছিলাম। আইকেন চিরদিন নিজেই এটা দেখাশুনা করতেন। আইকেন খুব কম অ্যাকাউন্ট নিজে দেখতেন। এখন আমাকে দেখতে হয় ফলে ঝামেলা অনেক।

আরেক চিন্তা হচ্ছে, কাল থেকে সম্ভবতঃ চার সপ্তাহের জন্য আমি হচ্ছি ইন্টারন্যাশনালের সর্বেসর্বা, প্রায় দেড়শো স্ত্রী পুরুষ আমার অধীনে কাজ করবে আর প্রায় দুশো তিনজন মক্কেল সপ্তাহের কাজের দিনগুলির যে কোন সময়ে তাদের সমস্যা নিয়ে চিঠি লিখবে বা ফোন করবে। তাদের আশা উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই চাই। এতদিন এ নিয়ে আমার উদ্বেগ ছিল না, কারণ কঠিন প্রশ্ন হলেই এর ওর ঘাড়েই সমস্যাটা চাপিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন তা করলে আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা ভাল হবে না। এ ছাড়া পা ভাঙ্গা মানুষকে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বিরক্ত করা ঠিক নয়।

শুয়ে শুয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শুনতে শুনতে সমস্যাগুলো বেশ জটিল মনেহচ্ছিল। পরে বুঝতে পারলাম আধো

অন্ধকারে আমার ঘেমে নেয়ে যাবার আসল কারণ হচ্ছে অন্য। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আইকেনের স্ত্রীর ছবিটা বার বার মনে পড়ছিল।

সাদা কাঁধে বাদামী চুল তুলে ধরার ছবি, ছোট জামাটার নীচে তার সুগঠিত স্তন দুটোর ছবি। তার তাজা তারুণ্য, সে যে আইকেনের স্ত্রী এই চিন্তা ও তাকে কাছে পাওয়ার অদম্য ইচ্ছা-এই সব চিন্তাই তাহলে সারারাত আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

আইকেন তাকে কেন বিয়ে করেছিলেন? সে কি তার মেয়ের বয়সেরও ছোট? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন মেয়েটাই বা কেন তাকে বিয়ে করল?

এই চিন্তাগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছি। বার বার নিজেকে বলেছি, সে আইকেনের স্ত্রী। সে আমার শত্রুর পাত্রী। কিন্তু যেভাবে তার চিন্তা করছিলাম তাতে মনে হচ্ছিল যেন আমি একেবারে অসহায়। সে রাতে কিছুতেই তাকে মন থেকে সরাতে পারিনি।

সকাল নটায় অফিসে গেলাম। ঠিক প্যাট যখন এলিভেটরে উঠতে যাচ্ছিল তখনই আমি তার সঙ্গে নিলাম। সেখানে আরও অনেক কর্মচারী ছিল, দুজনে আমরা হাসি বিনিময় করলাম। কোন কথা বললাম না।

নিজের অফিসে ঢোকান পর আমি তাকে নিউইয়র্ক পরিকল্পনার কথা বললাম।

ওহ, চেস কি সুন্দর? আমার সব সময়েই মনে হয়েছে তিনি কেন নিজের ব্যবসা নিউইয়র্কে ফাঁদেন না। তুমি দায়িত্বে থাকবে ভাবতে সুন্দর লাগছে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

এখনও ঠিক হয়নি। হয়ত এখানে একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসব আর তখুনি চাকরী খতম।

একবারও ভাববে না যে তুমি গণ্ডগোল বাধাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ঠিকই পারবে।

আমি তোমাকে নিউইয়র্কে চাই, প্যাট। তোমাকে ছাড়া আমি কোন কাজ করতে পারব না।

নিউইয়র্ক থেকে আমাকে সরাতে পারবে না। আমি বরাবর সেখানে কাজ করতে চেয়েছি।

সেদিনের ডাক দেখছিলাম, এমন সময় জো ফেলোস ভিতরে এল।

দাঁত বার করে জো বলল, এই যে বস্, বুড়োটা কেমন আছে?

একমাত্র পার্থক্য উনি ওঠানামা করছেন না বিছানায় শুয়ে আছেন। দেখ জো আমি খুব ব্যস্ত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোর্ডের মিটিং আছে। কি বলতে চাও বল।

জো বসে বলল, বিশ্রাম নাও, বাবা। বোর্ড মিটিং এমন কিছু নয়। শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল বুড়োটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বাজী রেখে বলতে পারি সে চেষ্টা ছাদ ফাটাচ্ছে।

না, তা নয়। তিনি আঘাতের কষ্ট আমলই দিচ্ছেন না। আমি দুঃখিত। আমি একটু ডাকটা দেখতে চাই।

তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। তোমার কি হয়েছে?

বছর দুই তার সঙ্গে কাজ করে তাকে আমার ভালই লেগেছে। শিল্পী হিসেবে সেই সবচেয়ে ভাল। সে প্রায়ই বলত মনিব হিসেবে আইকেনের চেয়ে আমাকেই তার ভাল লাগে। যদি কোনদিন নতুন ব্যবসা কঁদি সে আমার ব্যবসায় যোগ দেবে।

আমি তাকে নিউইয়র্ক পরিকল্পনার কথা বললাম।

কি সুন্দর। তুমি, আমি আর প্যাট এই নিয়ে বিশ্বজয়ী দল গড়ে তুলতে পারব। যদি ব্যবসায় না নাম চেস আমি তোমায় মেরে ফেলব।

যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বাড়িতে আর, ওর বৌকে দেখেছ?

তার স্ত্রী? স্বাভাবিক ভাব দেখাবার চেষ্টা করলাম, না আমি তাকে দেখিনি।

তাহলে, কি জিনিস হারিয়েছ। ফুঃ! কি একটা জিনিস। আমি কেবল একবার তাকে দেখেছি। সেই থেকে রোজ তাকে স্বপ্নে দেখি।

তার কি কি বৈশিষ্ট্য আছে?

যতদিন না দেখেছ ততদিন চুপ করে থাক। দেখলে বুঝবে কি বোকার মত প্রশ্ন করেছ। তার বৈশিষ্ট্য কি? একটা জিনিস, তার কড়ে আঙুলেও যতটা যৌন আবেদন আছে, অন্য কোন মেয়ের মধ্যে আমি তা দেখিনি। কুড়ির বেশী নয় কিন্তু কি সুন্দরী। ভাবতেও ঘেন্না করে যে, ঐ হুইস্কিখেকো পাষণ হৃদয় খিটখিটে বুড়োটার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে।

কি করে বুঝলে সে জীবনে খুশি নয়?

এটা তো চিরন্তন ব্যাপার। বুড়োটাকে বিয়ে করার একমাত্র কারণ হতে পারে মেয়েটার তার চেক বই-এর দিকে নজর। এখন মেয়েটা বারটা বেডরুমের বাড়িতে বাস করে। সুন্দর গলায় হীরের নেকলেস পরে। কিন্তু বাজী রেখে বলতে পারি সে জীবনেও সুখী নয়।

তুমি জানতে এটা, আশ্চর্যের। আর. এর যে স্ত্রী আছে আমি জানতাম না। মেয়েটার বাড়ি কোথায় ছিল?

জানি না, সৌন্দর্যে মেয়েটা প্রথম সারির মেয়ে। তোমার আসার বছর খানেক আগে সে বিয়ে করে। বুড়োটা সতের বছর বয়সে তাকে বড়শীতে গাঁথে। প্রায় দোলনা থেকে নিয়ে পালানো আর কি। যাইহোক, তাকে দেখার চেষ্টা করবে সত্যিই দেখার মত।

গল্প থামিয়ে এবার যাবে? বোর্ড মিটিং-এর মাত্র দশ মিনিট বাকী।

পরে এ নিয়ে ভাবতে খারাপ লাগছিল যে কেবল রোজার আইকেনের টাকার জন্য সে নিজেকে বলি দিয়েছে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

প্রায় তিনটের সময় আইকেনকে ফোন করলাম। যতটা ভেবেছিলাম বোর্ডমিটিং তার চেয়েও কঠিন পর্যায়ে এসেছিল। আইকেন মিটিং-এ না থাকায় টেম্পলম্যান তার দশ ইঞ্চি বন্দুক যেন উঁচিয়ে এসেছিল। আমি তাকে সামলেছিলাম। শেষে আর. এর ইচ্ছামত বিষয়গুলিতে তাদের রাজী করাতে পেরেছিলাম।

আর. এর বাড়িতে ফোন করতেই একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো-হ্যালো, কে?

গলার স্বর শুনেই আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। স্থির হয়ে রিসিভারটা কানে চেপে তার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনতে লাগলাম।

সে আবার বললো, হ্যালো? কে?

স্কট বলছি। মিঃ আইকেনের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মিঃ স্কট? হ্যাঁ নিশ্চয়। একটু দয়া করে ধরবেন? তিনিও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কেমন আছেন?

তিনি বেশ ভাল আছেন। ডাক্তার ভালই বলেছেন। প্ল্যানটা খোলার শব্দ পেলাম। কিছু পরে আইকেন লাইনে এলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

০১.

গেবলসে এসে পৌঁছলাম আটটার কিছু পরে। গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবছিলাম আর একবার দেখা পাব কিনা। মেয়েটির চিন্তায় আমাকে দুর্বল করে তুলল, বুকের ভেতর নেচে উঠল।

বাগান ও সুইমিং পুলের ফ্লাডলাইট নেভানো থাকলেও চাঁদের আলোয় পরিবেশটা বেশ সুন্দর লাগছিল।

উপরে উঠে বেল বাজালাম। ওয়াটকিনস কিছু পরে দরজা খুলে বলল, শুভসন্ধ্যা স্যার।

আমি তার পাশ দিয়ে হলঘরে এসে বললাম, মিঃ আইকেন কেমন আছেন?

বেশ ভালই বলব। সম্ভবতঃ আজ রাতে তিনি একটু নার্ভাস ছিলেন। মনে হয় আজ বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল।

যত শীঘ্র পারি চলে যাব।

তাহলে ভাল হয়, স্যার।

আমরা এলিভেটরে চাপলাম। বুড়ো মানুষটা জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

আইকেন বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন, দাঁতের ফাঁকে সিগার। তার দুই হাঁটুর ফাঁকে হিসাব নিকাশের কয়েকটা কাগজ, পাশে একটা প্যাড ও পেন্সিল পড়েছিল। তার ঠোঁট দুটো ছিল একটু বাঁকা ও চোখের পাতা দুটো ভারী, আগের রাতের মত অত ভালো আজ দেখাচ্ছিল না।

বিরক্তস্বরে তিনি বললেন, ভিতরে এস, স্কট।

ইজিচেয়ারে বসে বললাম, পা কেমন আছে?

ভালই আছি। হ্যামিলটন ফোন করেছিল। সে বলল তুমি মিটিং-এ ভাল কাজ দেখিয়েছ।

তিনি ভেবে থাকলে আমি খুব আনন্দিত। টেম্পলম্যানকে খুব ভালভাবে সামলাতে পারিনি। আমাকে বেশ ভুগিয়েছেন।

ঠিক মতই সামলেছ হ্যামিলটন আমাকে বলেছে। বোকা গাড়ি নিয়ে ভেগেছিল, মিটিং-এর মিনিট পেয়েছ? হেসে আইকেন বললেন।

তার হাতে সেগুলো তুলে দিলাম।

ততক্ষণ আমি পড়ি তুমি কিছু পান কর, আমাকেও একটু দেবে। দেয়ালের পাশে একটা টেবিলের উপর বোতল ও গ্লাস রাখা সেদিকে হাত দেখালেন। আমাকে হুইস্কি দাও। হ্যাঁ, যা বলছি, গ্লাসে কিছু হুইস্কি ঢাল।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তার গলার স্বর আমাকে সতর্ক করে দিল যে কোন তর্ক করা ঠিক হবে না। আমি দুটো গ্লাসে পানীয় ঢালোম। তাকে একটা গ্লাস দিলাম। তিনি সেদিকে চাইলেন এবং সেই মুহূর্তে তাকে বেশ বদমেজাজী অনিষ্টকর ব্যক্তির মত দেখাচ্ছিল।

আমি যে বললাম কিছু হুইস্কি ঢাল! শুনতে পাও নি?

টেবিলে গিয়ে গ্লাসে আরও হুইস্কি ঢালোম এবং তার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি গ্লাসটা নিয়ে পুরোটা গিলে নিলেন গ্লাসটা আমার হাতে দিয়ে, আর একবার তৈরি করে নিয়ে এসে পাশে বস।

আর এক গ্লাস তৈরি করে এনে পাশে বসলাম।

দুজনে পরস্পরের দিকে চাইলাম। হঠাৎ তিনি দাঁত চেপে বললেন, কিছু মনে কর না। স্কট, যদি পা ভাঙে কিছুটা অসহায় হয়ে পড়বে। আমাকে অসুস্থ মানুষ হিসেবে দেখানোর জন্য বাড়িতে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। সারাদিন অপেক্ষা করছিলাম, তুমি এসে আমাকে পানীয় দেবে।

আমারও ভাবা উচিত ছিলো যে আপনি যা পেতে চাইছেন তা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ জিনিস।

তুমি ও তাই ভাব? বিচারের ভার আমাকে দাও। মিনিটটা হাতে তুলে নিল। ইচ্ছে করলে ধূমপান করতে পার।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

একটা সিগারেট ধরলাম, কিছু স্কচ পান করলাম। মিনিটটা পড়তে তার প্রায় দশ মিনিট লাগল, পরে কাগজগুলো হাঁটুর উপর ছুঁড়ে ফেলে আর একবার তিনি পান করলেন।

আরম্ভটা বেশ ভাল। বরং তার চেয়েও বেশী। আমি নিজে এর চেয়ে ভাল কাজ দেখাতে পারতাম না। এইভাবেই কাজ করে যাও। নিউইয়র্কের চাকরী তোমারই হবে।

সত্যিই প্রশংসা।

এখন দেখা যাক ওরা আমাদের যে সব সুযোগ দিয়েছে সে সবার কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যায়। তোমার কি ধারণা বল?

আগেই ভেবেছিলাম তিনি এ প্রশ্ন করতে পারেন সেইজন্য অফিস থেকে আসার আগে বিভিন্ন বিভাগের প্রধানের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তাই তৈরিই ছিলাম।

আধঘণ্টা ধরে বলে চললাম, তিনি শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিলেন। যখন বলা হয়ে গেল, তিনি বললেন মন্দ নয়। আমি তোমাকে আরও ভালভাবে কাজ করতে শেখাব।

এবার আমার শোনার পালা এবং আমাকে কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা। তিনি আমার ধারণাগুলিকে একটু অন্যভাবে ব্যবহার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় আমার ভুল বুঝলাম। আমার যুক্তিগুলো ছিল আরও ব্যয়সাপেক্ষ। তার যুক্তিতে খরচের প্রায় দশ শতাংশ সাশ্রয় হবে। বুঝতে পারলাম তিনি আমার চেয়ে অনেক বড় ব্যবসায়ী।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

নটা বেজে গেছে দেখে মনে পড়ল ওয়াটকিনস আগেই আমাকে জানিয়েছিল। আলাপ আলোচনা অল্পক্ষণ করার জন্য।

কাগজগুলো ব্রিফকেসে গুছোতে গুছোতে বললাম, ঠিক আছে স্যার। সব দেখে রাখব। এবার আমি বিদায় নেব। দশটায় আমার কাজ আছে।

তুমি মিথ্যেবাদী স্কট। ঐ বোকা বুড়ো ওয়াটকিনসের কথা শুনে তুমি যেতে চাইছ। ঠিক আছে তুমি বিদায় হও। কাল আটটায় একবার দেখা করবে। কোন মেয়ের সঙ্গে জানাশোনা আছে স্কট?

চমকে কিছু কাগজ মেঝেয় পড়ে গেল। সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে বললাম, যদি সেই অর্থে বলেন তবে বিশেষ ভাবে কারো সঙ্গে নেই।

আমি ঠিক তা বলছি না। পুরুষের প্রতি মুহূর্তে নারীর প্রয়োজন হয়। কখনও তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে না তবে তাদের ব্যবহার করবে। সেই উদ্দেশ্যেই তারা অফিসে আছে। আমি চাই না তুমি সবসময় কাজ কর। মাঝে মাঝে আমোদ ফুটি করো। মেয়েরা যে আমোদ ফুটির একটা উপকরণ এটা বুঝতে তোমার বেশী সময় লেগেছে। তবে তোমাকে যাতে তারা গাঁথতে না পারে সেদিকে দেখবে। যদি তাকে গাঁথতে দাও তবে তুমি খতম।

হ্যাঁ, স্যার। আগামী কাল আটটায় আসব।

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

এই সপ্তাহের শেষটা তুমি ছুটি নাও। আগামী শুক্রবার রাতে আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। সোমবার সকালে একটা ফোন করবে। আজ মঙ্গলবার, সপ্তাহের শেষটার জন্যে একটা প্ল্যান করে ফেল, স্কট। আমি চাই তুমি কিছু বিশ্রাম নাও। গলফ খেলতে পার?

হ্যাঁ, পারি।

যদি খুব সিরিয়াসলি না নাও তবে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল খেলা। গলফ অনেকটা একটা মেয়ের মত। যদি কোনটাকে সিরিয়াসলি নাও ও তাকে সুযোগ দাও তোমাকে গেঁথে ফেলবে। ব্যস, তুমি খতম। কি রকম খেলতে পার?

বললাম, সবচেয়ে ভাল দিনগুলোতে বাহাত্তর বার মেরেছি।

তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমাকে প্রথমবার দেখলেন, বাঃ তুমি তো ভাল খেলো।

তা হওয়া উচিত। পাঁচ বছর বয়স থেকে খেলছি। আমার বাবা গল পাগল ছিলেন। এমন কি মাকেও খেলাতেন।

আগামীকাল রাত আটটায় আসব বলে দরজার দিকে চাইলাম।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তাই করবে, স্কট। সপ্তাহের শেষটা গলফ খেলার ব্যবস্থা করবে। রাতের জন্য একটা সুন্দরী মেয়ে খোঁজ করে নেবে। জীবনে আমোদ-প্রমোদের সবচেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে গলফ ও মেয়ে।

বাইরে আসার পর বেশ আনন্দ হচ্ছিল। তার পাগলামির জন্য কেমন যেন বিস্বাদ লাগছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছবিটা মনে দুলে উঠলো, এলিভেটর ছেড়ে সিঁড়ির মুখটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

নিচের চাতালটায় তাকিয়ে দেখলাম জায়গাটা বেশ অন্ধকার, মনে হল তখন নটা বেজে দশ, এই সময়ে সে তার শোবার ঘরে থাকবে এটা আশা করা যায় না।

এলিভেটর চেপে নিচে হলঘরে এসে দেখলাম ওয়াটকিনস আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, মনে হয় না মিঃ আইকেন আজ ভাল আছেন।

তার অল্প জ্বর হয়েছে স্যার। ভেবেছিলাম এটা হবে।

হ্যাঁ। আমি আবার কাল রাতে আসব।

আমার বিশ্বাস, মিঃ আইকেন আপনার আশায় পথ চেয়ে থাকেন।

শুভরাত্রি জানিয়ে গ্রীষ্মের চাঁদের আলোয় ভরা রাতে বেরিয়ে এলাম।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ক্যাডিলাক গাড়িটার দিকে যেতে যেতে পিছন ফিরে বাডিটার উপর দিকে চাইলাম। শুধুমাত্র মিঃ আইকেনের ঘরে আলো জ্বলছে আর সব অন্ধকার। আশ্চর্য, মেয়েটা কি বাইরে গেছে, নাকি বাড়ির পেছন দিকে কোথাও আছে?

সারাদিন ধরে তাকে আর একবার দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু মনে হল, মিসেস হেপল অথবা ওয়াটকিনস কোন এক অন্ধকার জানলা থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে। এভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এটা নয়। গাড়িটার দরজা খুলে পেছনের সীটে ব্রিফকেসটা রেখে ড্রাইভিং ছইলের নীচে গিয়ে বসলাম।

মেয়েটা সেখানে বসেছিল, হাতদুটো মুঠো করে কোলের উপর রাখা। অন্ধকার হলেও আমি তার মাথার আকারটা বুঝতে পারছিলাম। মাথাটা একদিকে হেলিয়ে সে আমার দিকে চেয়েছিল। সে ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না। অন্য কেউ হলে আমার হৃদপিণ্ডটা হয়ত এভাবে নেচে উঠত না।

প্রায় পাঁচ সেকেন্ড আমি তার দিকে তার মৃদু গন্ধ ও নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই পাঁচ সেকেন্ডে যেন আমার সবকিছু আবছা হয়ে এল।

জীবনের এই মুহূর্তকে আর কোনদিনই ভুলব না।

.

০২.

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে বলল, হ্যালো আপনাকে অবাক করে দিয়েছি। ভাবতে পারিনি এত শীঘ্র বেরিয়ে আসবেন।

হ্যাঁ, তা কিছুটা, আশা করিনি...।

সে হেসে, এটা আপনার গাড়ি?

হ্যাঁ।

খুব সুন্দর গাড়ি। গাড়ির ব্যাপারে আমি পাগল। যখন এটা দেখলাম ঠিক তখনই ভেতরে আসি। রোজারের বেন্টলির চেয়ে এটা আমার বেশী পছন্দ। আর এটাই বেশী জোরে চলে, তাই না?

হ্যাঁ, বেশ জোরে চলে।

সীটের গদিতে হেলান দিয়ে মেয়েটা বসা, চাঁদের আলোয় তার মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছিল, অপরূপ সুন্দরী দেখতে।

রোজার আপনার কথা আমাকে বলেছে। সে বলে আপনি তার নতুন পার্টনার হবেন।

এখনও ঠিক হয়নি।

আমার অবাক হবার ভাবটা তখনো যাচ্ছিল না। সে কথা বলে যাচ্ছিল যেন সারা জীবন ধরে আমার চেনা।

সে বলল, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আপনার কি নিউইয়র্কে থাকতে ভাল লাগবে?

খুব বেশি।

আমার ইচ্ছা এখানে থাকার। আপনার কি মনে হয় না, পাম শহর দারুণ বিশ্রী?

মনে হয়, আপনার বয়সে এরকম লাগতে পারে।

সে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, মনে হচ্ছে আপনি যেন বুড়িয়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। এখনও বোধ হয় ত্রিশ হয়নি, তাই না?

একত্রিশ।

আপনি ভীষণ চলাক।

রোজার বলল আপনি ব্যবসায়ে বিশ হাজার ডলার খাটাবেন। আপনার বয়স মাত্র একত্রিশ হলে আপনি এত টাকা পেলেন কোথা থেকে?

আমার বাবা বেশি অংশটা রেখে গেছে, বাকীটা আমার জমানো। আপনি কি সমস্ত টাকাই রোজারের ব্যবসায়ে খাটাতে চান?

আপনার খুব আগ্রহ দেখছি।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

হ্যাঁ কিছুটা, মানুষ যে ভাবে টাকা রোজগার করে তাতে আমার চিরদিনই আগ্রহ আছে। একটা মেয়ের ধনী হওয়ার একমাত্র পথ বিয়ে করা। পুরুষেরা বাইরে গিয়ে টাকা রোজগার করতে পারে। অবশ্য আপনি ভাগ্যবান যে আপনার বাবা আপনার জন্য অনেক কিছু রেখে গিয়েছিলেন, তাই না?

আমারও অনুমান ঠিক তাই। সে উঠে বসল ও এগিয়ে গিয়ে ড্যাস বোর্ডে হাত রাখল।

গাড়িটা আমার খুব পছন্দ। আমাকে চালাতে শেখাকেন?

শেখাবার কিছুই নেই। এটার ড্রাইভ আটোমেটিক, স্টাটারে পায়ের চাপ দিলেই আপনা থেকেই চলবে।

বিশ্বাস হবে কিনা জানি না। আমি কখনও গাড়ি চালাই নি। রোজারের চারটে গাড়ি আছে : কিন্তু একটাও আমাকে ছুঁতে দেবে না।

কেন?

সে অদ্ভুত ধরনের। কেথাও যেতে হলে আমাকে সাইকেলে যেতে হয়। সাংঘাতিক তাই না? তার ওজর হচ্ছে আমি চালাতে পারি না। যদি শিখি, তবে চারটের একটা গাড়ি তাকে দিতেই হবে। আপনি আমাকে শেখাবেন?

হ্যাঁ, যদি আপনি চান তবে তাই হবে।

হিট গ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

যে কোন জিনিসের চেয়ে পৃথিবীতে এইটাই আমি সবচেয়ে বেশি করে চাই। আপনি কি এখনই আমাকে শেখাবেন, না আপনার কিছু করার আছে?

আপনি বলতে চান এখনই?

হ্যাঁ, যদি আপনি সময় দিতে পারেন।

ঠিক আছে, আমরা তাহলে স্থান পরিবর্তন করব। আমি গাড়ি থেকে বেরোতে যেতেই সে আমার কোটের হাতা ধরে থামাল। তার আঙ্গুলের ছোঁয়ায় রক্তের উষ্ণ ষোত আমার মেরুদণ্ডের ভেতরে বয়ে গেল।

এখানে নয়। ওরা আমাদের দেখে রোজারকে বলে দেবে। এমন কোথাও যাওয়া যাক যেখানে কেউ দেখতে পাবে না।

ওরা? আপনি কাদের বোঝাতে চাইছেন?

মিসেস হেপল ও ওয়াটকিনস। মিসেস হেপলকে আপনি দেখেছেন?

হা।

আমার ভাল লাগে না। সে নীচ স্বভাবের মেয়ে। আপনার কি মনে হয়?

ঠিক জানি না। কেবল কাল রাতে দেখেছি। তার সঙ্গে কথা বলিনি।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে আমাকে সহ্য করতে পারেনা। আমাকে বিপদে ফেলতে চায়। রোজারতার কথা শুনে চলে।

বিপদের সংকেত দেখতে পেলাম। আপনি গাড়ি চালাতে শিখুন মিঃ আইকেন যদি সেটা পছন্দ না করেন.....?

সে তার হাত আমার বাহুতে রাখতে থামতে হল।

আপনি যে ওদের মত তাকে ভয় করেন একথা বলবেন না। তাহলে ড্রাইভিং শেখার জন্য আমাকে অন্য কারও সাহায্য নিতে হবে।

আমি তাকে ঠিক ভয় করি তা নয়, তবে এমন কিছু করতে চাই না যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

সে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে, আমার ইচ্ছার কি তবে কোন অর্থ, নেই?

আমি আপনাকে গাড়ি চালাতে শেখাব। বলে গিয়ার লিভারকে পজিশনে রাখলাম ও গ্যাস পেডালে পা দিয়ে চাপ দিলাম। বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা বুলেটের মত গাড়িটা দুটল।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে জোরে গাড়ি চালালাম, স্পীড মিটারের কাঁটা প্রায় নব্বই-এর ঘরে। পরে একটা ছোট রাস্তার দিকে ঘুরলাম ও গাড়ি থামালাম।

বাবা! সে চিৎকার করে উঠল। আপনি সত্যিই জোরে গাড়ি চালাতে পারেন। আমি এত জোরে কখনই চলাই নি।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

বাইরে বেরিয়ে এসে বললাম, ঐ দিকে সরে যান। যেখানে বসে আছেন ওখান থেকে কোনদিনই গাড়ি চালাতে পারবেন না।

সে ওপাশে সরে গেলে আমি ভিতরে ঢুকে তার জায়গায় বসলাম।

দেখুন খুব সোজা, এটা হচ্ছে গিয়ার লিভার। এটাকে একটা নটের নিচে আনতে হবে। পরে ডান পা দিয়ে অ্যাকসিলেটরে চাপ দিন। যখন গাড়ি থামাতে চান তখন অ্যাকসিলেটর থেকে পা সরিয়ে নিন ও বাঁ দিকের বড় পেডালটায় চাপ দিন। ওটা হচ্ছে ব্রেক। পেয়েছেন?

বাঃ, বেশ সোজা। সে বলল এবং একবারের চেষ্টাতেই গিয়ার লিভারটা নামিয়ে অ্যাকসিলেটরটা পা দিয়ে চেপে ধরল।

পাগলের মত গাড়িটা ছুটে চলল। কি ভাবে গাড়ি নিয়ে যেতে হয় তার কোন ধারণাই নেই। কোথায় ছুটে চলেছে সে একবারও লক্ষ্য করল না।

আমি এতই বিহ্বল হয়েছিলাম যে কিছুই করতে পারলাম না।

সে সময় খুব ছুটে ঘাসের ধারে এসে পড়লাম ও দূরের চাকাগুলো মাঝে মাঝে পিছলে যাচ্ছিল। পরে রাস্তায় এসে উঠলাম।

গাড়িটা বাগানের বেড়ার দিকে ছুটছিল; আমি স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে গাড়িটা সোজা চললাম।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

পা সরিয়ে নিন অ্যাকসিলেটর থেকে! চীৎকার করে পা সরিয়ে দিলাম, তার পর ব্রেকে চাপ দিতেই গাড়িটা থেমে গেল।

কয়েক সেকেন্ড ছিল ভয়ংকর। একটুর জন্য শেষ হয়ে যেতাম।

তার দিকে চাইলাম ইঞ্জিন বন্ধ করে।

গাড়িতে চাঁদের আলো এসে পড়ছিল তাই তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। চঞ্চল হয় নি বরং হাসছিল। তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে আমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল।

এখন একটু বিশ্রাম নিন, আমি বললাম। আত্মহত্যার এ এক পথ। জোরে চাপ দেবেন না...।

জানি অধৈর্য্য হয়ে সে বলল, আমাকে বলতে হবে না, খুব জোরে চাপ দিয়েছিলাম। আর একবার চেষ্টা করা যাক।

লক্ষ্য রাখবেন যখন গাড়ি ছুটবে রাস্তার দিকে।

সে হেসে উঠল ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি, সে বলল। ভাবতেই পারিনি যে এটার এত ক্ষমতা আছে।

খুব আস্তে চালান। অ্যাকসিলেটরে আস্তে চাপ দিন, বলে ইঞ্জিন চালু করলাম।

ইটো অ্যাড রান । ডেমস হেডলি ডেজ

হ্যাঁ, জানি ।

গিয়ার ঠিক রেখে আমরা ঘণ্টায় কুড়ি কিঃ মিঃ বেগে চললাম । এবারও বোঝা গেল কোন অভিজ্ঞতা নেই ।

আপনি যদি সবই করেন তবে কি করে শিখব বুঝতে পারছি না, বলে হাতটা সরিয়ে দিল ।

বললাম মিঃ আইকেন কি কখনও আপনাকে গাড়ি চালানো শেখান নি?

রোজার? সে হেসে উঠল, না, না, তার কোন ধৈর্য্যই নেই ।

বেশ জোরে চালাচ্ছেন অথচ রাস্তার দিকে নজর দিচ্ছেন না । আর একবার চালান যাক ।

এবার ঘণ্টায় পনের মাইল বেগে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল ।

আমি বললাম, ঠিক এই ভাবে চলুন তাহলে, বেশ ভাল লাগবে ।

সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ির হেডলাইটকে খুব জোরে এগিয়ে আসতে দেখলাম ।

ডান দিকে এগিয়ে যান । আঁস্তে চালান, রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখুন ।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

খুব তাড়াতাড়ি বাঁক নিতে গাড়িটা অনেক দূর এগিয়ে গেল এবং দুরের চাকাগুলো রাস্তার পাশের ঘাসের উপর এসে পড়ল। স্থির জানতাম যে এবার সে ঘাসের উপর থেকে গাড়িটাকে রাস্তায় আনার চেষ্টা করবে। ফলে হয়তো উল্টো দিকের গাড়িটা পথের উপর এসে পড়বে। আমি ব্রেক কষতেই গাড়িটা থেমে গেল। অন্য গাড়িটা জোর শব্দ তুলে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

অধৈর্য হয়ে সে বলল, আমার ইচ্ছা যা কিছু করার আমাকেই করতে দিন। আমি নিজেই সামলাতাম।

তা বটে, এটাই কিন্তু আমার একমাত্র গাড়ি।

সে হেসে বলল, বেশ মজা। ভালই লাগছে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি গাড়ি চালান শিখে যাব। রোজার যদি তার একটা গাড়িও আমাকে ব্যবহার করতে না দেয় তবে আপনারটা আমাকে দেবেন কি?

একা চলাবার আগে আপনাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

যখন পারব তখন গাড়িটা দেবেন তো?

ঠিক আছে, তবে সময় নিয়ে অসুবিধা হবে। প্রতিদিনই কাজের সময় এটা লাগে।

যখন আমার দরকার হবে তখন আপনি বাসেও যেতে পারেন।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ভাববার কথা। আমি বাস পাগল নই। তাছাড়া কাজের সময় প্রায়ই আমার গাড়িটার দরকার হয়।

মাঝে মাঝে খুব প্রয়োজনে ট্যাক্সি নিতে পারেন। পারেন

না? মনে হয় তা পারি।

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনি গাড়িটা আমাকে দিতে চান না। এটাই আসল কথা। তাই না?

না, তা নয়। আমার ভয় আপনি কোন কিছুতে ধাক্কা মারবেন বা কেউ আপনাকে ধাক্কা মারবে। একা চালাবার আগে আপনার অনেক প্র্যাকটিসের দরকার। আপনি একা কোথায় যেতে চান?

বিশেষ কোন জায়গায় নয়, আমি শুধু চালাতে চাই। সব সময়ই আমার জোরে চালাতে ইচ্ছা করে।

ঠিক আছে। যখন একা গাড়ি চালাতে পারবেন তখন ধার নিতে পারেন।

আপনি কি সত্যিই বলছেন?

হ্যাঁ, তাই বোঝাতে চাইছি।

যখন ইচ্ছা তখনই পেতে পারি? আমার কাজ হচ্ছে টেলিফোনে আপনাকে বলে দেওয়া কখন আমার চাই। তাহলেই আপনি পাঠিয়ে দেবেন।

হ্যাঁ, এইটুকুই আপনাকে করতে হবে।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

সে অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে আমার হাতের ওপর ওর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, যত মানুষ দেখেছি আপনিই সবচেয়ে ভাল।

আমি অবশ্য তা বলবনা। যদি গাড়ি চান পেতে পারেন। এখন আর একবার দেখা যাক আগের চেয়ে ভাল ভাবে এটাকে কায়দায় আনতে পারেন কি না?

হ্যাঁ। বলে সে ইঞ্জিন চালু করল।

এবারে সে সত্যিই ভাল চালাচ্ছিল, দুটো গাড়ি গাঁ গাঁ করতে করতে উল্টো দিকে ছুটে গেল, তখনও সে গাড়িটা ঠিকমত সোজাভাবেই চালিয়ে নিল।

এবার শিখে ফেলেছি। এখন অনেক কিছু বুঝতে পারছি।

ইট্ট শ্যাম্ভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

প্রয়োজন হলে যাতে হইলটা ধরতে পারি তাই তার দিকে একটু সরে বসলাম। পা
ব্রেকের কাছে এগিয়ে আনলাম। সে সোজা পথেই গাড়িটা চালান এবং গাড়ির গতিও
বাড়িয়ে দিল। স্পীডোমিটারের কাটা আশির ঘরে গেল।

আস্তে আস্তে চালান। খুব জোরে যাচ্ছেন কিন্তু।

কি চমৎকার। আমি এই ভাবেই চালাতে চেয়েছি। কি গাড়ি! কি সুন্দর!

এবারে আস্তে চালান।

চোখ ঝলসানো আলো জ্বালিয়ে একটা আলো অন্ধকার থেকে আমাদের দিকে এল।
আমরা তখন রাস্তার ঠিক মাঝখানে। আমি ব্রেকে পায়ের চাপ দিলাম।

ডান দিকে যান। সে খুব তাড়াতাড়ি ডানদিকে চালিয়ে নিল। যদি ব্রেকে চাপ দিতাম
আমরা তবে ঘাসের উপর এসে পরতাম ও গাড়িটা উল্টে যেত। অন্য গাড়িটা জোরে হর্ণ
বাজাতে বাজাতে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্যাডিলাকটা থামলাম।

এটা করার কি প্রয়োজন ছিল? আমি বেশ যাচ্ছিলাম।

তা যাচ্ছিলেন, এক রাতে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনার এখন প্রয়োজন প্র্যাকটিস।
সেটাও আজ রাতে করবেন? এবার আমি চালাব।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ঠিক আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে-সর্বনাশ! এবার ফেরা দরকার। রোজার ভাববে আমি কোথায়?

আমার মনে একটু তিক্ত ও কটু অনুভূতি জাগল।

আপনি কি জোরে গাড়ি চালাবেন? বেশ জোরে?

অ্যাকসিলেটরে জোরে চাপ দিলাম। ক্যাডিলাকটা ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে ছুটল।

এগারটা বাজতে কুড়ি মিনিটের সময় আমরা গেবলসে পৌঁছলাম।

গাড়ি থামতে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আপনি বেশ জোরে গাড়ি চালাতে পারেন। সত্যিই ভাল পারেন। আমার বেশ লাগছিল, কখন আমি দ্বিতীয়বার শিখব?

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম। দেখুন আমি আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না। আপনার স্বামী সত্যিই চান না যে আপনি গাড়ি চালান...।

সে তার ঠাণ্ডা আঙ্গুলগুলো আমার মনিবন্ধে রাখল

রোজার কখনও জানবে না। কি করে জানবে?

তার স্পর্শ পেয়ে সব যেন গুলিয়ে ফেললাম ও অসংযমী হয়ে উঠলাম।

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আগামী কাল রাত আটটায় আমি এখানে থাকব । নটার পরেই শুরু করা যাবে ।

আমি গাড়িতে অপেক্ষা করব । বুঝতে পারবেন না কত আনন্দ আমার হয়েছে । প্রায়ই এত বিরক্ত লাগে কিন্তু আজকের সন্ধ্যা যে এত সুন্দরভাবে ও উত্তেজনার সঙ্গে কাটিয়েছি, কোনদিনও কাটাইনি । সত্যিই ভাল লাগছিল । দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ।

চাঁদের আলোয় বোঝা যাচ্ছিল যে সে লেবুরং-এর স্ন্যাক ও নীল রংএর সোয়েটার পরেছিল সোয়েটারের নীচের গড়ন আমার দম বন্ধ করে আনল ।

আমার নাম লুসিলি । মনে থাকবে তো?

বললাম যে মনে থাকবে ।

সে হেসে বলল, তাহলে কাল দেখা হচ্ছে । শুভ রাত্রি ।

হাত নাড়িয়ে বাড়ি যাবার রাস্তায় এগিয়ে গেল । যতক্ষণ না অদৃশ্য হল ততক্ষণ চেয়েছিলাম

সে যেন এখন আমার রক্তে ভাইরাসের মতই ভয়ংকর ও বিপদজনক । সে রাতে তো বলাবাহুল্য ঘুম হয়নি । মনটা যখন আগুনে তখন ঘুম আসবে কি করে? মনে হল, পরের সাক্ষাতের সময়টা বুঝি একশো বছরের দুরত্ব ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

০১.

একই ভাবে পরের তিনদিন কাটল। প্রতিদিন সকালে নটায় অফিসে আসতাম, ফিরতাম রাত সাতটায়। গেবলসের সামনের বড় রাস্তার মোড়ে একটা ইতালিয়ান রেস্টোরাঁয় খেয়ে নিতাম। বড় বাড়িটায় আটটায় এসে পৌঁছতাম। ঘণ্টা দেড়েক ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা এবং দরকারি ফোন ও চিঠিপত্রের আলোচনায় আইকেনের সঙ্গে কাটাতাম। পরে নীচে ক্যাডিলাকে আসতাম যেখানে লুসিলি অপেক্ষা করছে।

দৈনন্দিন জীবনের বাকী সময়টা কোনরকমে এই মুহূর্তটা এলে যেন বেঁচে যেতাম। কিনসকে শুভরাত্রি বলায় সে যখন দরজাটা বন্ধ করে দিত তখন যেন সত্যিকারের জীবন ফিরে পেতাম।

আমি ও লুসিলি রাত সাড়ে নটা থেকে এগারটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতাম। বেশি কথা হত না সে গাড়ি চালাতে বেশি মনোযোগ দিত। তার সঙ্গে কথা বললেই দেখতাম গাড়িটা রাস্তায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরত। ক্যাডিলাকটা চালাতে সে এত আনন্দ পেত যে তার আনন্দের সময়ে কোনরকম বাধাকে সে আমল দিত না। গেবলসের ফটকের সামনে এসে যখন আমরা দাঁড়াতাম তখনই কেবল মিনিট পাঁচেক কথা বলে কাটাতাম।

তার সঙ্গে তিনটি সন্ধ্যা কাটাবার পর তার প্রতি আমার অনুরাগ এত বেড়ে গেল যে আবেগ সংযত করা আমার পক্ষে কষ্টকর হল।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমার সঙ্গ পছন্দ করে এমন এক বন্ধুর মত ব্যবহার সেকরত। আমিও জানতাম সে আমাকে পছন্দ করে।

নিজের ব্যবহার নিয়েই আমার ভয় ছিল। জানতাম যদি সে সামান্য উৎসাহ দেখাত তবে তার সঙ্গে প্রেম করতে দ্বিধা করতাম না।

জানতাম আগুন নিয়ে খেলা করছি। আইকেন যদি কখনও জানতে পারেন আমার চাকরি যাবে। সে বলেছিল তিনি ভোগী মানুষ কিন্তু তার স্ত্রীকে নিয়ে তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবে তিনি কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।

যতক্ষণ না লুসিলি আমার প্রেমে পড়ছে ততক্ষণ গাড়ি চালানো শেখানোতে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু নাগালের বাইরে যাবার আগে এসব থামিয়ে দেওয়াই ভাল।

তৃতীয় দিন শুভরাত্রি জানিয়ে বললাম, পরদিন রাতে আমি বাড়ি থাকব না। সপ্তাহের শেষের দিকটা মিঃ আইকেন আমাকে ছুটি দিয়েছেন তাই আমি থাকব না।

এতে কি বোঝায় যে আমি কাল কিছু শিখতে পারব না?

সোমবার রাত পর্যন্ত শেখা হবে না।

আপনি কি কোথায়ও যাচ্ছেন?

না, যাচ্ছি না।

ঊর্ট অ্যাম্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তাহলে যথারীতি আসুন না কেন? এখানেই আমার দেখা পাবেন। বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে না। আপনি আসতে চান না। তাই না?

চাই না, ঠিক তা নয়। তবে মাঝে মাঝে ভয় হয়। আমার বিশ্বাস, আপনার স্বামী জানতে পারলে রেগে আগুন হয়ে যাবেন।

সে হেসে দুই হাত আমার বাহুতে রেখে অল্প নাড়া দিয়ে বলল, সে সত্যিই রেগে যাবে, কিন্তু মনে করার কিছু নেই আমাদের। তাছাড়া সে কখনই দেখতে পারে না।

ওয়াটকিনস বা মিসেস হেপল দেখে ফেলতে পারে....

তারা কোনদিনই রাতে বার হয় না। আমি আপনার বাড়িতে বাইসাইকেলে চেপে যাব। আপনার বাংলোটা দেখা হয়ে যাবে।

আপনি ওখানে যাবেন না। না, আপনার ওখানে যাওয়া উচিত হবে না। যদি সত্যিই আসতে চান তবে এখানে আসুন, আমি ঠিক নটায় এসে যাব।

সে গাড়ির দরজা খুলে বেরোতে বেরোতে বলল, আমি এখানেই আসব। চেস, তোমার মত সুন্দর লোক দেখিনি। অনেকটা শিখে ফেলেছি তাই না? আশা করি, দু-এক দিনের মধ্যেই পারমিটের জন্য দরখাস্ত দিতে পারব।

সুন্দর শিখেছ। ঠিক আছে, কাল দেখা হবে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

বাড়ি ফিরে ডবল হুইস্কি ও সোডা নিয়ে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে নিজের অবস্থাটা ভাবছিলাম।

গত পাঁচ রাত ধরে তাকে জানার পর এটুকু বুঝেছি যে তাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়তে পারি না। কিন্তু সে কি ভাবছে, ঠিক এই ব্যাপারটাই আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

বাংলোতে আসার প্রস্তাবটা আমার চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। তাকে বলেছিলাম চাকরটা সন্ধ্যে সাতটার সময় চলে যায় এবং আমি একাই থাকি।

সে কখনও উৎসাহ দেখায়নি এবং বোঝাতে চায়নি যে আমি একজন সাহায্যকারী বন্ধুর চেয়ে বেশী কিছু নয়। প্রতিদানে কিছু আশা না রেখেই কি গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে বা তাকে প্রচুর আনন্দ দিচ্ছে।

দেখতে হবে আমি যে ঝুঁকি নিয়েছি সে তা বোঝে কিনা। সমস্ত ভবিষ্যটা ভরাডুবি দিতে চলেছে। আইকেন জানতে পারলে নিউইয়র্কের চাকরীটা ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাবে।

সারারাত ছটফট করে কাটালাম। পরদিন অফিসে মেজাজ বেশ গরম ছিল। যখন সব কাজ শেষ করে সপ্তাহের শেষে দেখার জন্যে কাগজপত্র চেয়ে নিলাম তখন স্বস্তি পেলাম।

বিনা প্রতিবাদে আমার মেজাজ সহ্য করার পর প্যাট সহ্য করার জন্যে কয়েকটা কাগজ নিয়ে এল।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

হায় ভগবান! ভেবেছিলাম সব কিছু সই করে দিয়েছি।

মাত্র ছটা।

দ্রুতগতিতে কাগজের উপর সই করে বললাম, প্রথমতঃ সোমবার ফিরব। এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। ছটা বেজে গেছে, তাই না?

প্রায় সাড়ে ছটা, এখনই বেরিয়ে যাচ্ছে?

ভুরু কুঁচকে বললাম, জানি না। যেতে পারি। সম্ভবত গলফ খেলব।

আশা করি ভালভাবে বিশ্রাম নেবে। কিছু ভাবতে হবে না চেস, তোমার সব কাজ সুন্দর ভাবেই হচ্ছে।

রাগের সঙ্গে বললাম, সোমবার দেখা হবে। মাথা নেড়ে তার কাছে বিদায় নিলাম।

জো তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, স্টেশন পর্যন্ত লিস্ট দেবে, চেস?

হ্যাঁ।

তাকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাড়ি যাবার পথে স্টেশন পড়ে।

যখন নিচে নামছিলাম জো জিজ্ঞাসা করল, আজ আর. এ.-কে দেখতে যাচ্ছ?

ইটি অ্যান্ড রান । জেমস হুডলি ডেজ

না, তিনি আমাকে সপ্তাহের শেষটা ছুটি নিতে বলেছেন। ওয়াসারম্যানের টি ভি স্ক্রিপটা সঙ্গে নিয়েছি দেখার জন্য। মনে হয় খুব খারাপ নয়।

কাজকর্ম ফেলে তুমি ছুটি নাও না কেন? তোমাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। উদ্বেগের কারণ কি?

কিছুই নয়, আমার ক্যাডিলাকটার দিকে যাবার সময় বললাম।

জো আমার সঙ্গে এল।

হ্যাঁ, গত দুদিন ধরে তুমি পাউলাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছ।

পাউলা ভীষণ ভীতু। ওয়াসারম্যানের সঙ্গে ফোনের লাইন দিতে, কিন্তু একবারও পারে নি।

হয়তো খারাপ ছিল।

ইঞ্জিন চালু করলাম।

এসব কি জো?

এস যাই সীটে বসতে বসতে জো বলল। এবার আমার পালা। ঠিক আছে, তবে একটু বিশ্রাম কর। কাজে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি।

হিট গ্যাভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে ঠিক বলছে আমি জানতাম, সেজন্য লজ্জা বোধ হল ।

দুঃখিত, জো । সপ্তাহের শেষে ঠিক হয়ে উঠব ।

আমিও সেই ভাবে চলব, জো বলল । এখন তোমার অনেক কাজ । আলোচনার বিষয় পালটে সে বলে চলল, জান এই গাড়িটার জন্যে তোমাকে হিংসে করি ।

আমার ক্যাডিলাক কেনার শখ ছিল । দাম প্রচুর কিন্তু পয়সা উঠে এসেছে । যদিও আঠার মাস, এখনও বেচলে প্রচুর দাম পাব ।

যদি নিউইয়র্কের পরিকল্পনা দানা বাঁধে আর আমার মাইনে বাড়িয়ে দেয় তবে যে কোন ভাবে আমিও একটা গাড়ি কিনব ।

প্ল্যানটা যদি ঠিক হয়, জো, তবে চেষ্টা করব যাতে তোমার মাইনে বাড়ে ।

ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোন কথা বলেছে?

গত রাতে একবার বলেছিলেন কত তাড়াতাড়ি আমি টাকাটা তুলতে পারব ।

তুমি কি মনে কর, চেস তার ব্যবসায়ের টাকা খাটান ঠিক হবে?

নিউইয়র্কের ব্যবসা কখনও খারাপ হতে পারে না । যদি ব্যবসার ঝুঁকি নিই তবে মাইনে ছাড়াও লাভের শতকরা পাঁচ ভাগ পাব । এই সুযোগ ছাড়া পাগলামি । ব্যবসা মোটামুটি আমিই দেখব । ফলে আমার স্বার্থ আমিই রক্ষা করতে পারব ।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

জো বলল, আমারও এমন সুযোগ পেতে ইচ্ছে করছে। মোট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগ।
বড়লোক হতে চলেছ, চেস।

দেখ জো, ভাগ্য নির্ভর করবে ব্যবসা কেমন চলবে তার ওপর।

কত শীঘ্র ব্যবসা খাড়া করতে পারবে, চেস?

দালালদের বলেছি কাজ চালাতে, কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারব। বাজার এখন বেশ
চড়া। ভাগ্যের ব্যাপার ডুবেও যেতে পারি।

স্টেশনের কাছে আসতেই গাড়ি থামলাম। জো গাড়ি থেকে বেরিয়ে বলল, ধন্যবাদ
চেস। এমন দিনও আসতে পারে যেদিন আমি এই গাড়িটাই হয়ত কিনে নেব। যখন
নিউইয়র্ক যাবে তখন একটা এলডোরাডো নিতে পারবে। তুমি কি আমার কাছে বিক্রী
করার কথা ভাবতে পার?

দাঁত চেপে তার দিকে চেয়ে বললাম, টাকা জোগাড় না করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তবে
আমি কিনতে পারব। সপ্তাহের শেষটা ভালভাবে কাটাবে আশা করি।

তাড়াতাড়ি বাংলোর দিকে ছুটলাম।

.

০২.

ইট্ট শ্যাম্ভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমি গেবলসের প্রবেশ পথের ফটকটার সামনে নটা বাজতে এক মিনিট আগে এসে।
পৌঁছলাম।

লুসিলি ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল আমার অপেক্ষায়।

তাকে এগোতে দেখেই আমি গাড়ির দরজা খুললাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম সে একটা
হালকা নীল পোশাক ও জ্বলজ্বলে রং-এর স্কার্ট পরে। সরু ফিতে দিয়ে চুলটা বাঁধা।
সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সে ড্রাইভিং হুইলের নিচে বসতেই আমি সরে যাচ্ছিলাম।

সে হেসে বলল, হ্যালো। তোমার সময়জ্ঞান দারুণ। আমার পোশাক পছন্দ হয়েছে?
কেবল তোমার জন্যেই এটা পরেছি।

দারুণ।

তোমাকেও দারুণ দেখাচ্ছে।

তুমি কি সত্যিই তাই ভাবছ?

হ্যাঁ

আচ্ছা, আমরা আজ কোথায় যাব? চল, আজ সমুদ্রের দিকে যাই।

ঠিক আছে ।

সে রাতে সে জোরে গাড়ি না চালিয়ে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে সুন্দরভাবে গাড়ি চালান ।

সে গাড়ি চালানোর সঙ্গে গুনগুন করে গান করছিল । বুকের ভিতরটা মোচড় দিল যখন বুঝলাম সে শীঘ্র পারমিট করবে আর গাড়ি চালানোও শেষ হয়ে যাবে ।

একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম । একটা খাড়া বাঁক নিতেই দেখলাম সামনে বালির স্তর, পামগাছের সারি ও সমুদ্রের জল চকচক করছিল ।

গাড়ি চালানোর পর এই প্রথম কথা বলল, কি সুন্দর তাই না? বুঝতে পারবে না এই গাড়িটা চালিয়ে আমি কত আনন্দই না পাচ্ছি । চেস্, এর মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই । আমি এখন সত্যিই ভাল চালাচ্ছি, তাই না?

খারাপ নয় । তবে পারমিটের দরখাস্ত দেবার আগে আরও প্র্যাকটিস দরকার । তুমি এখনও পিছনে চালাতে পার না । পিছনে চালাবে এখন?

এখন নয় ।

গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল । চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় মাইলের পর মাইল সমুদ্রতট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল । সেখানে কোন জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই । মনে হচ্ছিল সমগ্র পৃথিবীতে কেবল আমরা দুজন ।

ইট্ট অ্যাড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

গাড়ির আলো নিভিয়ে সে বলল, সাঁতার কাটতে যাচ্ছি। তুমি কি আসবে?

চমকে বললাম, তোমার গাড়ি চালানো শেখার কথা। সময় বেশি নেই। এখন দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট।

রোজারকে বলে এসেছি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। মাঝরাতের আগে আশা করবে না। গাড়ি খুলে সে বাইরে এল। এখানে কেউ নেই সমুদ্রতট এখন আমাদের। যদি সাঁতার কাটতে না চাও গাড়িতে বস আর আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

বালির উপর দিয়ে ছুটে গেল পাম গাছের দিকে।

গাড়িতে বসে লক্ষ্য করছিলাম। যে প্রশ্ন রাতের পর রাত আমাকে উতলা করে তুলেছিল, তারই উত্তর। যদি এর অর্থ আমার প্রতি প্রেম করার সুযোগনা হয় তাহলে সে এই নির্জন জায়গায় আসত না।

মনে মনে বললাম, আইকেনের স্ত্রীকে বোকা বানাতে চাইছ। এখন যদি এ পথে এগিয়ে যাও তবে সারা জীবন তার জন্য অনুতাপ করতে হবে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সে তখন পাম সারির কাছে। সে জুতো দুটো ছুঁড়ে দিল, পরে উপরের জামাটা নিচের দিকে টেনে খুললো নীচে সাঁতারের পোশাক ছিল।

গাড়ির পেছনে গিয়ে জুতো খুলে তোয়ালে ও সাঁতারের পোশাক নিলাম। আমি সবসময়ই এই পোশাকটা গাড়িতে রাখি। তোয়ালে পরে এগিয়ে গেলাম।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে আমার দিকে ফিরে হাসল, জানতাম তুমি আসবে। চিরদিন চাঁদের আলোয় সাঁতার কাটতে ভালবাসি কিন্তু রোজার কিছুতেই দেবে না। তার ধারণা এ কাজ বিপজ্জনক।

মনে হচ্ছে যে কাজগুলো তোমার করা উচিত নয় সেগুলোই আমার সঙ্গে করছ।

সে জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

তারপর সে ছুটে ছপাৎ করে জলে এসে পড়ল।

সে কিন্তু সত্যিই সাঁতার কাটতে খুব ভাল পারে। সে আমার নাগালের বাইরে চলে গেল কিছুক্ষণ পরেই সে যত বেগে গিয়েছিল সেই বেগেই ফিরে এল।

সে আমার চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল।

এখানে আসার জন্যে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

হচ্ছে।

আমি চিত হয়ে চাঁদের দিকে ভাসতে লাগলাম। সাঁতার কাটা শেষ করে ফিরে যাবার জন্য আমি তখন অধীর। সে ফিরে এসে আমার পাশে ভাসতে লাগল।

আর বিলম্ব সহ্য করতে পারলাম না।

এবার ফিরে যাওয়া যাক।

আমরা সাঁতার কেটে তীরে উঠে এলাম। সে তার পোশাকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, চেস, কাল কি করবে?

জানি না...বিশেষ কিছু নয়। গলফ খেলতে পারি।

কাল দেখা হবে কিনা জানি না। আমার এক মেয়ে বন্ধু কাল নিমন্ত্রণ করেছে। তাকে এড়িয়ে কাল অনেক দূরের গ্রামে যাওয়া যায়।

একটা তোয়ালে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অন্যটা দিয়ে আমার মাথা মুছে বালির উপর বসে বললাম, দেখা যাক কি করা যায়।

একটু সাবধান হওয়া দরকার। সাইকেলে আমি তোমার বাড়ি আসতে পারি। বড় রাস্তা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

আমার মনে হয় লুসিলি, দিনের বেলায় দেখা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

আমার পাশে বসে বলল, চুপচাপ বসে থাকা ভয়ানক বিরক্তিকর। তাই না?

নিশ্চয়ই।

সমস্ত দিন গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ান বেশ মজার। তাই না? আমরা কাল পিকনিক করতে পারি। তুমি কি মনে কর, এটুকু ঝুঁকি নেওয়া যায় না?

তুমি এরকম ঝুঁকি নিতে চাও?

বুঝতে পারছি না কে আমাদের দেখবে। আমি বেশ বড় কালোটুপি ও সানগ্লাস পরতে পারি চুলটা উপর দিকে তুলে নিতে পারি। বাজী রেখে বলছি কেউ চিনতে পারবে না।

যদি তোমার স্বামী জানতে পারেন, লুসিলি, তুমি ভয় করবে কি?

সে চিবুকটা হাঁটুতে ঠেকিয়ে বলল, হ্যাঁ করব।

তিনি কি করবেন তোমার মনে হয়?

নিশ্চয়ই ভীষণ রেগে যাবেন। তোমার বাড়িতেও সারাটা দিন একসঙ্গে কাটাতে পারি। বেশ নির্জন, তাই না? আমরা সাঁতার কাটতে পারি, পিকনিক করতে পারি। কেউ দেখতে পাবে না

তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও, তাই না?

না, মনে হয় সিরিয়াস নই। বেশ শীত করছে, পোশাক পরতে যাচ্ছি।

সে লাফ দিয়ে উঠে তার পোশাক ও জুতো নিয়ে গাড়িটার দিকে ছুটল।

প্রায় দশ মিনিট আমি সেইভাবে পাথরের মত বসেছিলাম। সে আমাকে ডাকছে।

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

চেস...।

আমি নড়লাম না, ফিরে চাইলামও না।

আসবে না, চেস?

তবুও ফিরে চাইলাম না।

সে ছুটে এসে আমার পাশে এসে, তোমাকে ডাকছি, শুনতে পাও নি?

সে এখন পোশাক পরে নিয়েছে কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে জামার নীচে কিছুই। পরেনি।

বসবে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বালির উপর কয়েক ফুট দূরে সে পা মুড়ে বসে, বল, চেস।

তুমি কি সত্যিই চাও কাল গাড়ি নিয়ে পিকনিক করতে যাব-কেবল আমরা দুজনে?

সে অবাক হয়ে, মনে হয় তুমিই বলেছিলে...।

তুমি কি পিকনিক করতে চাও?

কেন, না? নিশ্চয়ই চাই।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ঠিক আছে। তোমার স্বামীকে গিয়ে বল যে আগামীকাল সারাটা দিন তুমি আমার সঙ্গে কাটাবে। যদি তিনি রাজী থাকেন তবে আমরা যাব।

আমি তা করতে পারব না। সে-সে জানে না যে আমি তোমাকে চিনি।

তাহলে বল যে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি রাগ করেছ মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার চেস?

গিয়ে বল যে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

আমি তা পারব না। সে কিছুতেই পছন্দ করবে না।

কেন না?

চেস, আমার মনে হয় এসব বন্ধ করে দাও। সে আমার ব্যাপারে ঈর্ষাকাতর এবং বোকার মত ব্যবহার করে। সে কিছুতেই বুঝতে চাইবে না।

কি বুঝতে চাইবেন না?

চেস, তোমাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার?

আমাকে বল, তিনি কি বুঝতে চাইবেন না।

সে চায় না আমি অন্য মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই।

কেন? তিনি কি তোমাকে বিশ্বাস করেন না?

চেস? কি হয়েছে? এত রাগ করছ কেন? কেন তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ?

তিনি কি মনে করেন যে আমার সঙ্গে বাইরে গেলে বিশ্বাস হারাবে?

আমি জানি না চেস। যদি এইভাবে বকে চল, আমি এখনই এখান থেকে চলে যাব।

ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষেপে বললাম, কেন পছন্দ করছ না? সত্য ঘটনার মুখোমুখি হতে ভয় কোথায়? তুমি বিবাহিত, তাই না? তুমি কুমারীনও। তুমি নিশ্চয়ই জান যখন তোমার মত সুন্দরী মেয়ে কোন মানুষকে রাতের বেলায় নির্জন স্থানে নিয়ে আসে, তখন তার মনের অবস্থা কেমন হয়। তুমি কি এতই বোকা যে এসব বোঝ না?

সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম, লুসিলি, তুমি কি আমাকে ভালবাস?

সে শক্ত হয়ে বলল, তোমার সঙ্গে প্রেম? না, না, এসব কি বলছ?

আমার গলা সপ্তমে উঠে গেল, তবে কেন এখানে এসেছ? কেন নিজেকে আমার ওপর। চাপিয়ে দিতে চাইছ? তুমি কি মনে কর আমি পাথর দিয়ে তৈরী?

আমি যাচ্ছি...।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমি ছুটে গিয়ে তার মনিবন্ধ চেপে ধরলাম ও নিজের দিকে টান দিলাম। তার মুখটা তখন আমার মুখের কাছে।

চেস আমাকে যেতে দাও।

আমি পাথর দিয়ে তৈরীনই, বলেই তার মুখের ওপর মুখ রাখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আশ্চর্য তার গায়ে ভয়ানক জোর। সে একটা হাত মুক্ত করে ভয়ানক জোরে আমার মুখে মারল।

ঘা খেয়ে আমার জ্ঞান ফিরল।

আমি তাকে যেতে দিলাম। সে জোরে গাড়ির দিকে ছুটল।

সমুদ্রের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িলাম।

ক্যাডিলাকটা চলতে লাগল।

লুসিলি! যেও না...লুসিলি!

গাড়িটা জোরে বৃত্তাকারে ঘুরে সমুদ্রতটের রাস্তার উপর দিয়ে ছুটল।

লুসিলি।

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম । আমার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিনের একটানা শব্দে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

০১.

প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগল বাংলোতে ফিরতে ।

হেঁটে আসতে আসতে ভাবছিলাম যা করেছি তা করার জন্য আমার পাগল হওয়া উচিত ছিল । সে আইকেনের কাছে সব বললেই আমার উপযুক্ত সাজা হবে । তার কথাগুলো যেন আমার মনে হাতুড়ির মত আঘাত করছিল ।

সমুদ্র থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা ছোট্ট বাগানের মধ্যে আমার বাংলো । সবচেয়ে কাছের বাড়িটার বড় রাস্তার সিকি মাইল দূরের বাড়িটা জ্যাক সিবোর্ন নামে এক ধনী দালালের বাড়ি । সে মাসখানেক আগে গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটাতে এসেছিল ।

আমার সদর দরজার সামনে একটা গাড়ি দেখলাম । আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে বুঝলাম সেটা আমারই ক্যাডিলাক ।

লুসিলি সামনে এসে, চেস...তোমার গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি ।

কয়েক গজ ব্যবধানে আমরা দাঁড়িয়ে, লুসিলি আমি সত্যিই দুঃখিত । আমার মাথা খারাপ হয়েছিল গত হয়েছিল.... ।

ইটো অ্যাড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

এসব কথা আর বোলো না । আমি তোমাকে বাড়িতে রেখে আসব ।

তার আগে কি ভিতরে যেতে পারি? তোমাকে কিছু বলা দরকার ।

না । তোমাকে আমি বাড়িতেই রেখে আসব । আমাকে তুমি গাড়িতেই বলবে ।

একবার কি ভিতরে যেতে পারি না?

গাড়ি চালাতে চালাতে আমরা কথা বলব । তোমাকে রেখে আসতে হবে...তাকে কাঁপতে দেখে আমি থেমে গেলাম । পড়ে যেতে দেখে লাফ দিয়ে এগিয়ে দু হাত দিয়ে তাকে ধরে নিলাম ।

লুসিলি ভগবানের দিব্যি । কি হয়েছে?

সে আমার উপর ভর দিয়ে লুটিয়ে পড়ল । তাকে গুইয়ে দিয়ে হাঁটু মুড়ে তার পাশে বসে মাথাটা বুকের উপর তুলে নিলাম ও চেপে ধরলাম । তার মাথাটা নীচের দিকে হেলে পড়ল । তাকে এত সাদা দেখাচ্ছিল যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম ।

কিছুক্ষণ বাদে তার চোখের পাতা নড়ে উঠল । সে আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠবার চেষ্টা করল ।

আমি বললাম, সহজ ভাবে নাও । নড়বে না..... ।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তার মাথাটা আমার কাঁধের উপর রাখল। তাকে তুলে নিয়ে সদর দরজার দিকে যেতে আমার কোন কষ্টই হচ্ছিল না।

এবার ঠিক হয়ে উঠব। আমাকে নামিয়ে দাও। অত্যন্ত দুঃখিত। আগে কখনই এরকম হয়নি।

আমি তাকে নামিয়ে চাবি দিয়ে দরজাটা খুললাম। আবার তাকে তুলে ধরে লাউঞ্জ নিয়ে এলাম। তাকে শুইয়ে দিয়ে বললাম, চুপ করে শুয়ে থাক।

সে ছাদের দিকে চেয়ে শুয়েছিল, তার চোখ দুটো মনে হচ্ছিল যেন কাগজে কাটা দুটো গর্ত।

তোমার জন্য কিছু পানীয় নিয়ে আসছি। আমার ব্যবহারের জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

কিছু চাই না, বলে সে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

আমি লিকার ক্যাবিনেটে গিয়ে গ্লাসে একটু ব্রাণ্ডি ঢেলে নিয়ে এলাম।

খেয়ে নাও, সুস্থ হয়ে উঠবে।

সে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে, না, চেস, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমার গাড়িটা ভেঙ্গে গিয়েছে। এ নিয়ে কাদাকাটার কোন দরকার নেই। গাড়ি ভেঙ্গে ফেলার জন্যে তোমাকে কাঁদতে হবে না।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তার মুখটা এত জীর্ণ দেখাচ্ছিল। সে বলল, আমি ভাঙ্গতে চাইনি। গাড়িটা আমি আর ধরে রাখতে পারলাম না। বিরাট জোরে শব্দ হল। দরজায় একটা বিরাট দাগ পড়েছে ও সামনের লোহার গার্ডটায় টল খেয়েছে।

কি বলতে চাইছ? তুমি কি কোন মানুষকে ধাক্কা দিয়েছ?

দিব্যি খেয়ে বলছি দোষ আমার নয়, সে পিছন থেকে এসে চিৎকার করে উঠল। চিৎকার করার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না যে সে ওখানে ছিল।

কে? কে চিৎকার করেছিল?

পুলিশের সেই লোকটা। একটা মোটর সাইকেলে চেপে ছিল। সে ঠিক গাড়িটার পাশে এসে চিৎকার করে উঠেছিল....।

ভয় পেও না। শুধু বল কি ঘটেছিল।

সে চিৎকার করতেই গাড়িটা কেঁপে ওঠে এবং তাকে গিয়ে আঘাত করে....। সে কাঁদতে শুরু করল।

তার হাত দুটো নিজের হাঁটুর উপর রেখে টিপতে লাগলাম।

কাঁদলে কোন ফল হবে। তাকে ধাক্কা দেওয়ার পর কি হল?

জানি না। সোজা বেরিয়ে আসি। পিছন ফিরে চাইনি।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তুমি দাঁড়াও নি বলছ?

না, দারুণ ভয় পেয়েছিলাম ।

গাড়ি চালিয়ে সোজা এখানে চলে আসি ।

সে কি আঘাত পেয়েছিল?

জানি না ।

কোথায় এটা ঘটে?

সমুদ্র তট থেকে উপরে আসার পথের উপর ।

তাকে আর চীৎকার করতে শুনেছিলে?

না । গাড়ির পাশে ভয়ানক জোরে শব্দ হয়েছিল । আধঘণ্টার বেশী তোমার জন্য অপেক্ষা করছি ।

খুব জোরে চালাচ্ছিলে?

হ্যাঁ ।

ইট গ্যাভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমি একবার গাড়িটা দেখে আসি, বলে উঠে ড্রয়ার থেকে একটা ফ্ল্যাশ লাইট নিলাম। সোজা গাড়ির কাছে এসে বুঝলাম যে গাড়ির সামনের ফেণ্ডারের ধারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সামনে আলোটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। ফেণ্ডার বেঁকে গিয়েছে। দরজায় একটা গভীর খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে এবং লম্বা হয়ে একটা আঁকাবাঁকা দাগ পড়েছে।

গাড়ীর পিছনের ফেণ্ডারের ধারটায় রক্তের দাগ ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চকচক করে উঠল। দূরের চাকার সাদা বৃত্তটাতে থকথকে রক্ত লেগে ছিল। সেদিকে চেয়ে ভয়ে আমার রক্ত হিম হল।

মনে হল সে মোটর সাইকেলটাকে পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে চালককে ফেলে দিয়ে পিছনের চাকা দিয়ে তাকে মাড়িয়ে দিয়েছে। এসবের পরেও থামে নি।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিভিয়ে আমি পিছন দিকে এলাম। সম্ভবতঃ আরোহী লোকটা এই মুহূর্তে রক্তাপ্লুত অবস্থায় রাস্তায় মরে পড়ে আছে।

লাউঞ্জে ফিরে দেখি তখনও লুসিলি চিৎহয়ে শুয়েছিল। নিঃশাস এলোমোলো ভাবে পড়ছিল। তাকে ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছিল।

ব্রাণ্ডির গ্লাসটা নিয়ে এসে বললাম, এই যে, একটু খেয়ে নাও। দেখ, কেঁদে কোন লাভ নেই।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তার মাথাটা তুলে একটু খাওয়ালাম । কি ঘটেছে আমি দেখতে যাচ্ছি । এখানেই অপেক্ষা কর । যত শীঘ্র পারি দেখেই ফিরে আসছি ।

তখন ঘড়িতে এগারোটা বাজতে কুড়ি । সে মাথা নাড়ল । ..

তাকে সেখানে রেখে ক্যাডিলাকটার কাছে গিয়ে বুঝলাম এই অবস্থায় গাড়ীটাকে রাস্তায় নেওয়া যাবে না । যদি কেউ দেখতে পায় তবে সকালের কাগজে খবর পড়ার পর দুটোর মধ্যে যোগাযোগ আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে । আমার ধারণা ঘটনাটা কাগজে বার হবে ।

এখন আমার একটা গাড়ির প্রয়োজন । মনে পড়ল রাস্তার আরও নীচের দিকে সিবোর্নের বাড়ী । সে ছুটি কাটাতে সেখানে আসে তার একটা গাড়ীও আছে । প্রায়ই তার বাড়ীতে গিয়েছি । জানতাম যে গ্যারেজের দরজার ওপরে একটা পেরেকে সে চাবিটা ঝুলিয়ে রাখত । ঠিক করলাম তার গাড়ীটা নেব ।

সিবোর্নের গাড়ীটা হচ্ছে উনিশশো পঞ্চাশ সালের পন্টিয়াক । গাড়ীটা এত বড় যে এখানে আসার সময় তার ছটা ছেলেকে নিয়ে আসত । পন্টিয়াকটা রাস্তায় নামিয়ে ক্যাডিলাকটা গ্যারেজে রেখে দরজা লাগিয়ে চাবিটা নিজের কাছে রাখলাম ।

পন্টিয়াকটা জোরে চালিয়ে সমুদ্রের ধারের রাস্তায় আসতে মাত্র দশ মিনিট লাগল ।

খুব সাবধানে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি ঘাসের ধারে প্রায় ছ টা গাড়ি দাঁড়িয়ে । একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমুদ্রের দিকে যাওয়ার রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল । রাস্তার

প্রবেশপথ আটকে পুলিশের দুজন লোক তাদের দাঁড় করানোমোটর সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

শেষ গাড়িটার পাশে নিজের গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একজন মোটা মানুষ মাথার পিছন দিকে একটা পানামা টুপি লাগিয়ে তার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে পুলিশ দুজনের দিকে চেয়েছিল।

তার কাছে এসে স্বাভাবিক স্বরে বললাম, কি হয়েছে? গণ্ডগোল কিসের?

সে আমার দিকে ফিরে চাইল। তখন বেশ অন্ধকার। গাড়িগুলোর হেডলাইটের আলো নিচের দিকে প্রতিফলিত হচ্ছিল। সে আমার পায়ের দিকটা দেখতে পাচ্ছিল।

একটা অ্যাক্সিডেন্ট। পুলিশের একজন লোক মারা গিয়েছে। আমি চিরদিনই বলে এসেছি পুলিশের এই লোকগুলো যেভাবে গাড়ির সামনে এসে পড়ে তাতে তারা নিজেদেরই বিপদ নিজেরাই ডেকে আনে। এই লোকটাও সেই কাণ্ড করেছে।

মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ, ধাক্কা মেরে পালানো আর কি। কে করেছে বলতে পারছি না। আমি যদি সেই হতভাগার মত পুলিশটাকে মেরে কোন সাক্ষী থাকত না তবে চারপাশে ঘুরতাম আর মনে মনে দুঃখ পেতাম।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কিন্তু তাকে পুলিশরা ধরতে পারলে তাকে একেবারে কুশে বিধে মারবে। আমার ধারণা এই শহরের পুলিশেরা নাৎসিদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আত্মহত্যা করেছে, বললেন না? নিজের গলার স্বর যেন চিনতে পারছিলাম না। ঠিক তাই। মাথার উপর দিয়ে গাড়ি চলে গিয়েছে। নিশ্চয়ই গাড়ির পাশটায় ধাক্কা মেরেছিল ফলে হতভাগাটা পিছনের চাকার ঠিক নিচে গিয়ে পড়েছিল। একজন লম্বা ছিপছিপে চেহারার লোকের দিকে দেখাল, লোকটা জনতার দিকে চেয়ে কি যেন বলছিল। এই লোকটা তাকে দেখেছে, তার পরনে ধূসর রং এর পোশাক ছিল। ও আমাকে বলল যে বেচারার মুখটা রক্তের মত দেখাচ্ছিল।

পুলিশদের একজন রাস্তায় এসে গর্জন করে উঠল, এই শকুনির দল, অনেক সহ্য করেছে। এখান থেকে সরে যাও। তোমাদের মতই এক বদমাস ধাক্কা মেরে অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়েছে। এখান থেকে ভাগো সব।

মোটা লোকটা মুখ বেঁকিয়ে গাড়ির দিকে চলে গেল।

আমি পন্টিয়াকটা চালিয়ে সোজা বাংলোর দিকে এলাম।

লাউঞ্জের দিকে যখন হাঁটছিলাম, দেখলাম লুসিলি এক বড় ইজিচেয়ারে গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে। মুখটা ভীত, পুরোন পার্চমেন্ট কাগজের রং এর মত দেখাচ্ছিল।

লাউঞ্জে পৌঁছলে সে বলল, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, চেস?

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

গ্লাসে ডবল হুইস্কি টেলে জল মিশিয়ে খেয়ে ফেললাম ।

না, সব ঠিক, এ কথা বলব না, বলে চেয়ারে বসলাম ।

উঃ ।

কিছুক্ষণ বাদে লুসিলি বলল, কিছু দেখতে পেয়েছিলে?

পুলিশ এসে গেছে? আমি তাকে দেখতে পাইনি ।

আমাদের এখন কি করা উচিত তোমার মনে হয়, চেস?

ঘড়িতে এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট । মনে হয় না আমরা কিছু করতে পারব ।

তুমি বলতে চাও আমাদের কিছুই করার নেই?

আমিও ঠিক তাই বলতে চাইছি । দেরি হয়ে যাচ্ছে । তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই ।

কিন্তু চেস, আমরা নিশ্চয়ই কিছু একটা করব । আমার থেমে যাওয়া উচিত ছিল যদিও অ্যাক্সিডেন্ট । আর একবার দেখলে হয়ত সে আমাকে চিনতে পারবে । হয়ত সে গাড়ির নম্বরটা নিয়ে রেখেছে । আমাদের কিছু করা উচিত ।

এস, তোমাকে বাড়িতে রেখে আসি ।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

লুসিলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু একটা আমার কাছে চেপে যাচ্ছ, তাই না?
ব্যাপারটা কি?

খুবই খারাপ খবর লুসিলি। যতটা খারাপ হতে পারে। তবে ভয় পাবার কিছু নেই।

কি বলতে চাইছ?

তাকে তুমি চাপা দিয়েছ।

হা।

আমাকে বাড়ি নিয়ে চল, চেস। রোজারকে অবশ্যই বলতে হবে।

তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

না, সে পারবে। সে পুলিশের এক ক্যাপ্টেনের বন্ধু। সে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

কি বুঝিয়ে বলবে?

আমি সবে মাত্র গাড়ি চালাতে শিখেছি। এটা কেবল একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

মনে হয় না তাতে কোন ফল হবে।

তার কি খুব জোর আঘাত লেগেছে? তুমি কি বলতে চাও-সে মারা গিয়েছে?

ইট্ট অ্যাড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

হ্যাঁ, সে মারা গেছে ।

উঃ, চেস... ।

ভয় পেও না । আমাদের আর কিছু করার নেই । বেশ গোলমেলে ব্যাপার । মাথা খারাপ করা ঠিক হবে না.....

তার ঠোঁট কেঁপে উঠল । তুমি তো গাড়িতে ছিলে না । তোমাকে নিয়ে তাদের কিছু করার নেই, সব দোষ আমার ।

এই ব্যাপারে আমরা দুজনেই ছিলাম, লুসিলি । তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার না করলে হয়ত তুমি জোরে গাড়ি চালাতে না, তোমারা ও আমার ততটা দোষ ।

উঃ চেস... । মুখটা নামিয়ে কেঁদে উঠল ।

এক মুহূর্ত চেয়ে তাকে দুই হাত দিয়ে কাছে টেনে নিলাম ।

এই নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, বললাম । কাগজে কি বেরিয়েছেনা দেখার আগে আমাদের করার কিছু নেই । পরে যা হয় ঠিক করা যাবে ।

ধর কেউ যদি আমাকে ধাক্কা দিতে দেখে থাকে?

কেউ দেখে নি । সমুদ্রের ধারে কেউ ছিল না, আমি দু হাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরলাম ।
আঘাত করার পর কোনও গাড়ি যেতে দেখেছ?

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

মনে হয় না। অবশ্য মনে করতে পারছি না।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সুসিলি। মনে করার চেষ্টা কর।

ফিরে এসে সে বসল।

ঠিক আছে। এখন শান, কাল কাগজ দেখার পর আমরা আলোচনা করব। তুমি কাল আসবে? সকাল দশটায়; পারবে?

সে আমার দিকে চেয়েছিল, তার দৃষ্টি শূন্য মনে হল।

ওরা কি জেলে পাঠাবে? সে প্রশ্ন করল।

আমি চমকে উঠলাম। যদি ধরতে পারে তবে জেলে পাঠাবে। পুলিশদের মেরে নিস্তার নেই।

ওভারে বোলো না।

এতে ফল হবে না, কাল কখন আসতে পারবে? দশটায় আসবে?

তুমি নিশ্চিত যে, আমরা কিছু করতে পারব না?

ইট্ট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কাগজে কি বলে! কাল সকালেই জানতে পারব। সকালে দেখা করে ঠিক করে নেব কি করতে হবে।

তুমি কি মনে কর, রোজারকে বলতে হবে? সে কিছু করতে পারবে।

তাকে তুমি বলতে পার না, লুসিলি। যদি বল, তাহলে আমার গাড়িতে কি করছিলে বলবে? সমুদ্রের ধারে কি করছিলে বলবে? সমুদ্রের ধারে তুমি ও আমি ছিলাম এবং পোশাক খুলে সাঁতার কাটছিলাম কি করে বুঝিয়ে বলবে? আমার মনে হত যে তোমার স্বামী কিছু পারবে তবে তোমার সঙ্গে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলতাম, কিন্তু তিনি কিছুই পারবেন না। যদি কিছু বল তবে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং আমিও চাকরী হারাব।

এক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়ে রইল; পরে জোর গলায় বলল, জেলে যাওয়ার চেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ভাল। রোজার আমাকে জেলে যেতে দেবে না। আমার প্রভাব দারুণ। আমার বিশ্বাস সে আমাকে জেলে যেতে দেবে না।

তার দেহে আস্তে নাড়া দিলাম।

লুসিলি, তুমি বাচ্চার মত কথা বলছ।

সে কিছুতেই লোকমুখে বলাবলি করতে দেবে না যে তার স্ত্রী জেলে গিয়েছে।

তুমি বুঝতে পারছ না ঘটনাটা কি ভয়ানক, শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলাম, তুমি পুলিশের লোককে মেরেছ, এটা অ্যাকসিডেন্ট, তোমার লাইসেন্স নেই। পুলিশ না হয়ে

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

অন্য কাউকে মারতে, তোমার স্বামী সেটাচাপা দিতে পারতেন। কিন্তু আইসেনহাওয়ারের চেয়ে তার যদি বেশি প্রভাব থাকে এবং নিশ্চয়ই তার নেই, সেই অবস্থায় তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

তুমি বলতে চাও জেলে যেতে হবে? ভয়ে তার তাজা তরুণ সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল।

আমার দিকে চেয়ে সে তার ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। লুসিলি মাথা নাড়ল।

ঠিক আছে, এবার এস। তোমাকে বাড়ি রেখে আসি।

সে উঠে দাঁড়িয়ে সদর দরজার কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

আমরা কি গাড়িতে যাচ্ছি না, চেস? মনে হয় না যেতে পারব গাড়িটায়।

আমার আর একটা গাড়ি আছে। হাতটা বাহুতে রেখে বারান্দার দিকে আসতে সাহায্য করলাম।

হলঘরের আলোটা নিভিয়ে সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম; সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তখন শুনতে পেলাম, এই যে, এটা আপনার গাড়ি?

আমি বেশ চমকে উঠেছিলাম। লুসিলি জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে শুনতে পেলাম; উপস্থিত বুদ্ধি তখনও কাজ করছিল—সে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল অন্ধকার বারান্দায়, যাতে দেখা না যায়।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

নিচে গেটের কাছে একজন লোক দেখতে পেলাম। অন্ধকারে শুধু বোঝা যাচ্ছিল যে সে দীর্ঘকায় ও মোটা। সিবোর্নের পন্টিয়াকটার পিছনে একটা বৃহৎ কনভারটিবল দাঁড়িয়েছিল। পন্টিয়াকটার পিছনের আলো এটার বনেটে পড়েছিল।

লুসিলিকে চাপা গলায় বললাম, যেখানে আছ সেখানেই থাক। বলে নিচে নেমে মানুষটার সামনে এলাম।

সে বলল, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, বিরাট গোঁফ এবং বেশ হাসিখুশি মুখ হুইস্কির মত লাল। ভেবেছিলাম আপনি আমাকে দেখেছেন। এটা কি জ্যাক সিবোর্নের গাড়ি নয়?

হ্যাঁ, আমি এটা ধার নিয়েছি, আমারটা ভাল করতে পাঠিয়েছি।

আপনি স্কট?

হা।

হাতটা বাড়িয়ে দিল। পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত, আমি টম হ্যাকেট। জ্যাক কখনও আমার নাম উল্লেখ করেছে কিনা জানি না। আপনার নাম অবশ্য অনেকবার আমার কাছে বলেছে। এই পথে যাচ্ছিলাম, দেখতে এলাম বুড়োটা এসেছে কিনা।

তার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে ভাবছিলাম লুসিলিকে দেখেছে কিনা। হলঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন সেখানে আলো জ্বলছিল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

না, জ্যাক আগস্টের আগে এখানে আসবে না, কখনই আগে আসে না।

একটা চান্স নিলাম। আমি পাম-বের পথে যাচ্ছিলাম। প্যারাডাইশো হোটেলে কয়েক সপ্তাহ ছিলাম। আমার স্ত্রী ট্রেনে কাল সকালে আসবে। সে গাড়িতে বেশিদূর যেতে পারে না তার অসুখ করে। আমার অবশ্য এতে কিছু এসে যায় না। ভেবেছিলাম জ্যাক এখানে আছে, বেশ গল্পগুজব ও ড্রিংক করা যাবে।

আগস্টের আগে সে তো এখান আসবে না।

হ্যাঁ, আপনি তো তাই বললেন। যদি আপনার কাজ না থাকে তবে চলুন না কোথাও গিয়ে ড্রিংক করা যাক। রাতটা বেশ সুন্দর।

পারলে খুব খুশী হতাম, কিন্তু আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

আচ্ছা, আমার মনে হয়েছিল দুজনে একটা ছোটখাট পার্টি করতে পারি, তাই না? পন্টিয়াকটার দিকে চেয়ে বলল, পুরোন বাস, ভাল চলে?

খুব ভাল

আপনার যখন কিছুই করার নেই চলুন না আমাদের ওখানে। প্যারাডাইশো, সুন্দর জায়গা, বেশ স্মৃতি করা যাবে। গার্ল ফ্রেন্ডকেও নিয়ে আসতে পারেন। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত।

সে হাত নেড়ে গাড়িতে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

গাড়িটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। গেটের লোহার বড় রডটা আঁকড়ে ধরেছিলাম। হুৎপিণ্ডটা কাঁপছিল।

কাঁপা গলায় লুসিলি বলল, ও আমাকে দেখেছে?

আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে এটা সে দেখেছে। কিন্তু তোমাকে সে চিনতে পারেনি, ভয় পাবার কিছু নেই।

তার হাত ধরে পন্টিয়াকের ভিতরে এসে ঢুকলাম।

সে মৃদু গলায় বলল, তুমি ঠিক বলছ যে রোজারকে কিছু বলব না?

তার কাঁধে হাত রেখে আস্তে একটা নাড়া দিয়ে, কখনই বলবে না। তিনি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারবেন না। যদি তাঁকে বল তাকেও একই পথে ঠেলে দেবে। এটা কি বুঝতে পারছ না? পুলিশের হাতে তোমাকে তুলে না দিলেও একটা শাস্তি অন্ততঃ দেবেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। কি করতে হবে সব কাল তোমাকে বলব।

সে কাঁদতে শুরু করল। জোরে পাম বুলেভার্ডের দিকে গাড়ি চালালাম।

.

০২.

আমি বড় রাস্তায় সারি সারি গাড়ির পিছনে এসে পড়লাম। যেগুলো একটু একটু করে শহরের দিকে যাচ্ছিল। এত ভয়ানক ট্রাফিক জাম আগে কখনও দেখিনি। পুলিশের লোকটা মারা যাওয়ার জন্যেই এরকমটা হয়েছে।

সামনে কি হচ্ছে দেখতে পেয়ে লুসিলি কান্না থামাল।

ব্যাপারটা কি?

জানি না? চিন্তা করার কিছু নেই।

একটু একটু করে এগোতে লাগলাম। ঘড়িতে দেখলাম বারটা বেজে দশ তার বাড়ি পৌঁছতে এখনও প্রায় দু মাইল বাকী।

হঠাৎ সামনের গাড়িগুলো একেবারে থেমে গেল। পুলিশের একজন লোক হাতে জোরালো ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে গাড়ির সারি ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং যাবার সময় প্রত্যেকটি গাড়ির উপর আলো ফেলছিল।

আমার গা ঘামে ঠাণ্ডা।

লুসিলি ভয়ে ভয়ে, এরা আমার খোঁজ করছে, বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছিল।

তার হাত চেপে বললাম, চুপ করে বস। ওরা তোমার খোঁজ করছে না। ওরা গাড়িটা খুঁজছে। চুপ করে বসে থাক।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

পুলিশের একজন কাছে এগিয়ে আসতে সে একটুও না নড়ে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিল ।

আমাদের ঠিক সামনের গাড়ি থেকে একজন দীর্ঘকায় চওড়া কাঁধের মানুষ বেরিয়ে পুলিশকে বলল, এসব কি ব্যাপার? আমি পাম বে-তে যেতে চাই। আপনারা এই রাস্তা পরিষ্কার রাখতে পারেন না?

পুলিশের লোকেরা তার উপর আলোটা ফেলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন, যদি তাই মনে হয় থানায় গিয়ে অভিযোগ করুন। যখন সব ঠিক হবে, আমরা আপনাদের যেতে দেব, তার আগে নয়।

তখন বিরাট চেহারার লোকটি নরম গলায় বলল, যাই হোক ব্যাপারটা কি স্যার? খুব বেশি দেরি হবে কি?

গাড়ি চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রতিটি গাড়ি আমরা লক্ষ্য করছি। খুব বেশি দেরি হবে না।

আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে সে ফ্ল্যাশলাইটের আলো গাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে বাম্পারের কাছে নিয়ে এল তখন এত জোরে হুইলটা চেপে ধরলাম যে আগুলগুলো ব্যথা করল।

পুলিশের লোকটা হাতের আলোটা আমার মুখ থেকে লুসিলির মুখে ফেলল। সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

তার বাহুতে চাপ দিয়ে বললাম, সহজভাবে নাও।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

লুসিলি কিছুই বলল না ।

আমার সামনের গাড়িটা চলতে শুরু করল, আমিও পিছন পিছন চলতে লাগলাম । পরে ধীরে ধীরে গাড়ির গতি বাড়ল ।

ওরা আমার খোঁজ করছে, তাই না চেস?

ওটা কোথায়? যে গাড়িটা ওরা খুঁজছে ।

এমন এক জায়গায় যেখানে ওরা খোঁজ পাবে না । দেখ, তুমি কি ভয় পাওয়া কমাবে?

পাম বুলেভার্ডের মোড়টা পেরিয়ে এবার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম । গেবলসের ফটকে বারোটা বেজে দশ মিনিটে এসে পৌঁছলাম ।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললাম, আগামীকাল সকাল দশটায় তোমার দেখা পাচ্ছি ।

লুসিলি খুব আশ্তে গাড়ি থেকে বেরিয়ে, চেস! ভয় করছে, ওরা আমারই খোঁজ করছে ।

ওরা গাড়িটার খোঁজ করছে । এখন মন থেকে সবকিছু মুছে ফেলল । কাল সকালের আগে আমাদের কিছু করার নেই ।

কিন্তু ওরা সব গাড়িগুলো পরীক্ষা করে দেখছে । ব্যাপারটা গুরুতর । রোজারকে কি জানাব? এসব ব্যাপারে সে খুব ভাল ।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

না, উনি কিছু করতে পারবেন না। আমিই একা সামলে নিতে পারি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখ।

জেলে যাওয়ার কথা আমি ভাবতে পারছি না।

তোমাকে জেলে যেতে হবে না। কাল আবার আলোচনা করা যাবে।

বেশ, তবে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কিন্তু চেস যদি মনে কর সামলাতে পারবে না, তবে রোজারকে বলব।

আমি সবটা সামলাব। সবটা আমার উপর ছেড়ে তুমি ঘুমোতে যাও।

লুসিলি স্থলিত পায়ে বাড়ির রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

সে অদৃশ্য হওয়ার পর পন্টিয়াকে ফিরে বাংলোর দিকে ছুটলাম।

যখন ফিরছিলাম ভয়ের একটা জগদ্দল পাথর আমার কাঁধে নিঃশব্দে এসে বসল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

০১.

সকাল দশটা বাজতে দশ মিনিট আগে নার্ভাস হয়ে এমন এক কাণ্ড করে বসলাম যা জীবনে কোনদিন করিনি। সারারাত জাগা এবং ভয়ে আমার নিজে স্নায়ুতীণুলোকে সতেজ করতে একের পর এক, দু বোতল হুইস্কি গিলে ফেললাম।

সকালে বাংলোর চারপাশে পায়চারি করতে করতে খবরের কাগজের হকারের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সেদিন আটটায় কাগজ দিয়ে গেল। বারান্দায় ছুঁড়ে দেওয়া কাগজটা কুড়িয়ে নিতে যেই এগিয়েছি এমন সময় আমার ফিলিপিন দেশীয় চাকর টটি এসে হাজির।

খবরের কাগজটা তার সামনে পড়তে দ্বিধা লাগছিল।

আজ অফিস যাচ্ছি না, টটি।

অসুখ করেছে, মিঃ স্কট?

না, সপ্তাহের শেষদিনটা ছুটি নিচ্ছি।

আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কেমন দেখাচ্ছে তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ব্রেকফাস্টের জিনিসগুলো নিয়ে এখন থেকে যাও। টিটি বেশ চটপটে হোকরা। চাইছিলাম না যে সে কিছু সন্দেহ করুক।

আজ সকালে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করব ভেবেছিলাম, মিঃ স্কট। আর বিরক্ত করব না।

গলার স্বর নামিয়ে বললাম, সোমবার পর্যন্ত এসব কাজ বন্ধ রাখ। যখন তখন ছুটি পাওয়া যায় না। আমি ইচ্ছামত দিনগুলি কাটাতে চাই।

ঠিক আছে, মিঃ স্কট। আর কিছু বলবেন?

আমি বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতেই, ও বলল, মিঃ স্কট...

আবার? কি বল?

আমি কি গ্যারেজের চাবিটা নিতে পারি?

কেঁপে উঠল বুকটা। সে জানতে চাইবে ওখানে পন্টিয়াকটা কেন, ক্যাডিলাকটা বা কোথায়? সে ক্যাডিলাকটাকে এত সুন্দর পরিষ্কার রাখত যে যথেষ্টভাবে সবসময় ব্যবহার করা গাড়িটা একেবারে নতুনের মত দেখাত।

চাবিটা কেন চাইছ?

ভিতরে একটা বোয়ামোছার ন্যাকড়া আছে, সেটা বাড়িতে নিয়ে গেলে আমার বোন সেটা পরিষ্কার করে দেবে।

ভগবানের দোহাই, ওটার জন্য আর বিরক্ত করো না। ওসব ভুলে যাও। আমি এখন কাগজটা পড়তে চাই।

বারান্দায় গিয়ে কাগজটা কাঁপা হাতে খুলে বসলাম।

খবরের কাগজের সামনের পাতায় বড় বড় করে খবরটা দেওয়া হয়েছে। তারা লিখেছে, এটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সঙ্গে নির্মমভাবে চাপা দেওয়ার ঘটনা।

পাম সিটি ইনকোয়ারারের মতে, মৃত ব্যক্তি পেট্রল অফিসার হ্যারি ও'ব্রায়ান শহরের পুলিশ বাহিনীর জনপ্রিয় অফিসার। তিনটি কাগজেই মৃত ব্যক্তির ছবি দেওয়া হয়েছে, তাকে কর্তিন ও নির্মম পুলিশ মনে হচ্ছিল। বয়স ত্রিশের কাছে, চোখ দুটো ছোট যেন থানাইট পাথরে তৈরি, ঠোঁটে নেই বললেই চলে এবং শরীরটা বেশ ভারি ধরনের।

পাম সিটি ইনকোয়ারার লিখেছে, মৃত ব্যক্তি ধর্মনিষ্ঠ ক্যাথলিক, বাপ-মায়ের প্রিয় পুত্র এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পুলিশ অফিসার।

বিবরণীতে লেখা ছিল, মাত্র দুদিন আগে এমন জোরে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল, ও'ব্রায়ান তার বন্ধুদের বলেছিলেন যে, তিনি বিয়ের দিন পরের মাসের শেষ দিকে লিটল টাভার্ন নাইট ক্লাবের জনপ্রিয় বিনোদিনী মিস ডলোরেস লেন।

তিনটি পত্রিকারই সম্পাদকীয়তে দাবী জানানো হয়েছে যে শহরের শাসন কর্তৃপক্ষের উচিত দোষী ড্রাইভারকে খুঁজে বার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া।

পত্রিকাগুলোর বিবরণীতে আমি ভয় পাইনি, ভয় পেয়েছিলাম পুলিশের কার্যকলাপে।

পুলিসের ক্যাপ্টেন, জন সুলিভা গতকাল রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন যে ও'ব্রায়ানের হত্যাকারী ড্রাইভারকে খুঁজে বার করার আগে পর্যন্ত একজন লোকও বিশ্রাম নেবে না।

সুলিভা তার দশ মিনিট বক্তৃতার শেষে বললেন, এ ব্যাপারে একটুও ভুল বুঝবেন না। আমরা দোষীকে খুঁজে বার করবই। এটা একটা সাধারণ অ্যাকসিডেন্ট নয়। অতীতে অনেক পুলিশ অফিসারই দুর্ভাগ্যবশতঃ মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন কিন্তু সেইসব ড্রাইভারদের সকলকেই কোর্টে হাজির হতে হয়েছিল। কিন্তু এই লোকটা পালিয়ে গিয়ে নিজেকে আসামী সাব্যস্ত করেছে। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আর তার গাড়ি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই শহরের প্রতিটি গাড়িকেই পরীক্ষা করে দেখা হবে। গাড়ির প্রতিটি মালিককে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এই ঘটনার পরে যদি কোন গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ড্রাইভার যেন তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দেয়, নইলে ঝামেলায় পড়বে। রাস্তায় অবরোধ রাখা হয়েছে। কোন গাড়িই পরীক্ষা না করে ছাড়া হবে না। গাড়িটা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে, আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

এটা খুঁজে পেলে মালিককে উপযুক্ত ওষুধ দিতে পারব।

ইতিমধ্যে দশটা বাজতে দশ মিনিট হয়ে এল, টটির কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যা পড়ল সে সব ভাবছিলাম। এর মধ্যে প্রায় দু বোতল ডবল হুইস্কি খেয়ে ফেললাম।

শহরের প্রতিটি গাড়ি পুলিশ পরীক্ষা করে দেখবে এটা হেঁয়ালি ঠেকলেও মনে পড়ে গেল একটা মারাত্মক অস্ত্রের সন্ধানে এই শহরের পুলিশেরা একবার শহরের সমস্ত ডাস্টবিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল এবং প্রায় চারদিনের পরিশ্রমের পর সেটা উদ্ধার হয়েছিল। ভাবলাম সুনিভাকে তাচ্ছিল্য করা ঠিক হবে না।

লুসিলির আশায় দশটায় গেটে এসে দাঁড়ালাম।

আমি দুটো সিদ্ধান্তে এলাম। পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত সত্যি কথা বলা, নইলে ক্যাডিলাক যদি ধরা পড়ে তাকে সমস্ত দোষটা নিজের কাঁধে তুলে নেব।

এই সিদ্ধান্ত শুধু লুসিলির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের জন্য নয়, এছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। দুজনে বিপদে জড়িয়ে পড়ায় লাভ নেই। তাছাড়া দোষটা তো আমারই। আমি যদি সে ওরকম ব্যবহার না করতাম তাহলে হয়তো সে অত জোরে গাড়ি চালাত না।

লুসিলিকে দোষী ধরলে আসল সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাতে যে শুধু চাকরী হারাব নয়, সাহায্য করার অভিযোগে জেলেও যেতে হবে। তাকে ঝামেলার বাইরে রাখলে আর সাজা পেয়ে বাইরে বেরোলে, মিঃ আইকেন হয়ত আমার চাকরী ফিরিয়ে দেবেন।

তখন লুসিলি এল, তার সাইকেল গ্যারেজে রেখে তাকে লাউঞ্জে নিয়ে এলাম।

কাগজ দেখেছ?

হ্যাঁ, আজ সকালে রেডিওতে ঘোষণা করেছে। কি বলেছে তুমি শুনেছ?

রেডিও? না, এদিকটা আমি একেবারেই ভাবিনি। কি বলেছে?

তারা খবর জানতে চেয়েছে। যে কেউ গতরাতে ভাঙ্গা, ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটা দেখেছে সে যেন থানায় জানিয়ে আসে। সব গ্যারেজকে জানানো হয়েছে যদি কেউ ভাঙ্গা গাড়ি মেরামত করতে আসে তবে যেন থানায় জানিয়ে দেওয়া হয়। সে হঠাৎ তার ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে আমার বাহুবন্ধনে এসে আমার কাঁধে মাথা রাখল। ভীষণ ভয় করছে। উঃ, চেস... আমার বিশ্বাস ওরা আমায় খুঁজে বার করবে। আমি কি করব?

তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। চল আলোচনা করা যাক।

আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লুসিলি ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি কি বলতে চাইছ?

সে একটা গলা-খোলা শার্ট একটা হালকা নীল স্ল্যাক পরেছিল। এই চরম মুহূর্তেও ভাবছিলাম কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

বস। ইজিচেয়ারটার কাছে তাকে নিয়ে এলাম।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমিও বসে বললাম, দুজনের একসঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোন যুক্তি নেই। যদি গাড়িটা ধরা পড়ে সমস্ত দোষটা আমিই নেব।

সে শক্ত হয়ে বলল, না, তুমি তা করতে পার না। দোষটা আমারই...

এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট যদি তুমি থামতে এবং সাহায্য করতে, লুসিলি তাহলে রেহাই পেত। কিন্তু তোমাকে জানাতে হত কেন অত জোরে গাড়ি চালিয়েছিল। এতে হয়ত জেলখানা এড়িয়ে যেতে কিন্তু একটা স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়তে। বুঝতেই পারছ কাগজের লোকেরা কিভাবে আমাদের দুজনকে জড়িয়ে ফেলবে। তোমার স্বামী তোমাকে ডিভোর্স করবে আমি চাকরীহারাব। সুতরাং এখন পুলিশকে সব বললে আমরা দুজনেই একটা বিরাট ঝামেলায় জড়িয়ে পরব।

লুসিলি মাথা নেড়ে চলল।

আমি পুলিশকে সবকিছু বলতে চাইছি না। একটা সুবিধে আছে যে ওরা হয়ত ক্যাডিলাকটা খুঁজে পাবে না। যদি খুঁজে পায় তবে বলব যে আমিই পুলিশের লোকটাকে ধাক্কা মেরেছি। তুমি ঝামেলার বাইরে থাকলে আমাদের দুজনের পক্ষেই মঙ্গলকর। ভাগ্য ভাল হলে আমি হয়ত অল্প শান্তি পেয়েই বেরিয়ে আবার চাকরীটাও ফিরে পাবে। কিন্তু তুমি জড়িয়ে পড়লে আমি আর কোনদিনই বিজ্ঞাপন এজেন্সীতে চাকরী পাব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, তুমি কি সত্যি বলছ চেস? সত্যিই তাদের বলবে যে তুমি এটা করেছ?

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

হ্যাঁ, আমি তাই চাইছি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লুসিলি বলল, বেশ, তুমি যদি ঠিকই করে থাক..

হ্যাঁ, আমি ঠিক করেছি।

সে কাঁধ থেকে চুলগুলো সরিয়ে ভুরু কোঁচকাল, কিন্তু উদ্বেগ কিছু কমল না।

তোমার কি একটু ভাল বোধ হচ্ছে না, লুসিলি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। একটা জিনিস চেস, আমি সাঁতারের স্যুটটা তোমার গাড়িতে ফেলে এসেছি।

বেশ ঠিক আছে। তুমি চলে যাওয়ার পর আমি গাড়িটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে যাব। আমি তখন সাঁতারের পোশাকটা নিয়ে আসব।

আমরা কি এখনই গিয়ে নিয়ে আসব?

যখন গাড়িটা দেখতে যাব তখন নিয়ে আসব।

আমি এখনই যেতে চাইছি।

বুঝলাম তার জেদের কারণ। পুলিশের লোক যদি গাড়িটা দেখতে পায় তবে সাঁতারের পোশাকটা পেয়ে ঠিক জেনে নেবে ওটা কার।

ইটো অ্যাড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ঠিক আছে তুমি অপেক্ষা কর । আমি এখনই নিয়ে আসছি ।

আমি তোমার সঙ্গে যাব...

তোমার না যাওয়াই ভাল । আমাদের এক সঙ্গে থাকা ঠিক হবে না ।

বরং আমি যাই ।

কি ব্যাপার লুসিলি? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

আমার কাছে এটা খুব দরকারী ।

নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের দুজনকে একসঙ্গে যাতে না দেখে সেটাও দরকার । আমি নিয়ে আসছি ।

লুসিলি উঠে আমি বরং তোমার সঙ্গে যাই, চেস ।

বেশ কষ্ট করেই রাগ চেপে হলঘরের দিকে চললাম । সেও আমাকে অনুসরণ করল ।

এখানে অপেক্ষা কর । আমি গাড়িটা নিয়ে আসি ।

গ্যারাজে গিয়ে পন্টিয়াকটা বার করে রাস্তায় এনে চারপাশে তাকালাম কাউকে দেখতে পেলাম না ।

ইট্ট শ্যাম্ভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

হাত নেড়ে বললাম, এস ।

সে ছুটে গাড়িতে এসে বসতেই আমি এক মাইলের তিন-চতুর্থাংশ পথ জোরে চালিয়ে
সিবোর্নের বাড়ি এলাম ।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেলাম, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম ।
গ্যারেজের দরজাটা ভেজান ।

ক্যাডিলাকটা রেখে আমি দরজায় তালা লাগিয়ে গিয়েছিলাম আবার টেনে দেখেছিলাম
ভালভাবে লাগানো হয়েছে, কিনা ।

কি ব্যাপার, চেস?

এখানে অপেক্ষা কর বলে ছুটে গ্যারেজে ঢুকে দেখলাম তখনও ক্যাডিলাকটা সেখানেই
ছিল কিন্তু আগের রাতে ফ্ল্যাশের আলোয় যেমনটি দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী
দেখাচ্ছিল ।

তালাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওটা ভাঙা এবং মোচড়ান । দরজার কাঠেও আঘাতের
চিহ্ন দেখতে পেলাম ।

লুসিলি পাশে এসে কি ব্যাপার?

কেউ এখানে এসেছিল ।

কে?

কি করে জানব?

তুমি কি মনে কর পুলিশ...

না। পুলিশ হলে নিশ্চয়ই আমার কাছে যেত। লাইসেন্স টানে আমার নাম লেখা আছে।

চেস সুইম স্যুট?

কোথায় রেখেছিলে?

পিছনের সীটে পায়ের কাছে।

গাড়ির পিছন দরজাটা খুললাম। সত্যিই যদি সাঁতারের পোশাকটা ফেলে থাকে। এখন
কিন্তু। সেটা সেখানে নেই।

.

০২.

একটা উড়োজাহাজ উপরে গর্জন করে উড়ে যাচ্ছিল। আর কোন শব্দ ছিল না। পিছনের
খালি সীট ও সামনের খালি মেঝেয় তাকিয়ে বুকটা দুর দুর করে কাঁপছে।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

লুসিলি ধীর গলায়, ব্যাপার কি?

সেটা ওখানে নেই।

নিশ্চয়ই আছে, আমাকে দেখতে দাও।

একপাশে সরে দাঁড়ালাম। লুসিলি নিশ্চয়ই এখানে আছে বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে নিচের দিকে হাত বাড়াল।

তোমার কি ঠিক মনে আছে সমুদ্রের ধারে ফেলে আসনি?

নিশ্চয়ই না, আমি নিশ্চিত মেঝের ওপর রেখেছিলাম।

লুসিলির চোখ দুটো ভয়ে গোল হয়ে উঠেছে।

গাড়ির পেছনটা একবার দেখি, বলে পিছনের পেটির ঢাকনাটা খুললাম। খুলে দেখলাম না, নেই।

ওটা নিয়ে কি করেছ?

তার দিকে চাইলাম, কি বলতে চাও? আমি জানতাম না যে তুমি ওটা গাড়িতে রেখেছ।

মিথ্যা বলছ! তুমি নিয়ে লুকিয়ে রেখেছ।

এ কথা তুমি কি করে বলতে পারলে?

লুসিলির মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে ক্ষেপে বলল, মিথ্যা বলবে না, তুমি নিশ্চয়ই নিয়েছ। সেটা কোথায়?

তুমি কি পাগল হয়েছ? নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল। নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ। দরজার দিকে দেখ, কেউ নিশ্চয়ই এসেছিল এবং সুইমসুটটা দেখে নিয়ে গেছে।

না, না, কেউ আসেনি। তুমিই দরজা ভেঙেছ। সেইজন্যেই দোষটা ঘাড়ে তুলে নিতে তোমার এত আগ্রহ। তুমি ভেবেছিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। তোমার পায়ের নিচে পড়ে পা দুটোয় চুমু খাব, তাই না? ভেবেছিলে আমার সঙ্গে প্রেম করবে, তাই না? তোমায় যা ইচ্ছে তাই করতে দেব, তাই তোমার ধারণা ছিল, তাই না? তুমি সবসময়ই আমাকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলে। তুমি ঠিক করেছিলে যে সুইমসুটটা আবার পরে গাড়িতে রেখে যাবে যাতে পুলিশ জানতে পারে। যে আমি তোমার সঙ্গে গাড়িতে ছিলাম।

সজোরে চড় বসাতে যাচ্ছিলাম, অতি কষ্টে সামলে নিলাম।

ঠিক আছে। আমি তোমার সুইমসুট নিইনি। বোকাদের এভাবে ভয় দেখাতে পার। কেউ এসে নিয়ে গিয়েছে, তবে আমি নিইনি।

সে চাপাস্বরে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আমি প্রশ্ন করলাম, এর অর্থ কী?

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে তার কপালটা আঙুলের ডগা দিয়ে চেপে ধরে হঠাৎ হেসে উঠল।

অত্যন্ত দুঃখিত, চেস, সত্যিই আমি দুঃখিত। তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে আমি চাইনি। কাল রাতে ঘুম হয়নি, নার্ভগুলোর অবস্থা ভয়ানক। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

হ্যাঁ, সব ভুলে যাও।

কে নিয়ে যেতে পারে চেস? পুলিশও হতে পারে, পারে না?

না, পুলিশ নয়।

অন্যদিকে চাইল লুসিলি। মনে হল, যেন তার ভাবনা অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

এখানে তোমার থাকার কোন প্রয়োজন নেই, লুসিলি, তোমার থাকা বিপজ্জনক।

হ্যাঁ, আমাকে একটা সিগারেট দেবে?

অবাক হয়ে আমার ক্যাসেল মার্কা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা বার করে তাকে দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে জোরে টান দিয়ে গোছ গোছা ধোয়া মুখ থেকে বার করতে লাগল। সে সবসময় গ্যারেজের সিমেন্ট বাঁধানো মেঝের দিকে তাকিয়েছিল।

সে মুখ তুলে চাইতে দেখতে পেল আমি তাকে লক্ষ্য করছি। সে হেসে বলল, সুতরাং আমরা দুজনেই এই ঝামেলায় পড়লাম, তাই না, চেস?

ঊ্ট ঔ্যাত্ত রান । ঙ্গমস হুডলি ঙ্গ

ঊ্টক তা নয় । ঊ্টককে ঙ্গরও হতে পারে ।

তোমার তাই মনে হচ্ছে? ব্ল্যাকমেলারও হতে পারে ।

কেন, ংকথা বলছ কেন?

আমার ংরকম মনে হচ্ছে । ব্ল্যাকমেলিং-ংর পক্ষে আমরা বেশ খারাপ অবস্থায় আছি, তাই না? আমি পুলিশের লোকটাকে ঙ্গাপা দেওয়ার ঙ্গন্য, ংর তুমি আমাকে প্রলোভন দেখানোর ঙ্গন্য ।

ং দিকটা অবশ্য আমার খেয়াল হয়নি, কিন্তু ংখন লুসিলি বলাতে মনে হল ঊ্টকই বলেছে ।

অবশ্য নাও হতে পারে...

না । আমাদের বরং ংপেক্ষা করে দেখা ংচিত কি ঘটে । সে আমার পাশ কাটিয়ে গ্যারেজের দরজার দিকে গেল । মনে হয় আমার ফিরে যাওয়াই ভাল ।

হ্যাঁ ।

আমি যখন গ্যারেজের দরজা লাগাচ্ছিলাম সে ংপেক্ষা করছিল ।

আমাকে ংবার ফিরে ংসে তালা দিতে হবে ।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

হ্যাঁ ।

লুসিলি এবার পন্টিয়াকের ভিতর এসে সোজা হয়ে হাত দুটো হাঁটুর উপর রেখে বসল ।

আমিও বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে একেবারে উল্টোদিকে ঘুরে সোজা বাংলোর দিকে চালালাম ।

গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালাম ।

তোমার সাইকেল নিয়ে আসছি ।

আমি ভিতরে যাব চেস । তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই ।

বেশ, ঠিক আছে ।

দুজনে এসে বাংলোতে ঢুকলাম । আমি একটু দাঁড়িয়ে লাউঞ্জের সদর দরজাটা লাগিয়ে দিলাম ।

লাউঞ্জে ঢুকে দেখি লুসিলি একটা ইজিচেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে, ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট । অন্য একটা চেয়ারে বসে তার দিকে তাকালাম । সেই সৌন্দর্য যেন তার হারিয়ে গেছে । একটা কাঠিন্য এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে । এখনও সে দেখতে সুন্দর । লোভনীয় কিন্তু তার সেই সরলতা ও যৌবন যেন উধাও হয়ে গেছে ।

হিঁট অ্যাড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

লুসিলি আস্তে আস্তে মাথাটা ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, মনে হচ্ছে আমি একটা বিরাট ঝামেলার সৃষ্টি করেছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি হয়ত মুক্তি পেতাম, কিন্তু সেখানে সুইম সুটটা ছেড়ে রাখার জন্য আবার হয়ত ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব, তাই না?

আমি অবশ্য তা বলবনা। এটা নির্ভর করে কে নিয়েছে তার উপর। দামী কিছু পাবার লোভে একটা ছিঁচকে চোর ভিতরে ঢুকতে পারে। গাড়ির মধ্যে সুইমসুটটা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। সে এর থেকে কিছু পাবে এই আশায় সেটা নিয়ে গেছে।

লুসিলি মাথা নেড়ে, আমি তা মনে করি না। সুটটায় আমার নাম লেখা আছে। এই শহরের প্রায় সকলেই জানে রোজার কি রকম ধনী।

আমার হৃৎপিণ্ডটা কাঁপতে লাগল, হাত দুটো ভিজে উঠল। এইসব কথাবার্তা আমার মনে বিপদের লাল সংকেত জ্বালাল।

সে শান্ত গলায় বলে চলল, আর যাই হোক, একটা ছিঁচকে চোর কেন সুইমসুট নিতে যাবে? এটা কার দরকার হবে? মনে হয় আমাদের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তুমি বড় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসতে চাচ্ছে....

সে অধৈর্য ভঙ্গিতে, দেখা যাক কি হয়। তুমি কি ব্ল্যাকমেলের টাকা দিতে চাও, চেস?

এতে কোনও লাভ হবে না। একবার ব্ল্যাকমেলের টাকা দিতে শুরু করলে আর রেহাই নেই মনে হবে একটা ভূত যেন ঘাড়ে চেপে বসে আছে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমার মনে হয়, রোজারের সঙ্গে কথা বলা উচিত ।

তিনি কিছুই করতে পারবেন না ।

আমি তাকে যতটা জানি তুমি ততটা জান না । সে নিজের পদমর্যাদা এবং লোকে তার সম্বন্ধে কি ভাবে সে ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন । আমি যদি তাকে সব খুলে বলি আর তুমি যদি সম দোষটা নিজে নিতে চাও তবে আমার মনে হয় সে ব্ল্যাকমেলের টাকাটা দিয়ে দেবে ।

ভয়ে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইলাম ।

লুসিলি বলে চলল, তার টাকা অনেক । সে দর কষাকষিও করতে পারে । মনে হয় না তা পক্ষে এটা বেশি কিছু হবে ।

কিন্তু তিনি তোমাকে ডিভোর্স করবেন ।

জেলে যাওয়ার চেয়ে ডিভোর্স ভাল ।

কিন্তু এখনও আমরা জানি না যে আমাদের ব্ল্যাকমেল করা হবে ।

তুমি কি মনে কর এই লোকটা আমার সুইমস্যুটটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিয়েছে?

এ নিয়ে তোমার বিদ্রূপ করা ঠিক না । আমি সাহায্য করার চেষ্টা করছি ।

অন্ততঃ তোমার বাস্তববাদী হওয়া দরকার ।

অস্বাভাবিক জোরে বলে ফেললাম, এই মুহূর্তে ব্ল্যাকমেলের কোন প্রশ্নই ওঠে না । আমি বলেছি যে তোমাকে ঝামেলার বাইরে রাখব ভেবেই বলেছি ।

অর্থাৎ এই লোকটার মুখ বন্ধ করতে টাকা খরচ করবে?

কোন লোকটা?

যে লোকটা আমার সুইমস্যুট নিয়েছে ।

এ তোমার কল্পনামাত্র । আমরা এখনও লোকটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানি না ।

তুমি কি মনে কর সেটা আপনাপনি উধাও হয়ে গেল?

আমি মনে করি, তুমি সেটা সমুদ্রের ধারেই ফেলে এসেছ ।

লুসিলি চিৎকার করে বলল, না ফেলে আসিনি । আমি গাড়িতেই রেখেছিলাম, কেউ নিয়ে গেছে ।

ঠিক আছে, এ নিয়ে আর তর্ক করে লাভ নেই ।

চেস, তুমি কি দিব্যি করে বলবে তুমি নাও নি?

নিশ্চয়ই, আমি নিই নি। উঃ, ভগবানের দিব্যি।

আমি ভেবেছিলাম আজ সকালে তুমিই আমাকে ফোনে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলে। মনে হচ্ছিল তোমারই গলা।

আমি শক্ত হয়ে উঠলাম। কি বলতে চাইছ? কে তোমাকে ফোন করেছিল?

আজ সকালে প্রায় নটা নাগাদ টেলিফোনে ঠিক তোমার গলার মত করে বলল, মিসেস লুসিলি, আশা করি কাল রাতে সাঁতার বেশ আনন্দের হয়েছে। তারপরেই চুপ হয়ে গেল।

শরীরটা হিম হয়ে এল।

আগে কেন একথা বলনি?

ভেবেছিলাম তুমিই ফোন করেছ আর সেইজন্যেই সুইমসুটটা ফিরিয়ে আনতে এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।

না, আমি নই।

সেইজন্যেই বলছি আমাদের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু সমুদ্রের ধারে কেউই ছিল না।

যেই হোক না কেন, সে জানত যে আমি গাড়ি চড়েছিলাম সাঁতার কাটার জন্য।

তাহলে কি এই লোকটাই তোমার সুইমসুট নিয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ।

মদের ক্যাবিনেটের দিকে যেতে যেতে, তুমি ড্রিংক করবে?

হ্যাঁ, দাও।

হুইস্কি, না জিন?

হুইস্কি।

দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে বরফের টুকরো দিয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে যেই যাচ্ছি টেলিফোনটা বেজে উঠল।

মনে হল মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। লুসিলি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে। লুসিলি চাপা গলায়, তুমি কি ধরবে না?

রিসিভারটা তুলে ধরলাম, হ্যালো?

মিঃ, চেস্টার স্কট বলছেন?

হ্যাঁ, কে বলছেন?

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ওর সঙ্গে তোমার প্রেম করা উচিত ছিল, মিঃ স্কট। ওভাবে ওকে পালিয়ে যেতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। আর যাই হোক, এই উদ্দেশ্যেই তো মেয়েদের আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কি বলতে চাইছেন? কে বলছেন? কপালে তখন ঠাণ্ডা ঘাম জমা হয়েছে।

একটানা কড় কড় শব্দে বুঝলাম, আমার কথাগুলো যখন বলছিলাম তখন লাইনের ওপাশে কেউ নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

০১.

ধীরে ধীরে টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে পিছন ফিরে লুসিলির দিকে চাইলাম।

সে হাত দুটো দিয়ে হাঁটুটাকে চেপে ধরে ভয়ে ভয়ে বসেছিল।

কে? জিজ্ঞাসা করল, সে।

চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, জানি না, তবে মনে হয় যে লোকটা আজ সকালে তোমাকে ফোন করেছিল সে।

লোকটার কথাগুলো শুনে সে দু হাতে মুখ ঢাকল।

উঃ, চেস। আমরা কি করব?

জানি না। বেশ জটিল ব্যাপার।

দেখ, আমি ঠিকই বলেছি। লোকটা ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে।

সে তো ব্ল্যাকমেলের কথা কিছুই বলেনি।

ইট্ট অ্যাড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

নিশ্চয়ই সে আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। তার কাছে সুইমসুটটা আছে। সে তোমাকে চেনে, আমরা সমুদ্রের ধারে ছিলাম সে জানে এবং পুলিশটা মারার জন্যে আমি দায়ী সেটাও জানে। সে নিশ্চয়ই আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। আমরা জানি না তার কাছে সুইমসুট আছে কিনা বা ও. ব্রায়ানকে তুমি চাপা দিয়েছ সেটা সে জানে কিনা। এটা অবশ্য নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, সে আমাদের সমুদ্রের ধারে দেখেছে।

নিশ্চয়ই তার কাছে সুইমসুট আছে এবং সে তোবড়ানো গাড়িটা দেখেছে।

কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি না সিলি। এই দুটো টেলিফোনকল যদি ব্ল্যাকমেলের প্রথম সূচনা হয়, তবে মনে হয় সে তোমার স্বামীকে বলে দেবার ভয় দেখাবে যে, সে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে সমুদ্রের ধারে দেখেছিল। অ্যাকসিডেন্টের কথা সে হয়তো কিছুই জানে না।

তাতে কি আসে যায়? অ্যাকসিডেন্টের কথা যদি সে নাও জানে তবুও আমাদের তাকে টাকা দিতে হবে যদি অবশ্য তুমি চাকরী হারাতে আর আমি রোজারকে হারাতে না চাই।

আমরা পুলিশের কাছে যেতে পারি। ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে কি ভাবে আচরণ করা উচিত তারা তা জানে এবং আমাদের এড়িয়ে চলবে।

কি করে একথা বলছ? ঐ গাড়িটা নিশ্চয়ই দেখেছ।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমরা এটাও সঠিক জানি না। অন্ধকারে সে নাও দেখতে পারে।

তুমি যেন কথার পিঠে কথা বলছ! আমার নিশ্চিত ধারণা অ্যাকসিডেন্টের বিষয় জানে।

তাহলে সে কেন একথা বলল না? ব্ল্যাকমেলের পক্ষে সেটা অনেক ধারালো অস্ত্র।

আমি জানি তোমার ধারণা ভুল, তবু যেমন খুশি ভাবতে পার। কি করবে ভাবছ?

এই মুহূর্তে কিছুই করতে যাচ্ছি না। লোকটা সত্যিই জটিলতার সৃষ্টি করেছে, তবে সে বিপদের প্রধান কারণ নয়। আসল বিপদ আসতে পারে পুলিশের কাছ থেকে। এই লোকটা যদি অ্যাকসিডেন্টের খবর জানে তাকে পয়সা দিয়ে থামান যাবে কিন্তু পুলিশকে টাকা দিয়ে কিছু করা যাবে না। তারাই হচ্ছে বিপদ।

বিষণ্ন মুখে সে বলল, তুমি বলেছিলে দোষটা নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে। আমার পক্ষে অবশ্য বিপদের কারণ এই লোকটা পুলিশ নয়।

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাকে বিপদের বাইরে রাখব কিন্তু গ্যারান্টি দিতে পারি না। তুমি এতই অসাবধানী যে গাড়িতে সাঁতারের পোশাকটা ফেলে এলে? যদি কেউ সেটা পুলিশের কাছে নিয়ে যায় তবে আমি বিপদ থেকে তোমাকে রেহাই দিতে পারবো না। আমি দিব্যি করে বলছি, তাদের বলব যে আমিই গাড়িটা চালাচ্ছিলাম। কিন্তু তাতেও নরহত্যায় সাহায্য করার অপরাধে তুমি অপরাধী।

সে রেগে বলল, আমার স্থির বিশ্বাস যে সে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। আমি জানতে চাইছি যে তুমি কি ব্ল্যাকমেলারকে টাকা দেবে, না আমি রোজারের কাছে যাব?

শান্ত ভাবে বললাম, তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ, লুসিলি? এটাও কিন্তু আমার কাছে ব্ল্যাকমেলের মত শোনাচ্ছে।

কি রকম শোনাচ্ছে আমি জানতে চাই না। আমি জানতে চাই, লোকটা টাকার দাবী করলে তুমি কি করবে?

দাবী না জানান পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে চাই।

তার চোখদুটো জ্বলছিল। আমার বিশ্বাস, তুমি কাঁধে দোষ তুলে নেওয়াটা এড়িয়ে যেতে চাইছ। তুমি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্যে মনে হয় দুঃখ করতে শুরু করেছ। ঠিক আছে, তুমি কিছুতেই ছাড়া পাবে না।

তুমি কি নিজের চিন্তা ছাড়া কোনদিন অনন্যরটা ভেবেছ? তুমি বরাবর শুধু ভাবছ কেমন করে ঝামেলা থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে।

তুমি না থাকলে আমি এই ঝামেলায় পড়তাম না। কেন আমি তোমার কথা ভাবব? দোষ পুরোটা তোমারই।

রাগ সামলে বললাম, তুমি ঠিক বলছ, লুসিলি? তুমি কি এতই নির্দোষ? তুমি গাড়ি চালানো শেখবার জন্য বারবার আমাকে প্ররোচিত করে অন্যায্য করেছ। তুমিই আমাকে

নিয়ে গিয়েছ এই নির্জন সমুদ্রতটে। তুমি যেভাবে আচরণ করছিলে যে কোন মানুষ ভাবতে পারত যে তুমি সহজলভ্যা।

সে ক্ষেপে গিয়ে বলল, এইসব বলার সাহস কে তোমাকে দিল?

উঃ, ঝগড়া করে সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমাকে ঝামেলার বাইরে রাখব এবং সম্ভব হলে আমি তা করব।

তুমি আমাকে ঝামেলার বাইরে রাখ। আমি রোজারকে হারাতে চাই না, জেনেও যেতে চাই না, তুমি একটা জন্তুর মত ব্যবহার করছ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে বলল, এ নিয়ে আমি আর ভাবতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটা তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। আশা করি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখবে।

তুমি বরং এ আশা ছেড়ে দাও। তোমার কাছে প্রচুর শিক্ষা পেয়েছি। তুমি একটা স্বার্থপর কুপমণ্ডুক ভ্রষ্টা ছাড়া কিছুইনও। যে মুহূর্তে তুমি নিষ্কৃতি পাবে সেই মুহূর্তে চোখের পাতা ওলটাতে ছাড়বে না।

গত রাতে রোজারকে বললেই ভাল হত। এখনই আমি গিয়ে সব বলব।

তাতে কি এসে যাবে? আমি কি তাতে হাঁটু গেড়ে তোমার সামনে বসব? ঠিক আছে তুমি যদি তোমার ধনী, প্রভাবশালী রোজারকে এই ঝামেলায় আনতে চাও, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে সব বলব। আমি বলব, তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসে গাড়ি চালাতে

শেখানোর জন্য অনুরোধ করেছিলে। তুমি মাঝরাতে সাঁতার কাটার প্রস্তাব করেছিলে। তুমিই ছায়া রং-এর টুপি ও সানগ্লাস পরে আমার বাংলোয় ছদ্মবেশে এসেছিলে এবং আমার সঙ্গে যে ঘুরতে সেটা তোমার স্বামীর কাছে চেপে গিয়েছিলে। যখন তোমাকে তার অনুমতি নিতে বলি, তুমি বলেছিলে তিনি মুখ, ঈর্ষাকাতর, তাই না? চল তাকে সব খুলে বলা যাক। দেখা যাক তিনি এসব পছন্দ করেন কিনা?

যদি সঙ্গে আসতে না চাও, এখানে অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে। আমাকে তুমি ব্ল্যাকমেল করতে পারবেনা। যদি ধাপ্পা দাও তবে আমি তোমার ধাপ্পা ধরে ফেলব।

হলঘর দিয়ে গিয়ে সদরের দরজা খুলে ফেললাম। লুসিলি আমার দিকে চেয়ে বলল, চেস...শোন...

সে ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলল, না...শোন...

রাগের সুরে বললাম, আমি যে বোকা, তোমার প্রেমে পড়েছিলাম। সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। যদি কঠিন পথ বেছে নাও, তবে সেই ভাবেই আমার কাছে ব্যবহার পাবে।

অশ্রুসজল কণ্ঠে সে বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত চেস! তুমি জান না কি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। আমি রোজারকে কিছু বলব না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। আমি নিজেই জানি না তোমাকে কি বলেছি।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

জান না? কেবল ব্যবহার পালটাচ্ছ। প্রথমে আমাকে বিশ্বাস করেছিলে, পরে ভয় দেখাতে শুরু করলে, তারপর স্বামীর কাছে যেতে চাইলে। এখন আবার বিশ্বাস করতে শুরু করেছ। সোজাসুজি মিটিয়ে নাও, তুমি তোমার স্বামীকে জানাতে চাও, না চাও না?

না, চেস।

ঠিক? আর মত পালটাতে পারবে না।

না, চেস।

তুমি, কি চাও যে ব্যাপারটার মোকাবিলা আমিই করি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ঠিক? খুব সহজেই কিন্তু তুমি মত পালটাও, তাই না?

চেস, প্লীজ আমার উপর রাগ করো না। দিব্যি করে বলছি, কি করেছিলাম বা বলেছিলাম কিছুই জানি না। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

তুমি কথা বলছ বেশি কিন্তু কিছুই করছ না। লাউঞ্জ চল। এতক্ষণ ধরে আমরা বাইরে কথা বলছি।

সে লাউঞ্জে গিয়ে এক নাটকীয় ভঙ্গিতে বসেছিল, কিন্তু তার কোন নাটকীয় ভঙ্গিই আর আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম ।

লুসিলি, এ দিকটা ভেবে দেখেছে? হঠাৎ আমি বললাম, তোমার কি খেয়াল হয়েছে যে এর । ভিতর বিশ্রী ব্যাপার থাকতে পারে?

কি বলতে চাইছ?

জানি না?

কোন কারণে সে নিশ্চয় সেখানে গিয়েছিল । কোন গাড়ির বেপরোয়া চালককে ধরার জন্য গিয়েছিল মনে হয় না । কেন সে সেখানে গিয়েছিল, তোমার কি কিছু মনে হয় না?

মনে হয় না? আমার মনে হয়, বেশ ঠিক আছে । এখন ও আলোচনা বাদ দেওয়া যাক । আমি ভেবে দেখব । গোটা ঘটনাটা দুজনে আলোচনা করা যাক । সাঁতারের পর তুমি গাড়িতে ফিরে এসেছিলে, পোশাক পালটে সুইমসুটটা গাড়ির মেঝেয় রেখে এসেছিলে, ঠিক তত?

হ্যাঁ ।

কাউকে দেখতে পেয়েছিলে?

না, নিশ্চয়ই না ।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কিন্তু কেউ ছিল! যে লোকটা ফোন করেছিল সে আমাদের দুজনকে দেখেছে! কি করে সে জানবে যে আমরা দুজন একসঙ্গে সাঁতার কেটেছিলাম? আমার মনে আছে কোন আড়াল ছিল না। সে নিশ্চয়ই ওখানেই ছিল।

আমি ভাবছি, দিনের আলোয় চারপাশ দেখব। সে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে ছিল। মনে হচ্ছে না সে থাকতে পারে। যতদূর মনে আছে আড়াল ছিল না। কিছুক্ষণ থেমে বলে ও তোমার কি মনে হচ্ছে যে তুমি যখন গাড়ির ভিতর সাঁতারের পোশাকটা রেখে এসেছিলে, সেই লোকটা গাড়ির কাছে গিয়ে সেটা তুলে নিয়েছিল?

আমার দিকে চাইল সে।

না, তা মনে হয় না।

আমরা যখন ঝগড়া করছিলাম তখন যদি সে নিয়ে থাকে তাহলে এটাই বোঝায় যে সে তোবড়ানো গাড়িটা দেখেনি।

কিন্তু গ্যারেজের দরজা ভাঙা ছিল—তখনই সে নিয়েছিল।

ঠিক আছে, আবার আলোচনা করা যাকঃ যখন তুমি গাড়িতে ফিরে চালাতে শুরু করলে তখন কি হয়েছিল?

নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম একেবারে। গাড়িটা চড়াই পথে চালাচ্ছিলাম। প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর একজন লোকের চীৎকার শুনতে পেলাম...

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হেডলি ডেজ

লুসিলি এই জায়গাটা এড়িয়ে যেও না। কত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে?

কত জোরে ঠিক জানি না।

মনে হয় সত্তর। ঠিক জানি না।

ও'ব্রায়ানকে তুমি দেখনি? তুমি যে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছ জানতে পারনি?

হ্যাঁ।

তাহলে নিশ্চয়ই তার পাশ দিয়ে গিয়েছে। সে নিশ্চয় হেডলাইট নিভিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করছিল এবং যখন তুমি তার পাশ দিয়ে যেতে চাইছিলে সেই সময় সে তোমার সামনে এসে পড়ে।

আমার তাই মনে হয়।

পরে কি ঘটল?

বলেছি তো। তার চীৎকার শুনতে পাই ও পাশ কাটিয়ে চলে আসি। গাড়ির পাশে ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পাই।

তুমি মোটর সাইকেলটার শব্দ পাওনি?

মনে হয় পেয়েছিলাম।

তখন গাড়ির স্পীড কমিয়েছিলে? তখন সে তোমার কাছে এসে পড়েছিল। সে কি সামনে এসে পড়েছিল, না পাশে?

লুসিলি বলল, মনে পড়ছে না।

এবারে মনে করে বল আলোটা কি ডান দিকে ছিল?

পরে সে বলল : হ্যাঁ, সে পাশে এসে পড়ে এবং গাড়ির জানালার কাছে চীৎকার করে ওঠে। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে।

সামনে ঝুঁকে অন্যদিকে চেয়ে বসে ছিল দুই হাঁটুর মাঝখানে হাত দুটো।

ঠিক বলছ?

হ্যাঁ, ঠিক বলছি।

কিন্তু, একটু আগেই অন্যরকম বলছিলে।

এখন ঠিক বলছি।

তুমি ঠিক বলছ না, লুসিলি। সামনের দিকের হেডল্যাম্পটা খুঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে নিশ্চয়ই তোমার সামনে ছিল। সে হঠাৎ পিছন দিক থেকে তোমার ডানদিকে আসেনি। তাহলে সে ইচ্ছে করেই অ্যাকসিডেন্ট করতে চেয়েছিল।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে শক্ত হয়ে গেল, তুমি যদি সব জান তবে জিজ্ঞাসা করছ কেন?
সে কোন্ পাশে ছিল আমার মনে নেই।

যেভাবেই হোক তুমি তাকে আঘাত করেছিলে। শব্দ শোনার পর কি হয়েছিল?

আমি গাড়ি চালাতে লাগলাম।

খুব জোরে ধাক্কা লেগেছিল?

হ্যাঁ।

তাকে ধাক্কা দিয়েছিলে তুমি নিশ্চিত?

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছিল তুমি দাঁড়িয়ে তাকে না দেখে আরও জোরে গাড়ি
চালিয়েছিলে?

তুমি কি প্রশ্ন করেই চলবে? কি ঘটেছিল আমি তো তোমাকে বলেছি।

আমার পরিকার ভাবে জানা দরকার। তুমি বড় রাস্তায় এসে কি করলে?

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

বুঝতে পারলাম না লোকটার মোটর সাইকেলটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে তোমার গাড়িটাও, ভীষণ ভয় পেলাম। ভাবলাম তোমাকে সব বলব। পুলিশ দেখলে অবশ্য ফিরে আসার ইচ্ছা ছিল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায় থাকি কি করে জানলে?

সে টেনে টেনে যেন ভাববার সময় নিচ্ছে, আমি-আমি টেলিফোন গাইড থেকে জেনেছি। আমি-আমি একবার সাইকেলে যাবার সময় তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম। তাই জানতাম তুমি কোথায় থাক।

সে সত্যি বলছে না দেখে অস্বস্তি বোধ করলাম।

এখানে আসতে তোমাকে দেড় মাইল পথ পার হতে হয়েছে। আসার সময় তুমি রাস্তায় আর কোন গাড়ি দেখেছ?

মনে হচ্ছে না।

তোমার মনে পড়া উচিত। যতই হোক এটা একটা বড় রাস্তা। তখন সাড়ে দশটা, নিশ্চয়ই। অনেক গাড়ি ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল?

আমার চোখে পড়েনি।

আমার মনে হয় অন্ততঃ একটা গাড়ির পাশ দিয়ে এসেছিলে, লুসিলি।

গলা সপ্তমে সে বলল, যদি তাই হয় তাতে কি এসে যায়?

তুমি গাড়ির একটা আলো নিয়েই চালাচ্ছিলে যে কোন গাড়ির চালক তোমাকে দেখে ভেবে থাকবে যে তুমি মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলে, কাছে এসে দেখে যে মোটর গাড়ি চালাচ্ছ। সে সেটা মনে রাখবে, তবে সে পুলিশকে জানাতে পারবে তুমি কোনদিকে গাড়ি চালাচ্ছিলে। তুমি শহর থেকে যাচ্ছিলে না। তোমাকে যদি দেখে থাকে তবে পুলিশ বুঝতে পারবে গাড়িটা কোথায় খুঁজতে হবে। তারা বুঝতে পারবে সারা শহর খোঁজার বদলে প্রথমে খোঁজ দরকার সমুদ্রের আশেপাশে মানে এখানে।

আমি এসব ভেবে দেখিনি।

এই জন্যেই আমি এসব জানতে চাইছি। ভয়ানক জরুরী, তুমি কি একটু মন দিয়ে শুনবে? তুমি একটু মনে করার চেষ্টা কর ফিরে আসার সময় কোন গাড়ি দেখেছিলে।

সে অসহায় ভাবে, মনে করতে পারছি না। তখন শুধু ভাবছিলাম কি করে তোমার বাড়ি পৌঁছাব।

ভাবলাম অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়িয়েছে। বড় রাস্তায় অনেক গাড়িই সে দেখেছে। সে যে একটা হেডল্যাম্প নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল তা কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে। লোকটি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করবে আর পুলিশ এই অঞ্চলে গাড়ির খোঁজ করবে।

ঠিক আছে, অনেক হয়েছে, তুমি বরং বাড়ি যাও। এ ব্যাপারে তোমার আর কিছুই করার নেই। বরং ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কিন্তু তুমি কি করতে চাও, চেস?

এখনই ঠিক বলতে পারছি না। যদি ঘটনাটা খারাপের দিকে যায় তোমাকে জানাব।
আপাততঃ এইটুকুই বলতে পারি।

তার মুখ গম্ভীর, তোমার গাড়িটা নিয়ে কি করবে?

এ সম্বন্ধে ভাবতে হবে।

আর যে লোকটা ফোন করেছিল?

আবার সে ফোনের অপেক্ষা করতে হবে। যদি তোমাকে ফোন করে তবে আমাকে
জানাবে।

কিন্তু ধর, যদি টাকা চায়?

যদি সে টাকা চায় বলে দিও, আমার সঙ্গে তোমার আগে কথা বলতে হবে।

আমি কি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেব?

না। টাকা চাইলে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে। আমিই তার সঙ্গে মোকাবিলা করব।
মনে হচ্ছে তুমি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

না, মোটেই নয়। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম। আমি জানি সে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। আমার কোন টাকা নেই। তুমিই বা কেমন করে জানবে যে কোন লোকটা তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায় এবং তুমিও টাকা দিতে পারছ না। ফলে সমস্ত ঘটনাটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটাই বা তোমার কেমন লাগবে?

ভগবানের দোহাই। সে এখনও তোমার কাছে কিছু চায়নি, চাইলে আমাকে জানাবে আমিই ব্যবস্থা করে নেব। এখন বাড়ি যাও। আমাকে ভাবতে দাও।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে এখন আমাকে শুধুই অপেক্ষা করতে হবে?

আজ রাত দশটায় আমাকে ফোন করবে। হয়ত কিছু বলতে পারব।

হঠাৎ লুসিলি দুহাতে আমাকে জোরে আঁকড়ে ধরেছিল, সে ফিসফিসিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বলল, চেস...আমি ভয় পেয়েছি। তুমি আমাকে সামলাবে। সব কিছু কি ঠিক করে দেবে?

তাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে জানালার কাছে এসে যেন, ধাতস্থ হলাম। তার ঠোঁটের স্পর্শ আমাকে উত্তেজিত করে তুলল।

তোমার উপর নির্ভর করে রইলাম, চেস। আজ রাতে ফোন করব।

তাই করো।

তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। নিজেকে সংযত করে জানালার বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

০২.

এগারোটা বাজতে কুড়ি, একটা ইজিচেয়ারে বসে ভাবছিলাম...

সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে। কোন সন্দেহ নেই যে লুসিলি একজন পুলিশের লোককে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছে। কিন্তু যেভাবে সে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী যা ঘটা সম্ভব মনে হচ্ছে, পারস্পরিক মিল নেই। যে কারণেই তোক লুসিলি আমাকে মিথ্যা বলেছে। কেন সে বারবার বলছে যে ও'ব্রায়ান তাকে উল্টো দিকে ওভারটেক করার চেষ্টা করেছিল। তাকে বিশ্বাস করা যায় না। সে এতই ভয় পেয়েছে যে উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে এবং ফাঁদে পড়া জন্তুর মত রেহাই পাবার চেষ্টা করছে।

বড় রাস্তায় নিশ্চয়ই তাকে কেউ দেখেছে এবং আমার ধারণা পুলিশ এখন গাড়িটার অনুসন্ধানে এই অঞ্চলেই মনোযোগ দিয়েছে।

ক্যাডিলাকের চাকায় রক্তের দাগ লেগে আছে মনে পড়তেই আমার শরীর দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। যদি পুলিশ রক্তের দাগ দেখে তাহলে সত্যিই আমি ফেঁসে যাব।

ইট্ট অ্যান্ড রান । ডেমস হেডলি ডেজ

বাংলোতে তালা লাগিয়ে গ্যারেজে গেলাম এবং একটা বালতি ও কিছু স্পঞ্জ জোগাড় করলাম। টুকিটাকি যন্ত্রপাতি রাখার জায়গায় একটা শক্ত তালা আর কড়া দেখতে পেলাম। তারপর পন্টিয়াকটা নিয়ে সিবোর্নের বাড়ির দিকে ছুটলাম।

দিনের আলোয় দেখলাম ক্যাডিলাকটার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। হেডল্যাম্পটা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে গেছে এবং তার চারপাশের ধাতব অংশটা এমন ভাবে বেঁকেছে যে মিস্ত্রী ছাড়া তাকে মেরামত করা সম্ভব নয়।

গাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখে চমকে উঠলাম রক্তের কোন দাগ নেই। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দু পাশের চাকাই খুঁটিয়ে দেখলাম। ডান পাশের পিছনের চাকাটায় একটু রক্তের দাগ দেখলাম।

পুরো দশ সেকেন্ড সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে চাকার সাদা বেড়টায় রক্তের থকথকে দাগটা দেখতে দেখতে অনেক সন্দেহ এল মনে।

উঠে সামনের হেডল্যাম্পের দিকে এসে বুঝলাম ব্যাপারটা অন্যরকম। লোকটা হঠাৎ লুসিলির পিছনে আসে এবং সে চমকে উঠে ও গাড়ির পিছনে তাকে ধাক্কা লাগে লুসিলির এই কাহিনী সম্ভবতঃ সত্যি নয়। এটা আগে কেন বুঝিনি যে হেডল্যাম্পটা সে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হলে ধাক্কাটা সামনের দিকে লাগাই স্বাভাবিক এবং এর অর্থ হচ্ছে অ্যাকসিডেন্ট যখন ঘটে তখন পুলিশের লোকটি তাকে ওভারটেক করছিল না। সে নিশ্চয়ই বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছিল। এর মানে আমি তার আরও একটি মিথ্যা ধরে ফেললাম এবং এটা অনেক গুরুতর মিথ্যা। সে বলেছিল যে সে পুলিশের লোক

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

দেখেনি, তাকে চীৎকার করতে শুনেছিল এবং সে চমকে গাড়ি বেকায়দায় চালিয়ে দেয় তাতেই অ্যাকসিডেন্ট ঘটে। কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট সে ভাবে ঘটেনি। গাড়িটা যখন নিচের দিকে নেমে আসছিল তখন লুসিলি নিশ্চয়ই লোকটার গাড়ির আলো দেখতে পেয়েছিল। লুসিলি স্বীকার করেছিল যে সে জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। রাস্তা ছিল সংকীর্ণ। লুসিলি গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং লোকটা রাস্তা পেরিয়ে যাবার আগেই লুসিলি তাকে সোজাসুজি ধাক্কা দেয়। লোকটা তার পাশে এসে পড়ে এবং লুসিলিকে চমকে দেয়-এই কথাগুলো লুসিলির তৈরী করা। আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে, তার দোষ নয়।

গাড়িটা পরীক্ষা করার পর কোন জুরি তার কথা বিশ্বাস করবে না। মনে পড়ল, তার দোষ নিজের ঘাড়ে নেবার প্রতিশ্রুতির কথা। যদি স্বীকার করতাম যে অ্যাকসিডেন্টের সময় আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম, তাহলে যে কোন জুরিই বলত যে আমি মাতাল অবস্থায় এরকম অ্যাকসিডেন্ট করেছি। রাস্তাটা একদম সোজা চলে গেছে। এগিয়ে আসা আলোটা না দেখার কথা নয়। আমার গলাটা শুকিয়ে এল যখন বুঝলাম এরকম একটা ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। তারপর, গাড়ির ডান দিকের পিছনের চাকায় রক্তের দাগ। কিন্তু কি করে এ দাগ সেখানে হতে পারে? লুসিলি মোটর সাইকেলটাকে সামনের দিকে আঘাত করেছিল। পিছনের চাকাসুদ্ধ গাড়িটা পুলিশের লোকটার উপর দিয়ে সম্পূর্ণ চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

টায়ারের গায়ে বিশী চটচটে লাল দাগটা আবার পরীক্ষা করে দেখলাম সত্যিই রক্ত।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ঠিক করলাম রক্তের দাগটা রেখে দেব। কেসটা যদি কোন চতুর আইনজ্ঞের হাতে পড়ে তাহলে দাগ কেননষ্ট করা হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ হতে পারে। প্রমাণটা নষ্ট করলে নিজের বিপদ ডেকে আনব।

গ্যারেজের দরজাটা লক্ষ্য করলাম। যে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলাম তা দিয়ে তালাটা সোজা করলাম।

দরজাটা ঠিক করে বন্ধ করলাম। তারপর আলতারাপটা ব্রু দিয়ে আটকে তালাটা লাগালাম। এবার নিশ্চিত হলাম পুলিশ তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকান চেষ্টা করবে না। তারা প্রথমে সিবোর্নের খোঁজ করবে, চাবিটা চাইবে। তাতে আমি কিছুটা সময় পাব।

সমুদ্রের ধারে যেখানে আমি ও লুসিলি সাঁতার কেটেছিলাম দিনের আলোয় ভালভাবে পরীক্ষার জন্য সেখানে যেতে মনস্থ করলাম। পন্টিয়াকটার কাছে এলাম।

তখন বারটার কিছু বেশি। রাস্তায় সপ্তাহের শেষের ভ্রমণকারীদের মোটর গাড়ির ভিড়। সমুদ্রের ধারে যাবার নোংরা রাস্তাটায় আসতেই কুড়ি মিনিট সময় লাগলো।

দুই পাশের বালির গাদার সংকীর্ণ ঢালু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সতর্কভাবে দেখছিলাম।

তখন, আবার মনে হল, অদ্ভুত কাণ্ড, ও'ব্রায়ান কেমন করে এই রাস্তায় আসতে পারে। রাস্তার দুপাশে কোথাও কোন বড় গাছ কিংবা ঝোঁপ নেই, যার পিছনে সে লুকিয়ে থাকতে পারে।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ডানদিকে একটা বালির টিবি দেখতে পেলাম। মাটির বেশ খানিকটা অংশ খেতলিয়ে সমতল করে দেওয়া হয়েছে। এটাই কি তবে দুর্ঘটনার স্থান। গাড়ি থামিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে প্রায় দু মাইল পর্যন্ত সমুদ্র ও সমুদ্রতট দেখা যায়। ছোটখাট কয়েকটা বালির টিবি ছাড়া সব সমতল। দূরে পামগাছের যে সারি যার নীচে আমি ও লুসিলি বসেছিলাম। এ ছাড়া কোথায়ও কোন আড়াল ছিল না।

চারপাশের পরিবেশে আর কোন কিছুই দেখতে পেলাম না, পন্টিয়াকে ফিরে এলাম। সমুদ্রতটের দিকে এগিয়ে গেলাম। যেখানে গতকাল গাড়ি থামিয়েছিলাম তার কুড়ি গজের মধ্যে এসে থামলাম।

প্রথমে দেখলাম বালির উপর ক্যাডিলাকের টায়ারের ছাপ, ভয় পেলাম। আরও দেখলাম পামগাছগুলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া আমার ও লুসিলির পায়ের ছাপ। এই জিনিসটা আগে আমার মাথায় আসেনি। যদি পুলিশ এখানে এসে থাকে, অথবা যদি আমাদের পায়ের ছাপ দেখে ফেলে।

যে লোকটা আমাদের ফোন করেছিল এবং সমুদ্রের ধারে আমাদের লক্ষ্য করেছিল তার পায়ের ছাপও নিশ্চয়ই থাকবে।

প্রায় তিনশ গজ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে তার পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম না।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

এ থেকে দুটো জিনিস পরিস্কার হল : পুলিশ এখানে আসেনি সুতরাং ক্যাডিলাকের টায়ারের ছাপ তারা দেখেনি। আর যে লোকটা ফোন করেছিল সেও ঘটনাস্থলে ছিল না। ব্যাপারটা আমার কাছে আরও ধোঁয়াটে মনে হল। যদি লোকটা সেখানে এসে থাকে। তবে আমাকে ও লুসিলিকে একসঙ্গে সাঁতার কাটতে ও তারপরে ঝগড়া করতে কি করে দেখল? সে নিশ্চয়ই কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী বাইনাকুলারের সাহায্যে দেখেছিল। সেই জন্যেই লুসিলি তাকে দেখতে পায়নি।

বালির ওপরের টায়ারের দাগ মুছতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো। তারপর পামগাছগুলোর কাছে এসে সাবধানে গতরাতের পায়ের ছাপগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে আবার রাস্তা ধরে ফিরে গেলাম যাতে আমার ও লুসিলির পায়ের ছাপগুলো মুছে যায়। এইভাবে আরও একবার রাস্তায় এসে উপস্থিত হলাম।

কাজ শেষ করে মনে একটা নিরাপত্তার ভাব এল যে পুলিশ যদি সমুদ্রের ধার পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে আসে তাহলে আর পায়ের ছাপগুলো দেখতে পাবে না।

অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে পন্টিয়াকে ফিরে এলাম। গাড়ির দরজা খুলছিলাম তখন একটা গাড়ির এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেলাম এবং চারপাশে তাকিয়ে, একটা লাল হলুদ রং এর গাড়িকে রাস্তার মোড় ঘুরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

ধক্ করে উঠল হৃদপিণ্ডটা ভাবলাম যে গাড়িটা যদি আর তিন মিনিট আগে আসত তবে আমাকে ছাপগুলো মুছতে দেখতে পেত।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

শখানেক গজ দূর থেকে দেখলাম গাড়িটার চালক একজন মহিলা। দশ গজ মত দূরে গাড়িটা থামল। আমার দিকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এল।

তার পরনে লাল পোশাক, মাথায় ছোট সাদা টুপি এবং হাতে সাদা নেটের দস্তানা। বেশ দোহারা চেহারা, গায়ের রং কালো। মুখটা ফ্লোরিডায় সমুদ্রের ধারে সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় ল্যাটিন আমেরিককান মেয়েদের মত, যারা দর্শনাকাজীদেব প্রয়োজন মত নিজেদের ভোগ্যপণ্যের মত দেখিয়ে বেড়ায়।

সে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে তার নাইলন ঢাকা সুন্দর পা দুটো দেখা গেল, ভারী নিতম্বের উপরের পোশাকটায় হাত বুলিয়ে সে তার কালো কৌতূহলী চোখে আমার দিকে চাইল।

এই জায়গাতেই কি পুলিশের লোকটি মারা পড়েছিল?

আশ্চর্য হচ্ছিলাম মেয়েটি কে। আর এখানে কি করতে এসেছে। বললাম। মনে হয় আরও উপরের দিকের রাস্তায় ঘটেছিল। বরং বলব আপনি আসল জায়গাটা ফেলে এসেছেন।

ও কাছে এসে বলল। আপনার মনে হয়। আরও পিছনে ওপর দিকের রাস্তায়?

কাগজে বলেছে, সে রাস্তার উপরে মারা গিয়েছিল।

সে একটা সিগারেট বার করে তার লাল ঠোঁটে চেপে আমার দিকে তাকাল।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমার লাইটারটা বার করে ধরলাম সে যখন সিগারেটের প্রান্তটা ধরাতে এগিয়ে এল তখন তার চুলের গন্ধ পেলাম।

ধন্যবাদ।

সে আমার দিকে সোজা তাকাতে আমি তার কড়া মেকআপ করা মুখ আর মুখের উপর সরু গোঁফের রেখা দেখতে পেলাম যা ল্যাটিন আমেরিককান মেয়েদের বৈশিষ্ট্য।

আপনি কি সংবাদপত্রের লোক? সে বলল।

সংবাদপত্রের লোক? না তো। আমি এখানে এমনি এসেছিলাম। সাঁতার কাটতে।

সে মাথা ঘুরিয়ে বালির জায়গাটার দিকে চাইল। লুসিলি ও আমার পায়ের ছাপ মুছে ফেলার সময় গর্তের মত যে ছাপ পড়েছিল সেদিকে চাইল।

আপনি কি এই ছাপগুলো করেছেন?

বালির উপরের ছাপগুলোর কথা বলছে? যখন এখানে আসি তখনও দাগগুলো ওখানে ছিল।

দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন পায়ের ছাপ মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে।

আপনার তাই মনে হচ্ছে? বাতাসেও হতে পারে। বাতাসেও বালির উপর অদ্ভুত দাগ হয়।

হয় নাকি? উপরের রাস্তায় এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা জায়গায় দেখলাম, মাটিটা যেন তেলিয়ে গেছে। ওখানেই কি লোকটা মারা গিয়েছিল?

হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তা নয়। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হত।

মনে পড়ল কোন একটা কাগজে দেখেছিলাম যে ও'ব্রায়ান একজন নাইট ক্লাবের গায়িকাকে বিয়ে করছে।

হ্যাঁ। আজ সকালেই কাগজে দেখলাম যে আপনি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন।

সে হাসল। হাসিটা ঠাণ্ডা, তিক্ত হাসি। পড়েছেন? মনে হয় না কাগজে পড়ার আগে আপনি কোনদিন আমার নাম শুনেছিলেন। দশ বছর ধরে আমি এই কাজ করছি। এটা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয় যে, প্রথম নাম প্রচারের সুযোগ পেলাম তখনই, যখন যে লোক আমাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছিল। সে নিজেকে মেরে ফেলল, কারণ সে এতই বোকা ছিল যে এর চেয়ে ভাল কিছু করতে সে জানত না।

সে হঠাৎ পিছন ফিরে ওভস মোবাইল গাড়ির দিকে ফিরে গেল। আমি সেখানেই তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে গাড়িতে বসে উল্টো দিকে গাড়ি চালাল। আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে বালি ও ধুলোর ঝড়ের মধ্যে জোরে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

০১.

দুপুরের খাবারটা স্যান্ডউইচ দিয়ে সেরে বাংলোর দিকে ছুটলাম। লাঞ্চার সময় অনেক কিছুই ভাবছিলাম। দুর্ঘটনাটা যে একটা গোলমালে ব্যাপার এই বিশ্বাস মনে ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছিল। আমি নিশ্চিত যে লুসিলি দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটিয়েছিল সেটা আমাকে মিথ্যা বলেছে। ঘটনাস্থল দেখার পর ব্যাপারটা আরও জটিল মনে হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, লুসিলি ও'ব্রায়ানকে তার দিকে আসতে দেখে গাড়ির গতি কমাতে না পেরে সে সোজা তার দিকে গাড়ি চালিয়েছিল। এইরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে কোন জুরির কাছেই কোন রকম করুণা পাবার আশা করতে পারে না। সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে কেন তার এত আগ্রহ অবাক লাগছিল আমার।

বর্তমান সমস্যা হচ্ছে। ক্যাডিলাকটা নিয়ে আমি কি করব। পুলিশ যদি সেরকম খুঁটিয়ে সার্চ করতে থাকে, তবে সিবোর্নের গ্যারেজে তারা গাড়িটাকে দেখতে পাবে।

পুলিশের বড়কর্তা ঘোষণা করেছেন যে, দুর্ঘটনার পর যদি কারও গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে অবিলম্বে থানায় রিপোর্ট করতে হবে এবং কিভাবে গাড়ির ক্ষতি হয়েছে তা জানাতে হবে।

ভাবছিলাম। এই নিয়মের মধ্যে দিয়ে কোনরকমে বেরিয়ে আসা যায় কিনা। গ্যারেজের দরজায় যদি গাড়িটাকে চালিয়ে সোজা গিয়ে ধাক্কা দিই এবং তারপর পুলিশকে ফোন

করে জানাই যে, গাড়িটা এরকম ভাবে ড্যামেজ হয়েছে। তবে তারা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? কিন্তু গাড়ির পাশে গভীর ক্ষতের দাগদুটোর সঙ্গে তো এর কোন সঙ্গতি নেই। এবং এই দাগ দুটো পুলিশের মনে সহজেই সন্দেহের উদ্রেক করবে।

যাই হোক মোটামুটি আমি এই নিয়েই চিন্তা করতে লাগলাম। সদর দরজার তালা খুলতে খুলতে তখন এটা নিয়ে ভাবছিলাম, সেই সময় টেলিফোন বাজতে শুনে লাউঞ্জে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

মিঃ স্কট?

ওয়াটকিনসের গলার স্বর চিনতে পারলাম। আশ্চর্য, কি কারণে সে ফোন করতে পারে।

হ্যাঁ কথা বলছি।

মিঃ আইকেন আপনাকে ফোন করতে বলেছেন, স্যার। তিনি বললেন যে সম্ভবতঃ এখনও আপনি বাড়িতেই আছেন। যদি আপনি সময় করতে পারেন, তবে একবার এখানে এলে মিঃ আইকেন খুব খুশি হবেন।

কিন্তু এখন আমার গলফ ক্লাবে বিশ্রাম নেওয়ার কথা। আমাকে ফোনে পাওনি একথা কি তাকে বলতে পার না?

বলতে পারি স্যার। কিন্তু মিঃ আইকেনের কথার ধরনে মনে হল, ব্যাপারটা খুব জরুরী। যাই হোক, যদি মনে করেন...

না, ঠিক আছে। আমি আসছি। তিনি এখনই দেখা করতে চান?

তিনি আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন স্যার।

ঠিক আছে। এখনই বেরিয়ে পড়ছি, বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

আয়নায় তাকিয়ে দেখলাম আমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, দু চোখে সন্ত্রস্ত ভাব।

লুসিলি কি নার্ভাস হয়ে তাকে সব বলে দিয়েছে? সে কি নিজের কথা আগে বলেছে?
কোন গণ্ডগোল না হলে এমন হঠাৎ জরুরী তলব করবেন কেন?

গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল, কোন বৃদ্ধ মহিলা বিছানার নিচে শব্দ শুনলে যে
রকম আতঙ্কগ্রস্ত হন, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকম।

আইকেনের বাড়ির সামনের অলিন্দে দাঁড় করানো ধূসর রঙের বৃহৎ কনভারটিবল
গাড়িটার পাশে আমার গাড়িটা রেখে উপরে উঠতে লাগলাম।

উপরের ধাপটায় উঠেই সামনে চাইতে আইকেনকে পাজামা ও ড্রেসিংগাউন পরে একটা
লাউঞ্জের চেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখলাম, একটা কম্বলে পা দুটো ঢাকা। তার পাশে চওড়া
কাঁধের একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন আমার দিকে পিছন ফিরে।

আমার বুকটা কাঁপছিল এবং স্নায়ুগুলো যেন অসাড় হয়ে আসছিল। তার মুখে কোমল
স্মিত হাসি দেখা দিল আমাকে স্বাগত জানাতে। আমি একটু নিশ্চিত হলাম। আমার
ওপর চটে থাকলে, তার এমন হাসিমুখ থাকত না।

এই যে স্কট, তুমি কি গলফ খেলতে গিয়েছিলে?

অন্য লোকটি ফিরে চাইল তখনই চিনলাম, টম হ্যাকেট সেই লোকটা, যে দুর্ঘটনার রাতে লুসিলি ও আমাকে বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল, সিবোর্নের অনুরাগী টম হ্যাকেট।

সে দরাজ হাসিতে হাতটা বাড়িয়ে দিল, হ্যালো আবার তবে দেখা হল। আর. এ. বলছিলেন, আপনি নাকি নিউইয়র্ক অফিসের হেড হয়ে যাচ্ছেন?

আইকেন বিরক্ত হয়ে বললেন। বস, বস, তুমি কি গলফ খেলতে যাচ্ছিলে?

ওয়াটকিনস যখন ডাকল তখন প্রায় যাবার মুখে, বলতে বলতে হ্যাকেটের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

অত্যন্ত দুঃখিত খেলতে যেতে বলেছিলাম, সত্যিই তাই চেয়েছিলাম কিন্তু হ্যাকেট এসে পড়ায় মনে হল তার সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া উচিত।

হ্যাকেটের দিকে চাইলাম ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না তবে মনে হয় গোলমালে কিছু নয়।

হ্যাকেটের দিকে চেয়ে আইকেন হেসে বললেন। এই ছোকরা খুব পরিশ্রম করে। আমি সপ্তাহের শেষে ওকে ছুটি নিতে বলেছিলাম। গলফ খেলতে ও সুন্দরী মেয়ে খুঁজে নিতে বলেছিলাম। তুমি এভাবে হাজির হয়ে সব পণ্ড করে দিলে।

হ্যাকেট হেসে, তা মনে করবেন না। সে হয়ত গলফ খেলার সুযোগ পায়নি কিন্তু অন্য জিনিসটি থেকে বঞ্চিত হয় নি। কি, তাই না?

আমি কোনরকমে হাসি বজায় রাখলাম।

আইকেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। আচ্ছা? ওর সম্বন্ধে তুমি কি করে জানলে?

ঠিক আছে। ছোকরার একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে, তাই না? ব্যাপারটা হচ্ছে স্কট, আমি নিউইয়র্কের ব্যবসায় কিছু টাকা খাটাতে চাই। যখন আর, এ. বললেন যে, ওখানকার অফিস তুমিই চালাবে। তখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছা হল। এই জন্যেই আর কি, তাই না আর. এ.?

আইকেনের মুখটা ভার হয়ে উঠলে তিনি যথেষ্ট নরম সুরে বললেন। হ্যাঁ তাই। যাই হোক ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। হ্যাকেট প্রায় হাজার দশেক ডলার ব্যবসায় খাটাতে চায়। সে চাইছে যে, তুমি তার টাকা পয়সার ব্যাপারে দেখাশুনা করবে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়।

হ্যাকেট আমাকে বললেন, তুমিই উপযুক্ত লোক। কিন্তু দু একটা ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে নিশ্চয়ই মনে কিছু করবে না?

না, না। আনন্দের সঙ্গেই বলব।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

এগুলো তোমার ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন প্রশ্ন নয়। অফিসের বাইরে কে কি করে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। যতক্ষণ না সে কোন গণ্ডগোল বা কেলেংকারীতে জড়িয়ে পড়ছে।

একটা সিগারেট বার করে তা ধরাবার সময়ে নিজেকে আড়াল করলাম।

আশা করি, তুমি কোন কেলেঙ্কারীর সঙ্গে যুক্ত নও।

আইকেন অধৈর্য হয়ে বলল, স্কটের এ ধরনের কোন ব্যাপার নেই। তুমি নিশ্চয় মনে কর না যে, স্ক্যাভালের সঙ্গে জড়িত কোন লোককে আমি চাকরি দিই, নয় কি?

আমি নিশ্চিত যে তুমি তা করনা-হ্যাকেট সামনে ঝুঁকে আমার হাঁটুতে একটা টোকা মারল। আমি ছেলেমানুষি করতে ভালবাসি। তুমি এর কোন গুরুত্ব দিও না। এখন, আমাকে তোমার পড়াশুনার বিষয়ে কিছু বলবে কি?

আমি নিশ্চিত জানি যে সে কোন কিছু জানে বা সন্দেহ করে। আমার সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখেছিল। সে যে লুসিলি, তা কি সে আন্দাজ করতে পেরেছিল?

শিক্ষাগত যোগ্যতা বললাম। পরে আমার কর্মজীবন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হল। নিউইয়র্কের অফিস কিভাবে চালাব ভেবেছি, কতজন কর্মচারীর প্রয়োজন হবে, অফিস কোথায় হবে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করল। সব শুনে তাকে সন্তুষ্ট মনে হল।

তুমি পারবে। তুমি ঠিক রোজারের ধাঁচের লোক এবং আমার পক্ষে আশাতীত। তাছাড়া বিশ হাজার ডলার ব্যবসায় লাগাবে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আইকেন মাথা নাড়লেন ।

মাইনে ছাড়া মোট আয়ের শতকরা পাঁচভাগ পাবে?

হ্যাঁ ।

হ্যাকেট কিছুক্ষণ ভেবে, ঠিক আছে । শর্ত খুবই ভাল, স্কট আশা করি তুমি ভাল মুনাফা করবে । কখন টাকাটা দিচ্ছ?

পরের বৃহস্পতিবার ।

ঠিক আছে, রোজার । আমার চেকও ঐ সময়ে পাবে । ঠিক আছে?

আমার পক্ষেও ভাল হয় । আমি ও ওয়েস্টারকে দিয়ে সব বন্দোবস্ত করে রাখব । তুমি ওকে চেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, ভাল লোক । হ্যাকেট উঠে দাঁড়াল । ঠিক আছে, আমরাও স্কটকে গলফের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না । আমার স্থির বিশ্বাস তুমি চাকরিতে উন্নতি করবে । তোমার উন্নতি কামনা করি । হাত বাড়িয়ে দিল ।

ধন্যবাদ । তার সঙ্গে করমর্দন করে আইকেনের দিকে চাইলাম, যদি তাই হয়...

আইকেনকে নিচে রাস্তার দিকে চাইতে দেখে চুপ করে গেলাম ।

আইকেন বললেন, এ আবার কি ঝামেলা?

আমিও সে দিকে চাইলাম।

একটা নীল রঙের গাড়ি, মাথায় যার লাল সংকেত আলো এবং সাইরেন বসানো দ্রুত বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি শক্ত হলাম।

গাড়িতে চারজন পুলিশের লোক বসেছিল।

.

০২.

ধূসর রঙের দোমড়ান মোচড়ান পোশাক এবং হালকা টুপি পরা এক দীর্ঘকায় তোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তার মাংসল মুখ কঠিন এবং রোদে পোড়া। তার চ্যাপ্টা নাকের দুপাশে জঙ্গুলের চিহ্ন দেখেই মনে হচ্ছে এ ভীষণ কড়া মেজাজের সন্দিক্ত প্রকৃতির পুলিশের লোক।

আমি ও হ্যাকেট যখন রেলিং-এ ঝুঁকে দেখছিলাম সে উপরে চেয়ে আমাদের দেখল। এবং ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল।

উর্দি পরা দুজন পুলিশ গাড়িটার দু-পাশে এসে দাঁড়াল এবং ড্রাইভার গাড়ীর ভেতরেই রইল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সাদা পোশাকের লোকটিকে আমাদের কাছে আসতে দেখে ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। সব দাগী আসামীই যে ভাবে পুলিশের দিকে চায়। আমিও ভাবছিলাম সে আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে।

আইকেনের সামনে এসে বলল, শহরের পুলিশ বাহিনীর ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট বলছি। ক্যাপ্টেনের অভিবাদন নেবেন। আপনার সহযোগিতা কামনা করি।

কি ব্যাপার? ক্যাপ্টেন কি চান? -একেবারে হতভম্ব হয়ে বললেন।

ঐ যে চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা সম্ভবত আপনি সকালের কাগজে পড়েছে। ক্যাপ্টেন শহরের প্রতিটি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখতে চান সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা। মিঃ আমরা শুধু একবার দেখে নিতে চাই।

আইকেনের মুখ গম্ভীর। গাড়ি দেখতে চান? এটা কি ভাবতে পারছেন না যে আমার সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই?

হ্যাকেট রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখে কৌতূহল প্রকাশ পাচ্ছিল।

ওয়েস্ট মাথার পিছনদিকে টুপিটা আরও ঠেলে দিল। তার কপালটা ঘামে চকচক করছিল।

না, স্যার আমরা সে সব ভাবিনি। তবে আমরা শহরের প্রতিটি গাড়িই, চেক করে দেখছি। আপনার ড্রাইভার আছে। এমনও হতে পারে যে সে গতরাতে আপনার কোন

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

গাড়ি ব্যবহার করেছিল। নিশ্চিত বলছি না, তবে একবার দেখে নিলেই হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন অবশ্য বলেছেন যে আপনি আপত্তি করলে যেন আপনাকে বিরক্ত না করা হয়।

আইকেন রেগে বললেন, আমার ড্রাইভার গতরাতে কোন গাড়ি ব্যবহার করেনি।

ঠিক আছে স্যার, ক্যাপ্টেন জোর করতে বারণ করেছেন। তবে ড্রাইভার না করলে অন্য কেউ ব্যবহার করে থাকতে পারে।

আমার পা ভাঙ্গার পর আমার একটা গাড়িও বাইরে যায় নি। আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন।

আমার এই কাজ। যদি আপনার গাড়ি দেখাতে আপত্তি করেন, ঠিক আছে। আমি চলে যাচ্ছি এবং ক্যাপ্টেনকে একথাই বলব।

আইকেন যেন ফেটে পড়লেন এবং হ্যাকেটের দিকে চেয়ে, কথা শোন আমাদের টাকার যে কিভাবে অপব্যবহার হয় এটি তারই উদাহরণ। চারটে গাড়ি পরীক্ষা করতে চারজন লোক। আমি সুলিভানকে লিখে সব জানাব। একটা বোকা লোক গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে, তার জন্য এত হট্টগোল।

হ্যাকেট বিনীতভাবে বলল, ড্রাইভার থামেনি। এই অফিসারকে তুমি দোষ দিতে পার না। রোজার উনি ওর ডিউটি করছেন।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ঠিক আছে, যান, আমার গাড়ি পরীক্ষা করুন। আমি মিথ্যা বলি না। আমাদের কর বাবদ দেওয়া টাকার এইভাবে অপব্যবহার করুন। যান! এখুনি এখান থেকে চলে যান।

ওয়েস্ট বলল, ধন্যবাদ। আপনার গ্যারেজ কোথায় দয়া করে বলবেন?

আইকেন আমার দিকে চেয়ে, গ্যারেজটা কোথায় জান?

জানি।

তাহলে এই ভদ্রলোককে নিয়েগিয়ে দেখিয়ে আনতে পারবে? ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। দেখবে ওর লোকেদের অন্য কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে। কেবল লক্ষ্য রাখবে যে আমার ড্রাইভারকে বিপদে ফেলার মত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ সেখানে নেই।

আমরা সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে এলাম যেখানে উর্দিপরা লোকগুলো ছিল। ওয়েস্ট তাদের দিকে মাথা নাড়ল। যখন তাদের চোখের আড়ালে এলাম ওয়েস্ট শান্ত গলায় বলল, আপনি কি এই লোকটার কাছে কাজ করেন?

হ্যাঁ।

আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা। আমার ধারণা ছিল আমাদের ক্যাপ্টেন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ লোক। এখন দেখছি এই আইকেনের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না।

আমরা পন্ডিয়াক ও বুকটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওয়েস্ট থেমে গাড়ি দুটোর দিকে চাইল।

এ দুটো কার জানতে পারি?

সিবোর্নের গাড়ি লাইসেন্সের টিকিটটা সরিয়ে সেখানে আমার টিকিটটা আগেই আটকে রেখেছিলাম কিন্তু জানতাম ইচ্ছে করলে সে লাইসেন্সের টিকিটের সঙ্গে গাড়ির নাম্বার মিলিয়ে দেখতে পারে তাহলেই সর্বনাশ। গাড়িটা ধার করা তাও বলতে ইতস্ততঃ করলাম।

পন্টিয়াকটা আমার। বুকটা মিঃ হ্যাকেটের যাকে উপরে দেখলেন।

ওয়েস্ট গাড়ি দুটোর চারপাশে পাক দিয়ে আচ্ছা গাড়ি দুটোর নিশ্চয়ই কোন গুণ্ডগোল নেই তাই না? আপনি বললেন না যে পন্টিয়াকটা আপনার?

হ্যাঁ।

আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে পারি। আমাদের লোকেরা তাহলে আপনার কাছে যাবে না। আপনার নাম কি?

বললাম।

ছাপা ফর্মের একটা প্যাড সে হাতের উপর তুলে নিল এবং লিখতে শুরু করল।

ঠিকানা?

বললাম।

সে গাড়িটার দিকে চেয়ে আরও কিছু লিখল। পরে কাগজটা প্যাড থেকে ছিঁড়ল।

ক্যাপ্টেন এইভাবে সার্টিফিকেট দিতে চান। মনে হতে পারে যেন উকুন বাছা হচ্ছে। এই সার্টিফিকেটের বলে আপনার গাড়ি আজ থেকে বিপদমুক্ত। যদি ফেণ্ডার বেঁকে যায় বা গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের কাছে আর রিপোর্ট করার দরকার হবেনা। কেউ কিছু বললে সার্টিফিকেটটা দেখাকেন। ঝামেলা কিছু নেই, এই ভাবে আমরা শহরের সব গাড়িই পরীক্ষা করে দেখছি। সার্টিফিকেটটা নিয়ে নিলাম।

হারাবেন না। অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন।

না হারাব না। সার্টিফিকেটটা যত্ন করে পকেটে রাখলাম যেন দশলক্ষ ডলারের বিল রাখছি।

ওয়েস্ট বলল, ক্যাপ্টেনের আইডিয়া খুব সুন্দর। এই জন্যেই তিনি ক্যাপ্টেন। অবশ্য কোন কাজ করেন না। আমি বলতে চাইছি যে আমি ক্যাপ্টেন হলে এরকমটা করতাম না। এখন পুলিশের সবলোকই সেই হত্যাকারীর খোঁজে ঘুরছে। প্রত্যেকটি পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঘুরে গ্যারেজ দেখছে। রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করছে। আমাদের ক্যাপ্টেন কেমন জানেন? পত্রিকায় যেসব পুলিশের খবর বার হয় তিনি তাদেরই মত একজন। তিনি আত্মপ্রচার চান। প্রেসের কাছে যে টুকরো খবরটা আজ সকালে তিনি দিয়েছিলেন, পড়েছেন? ও'ব্রায়ানের ব্যাপারে। আপনার কাছেই বলছি, ও'ব্রায়ান ছিল পুলিশ বাহিনীর সবচেয়ে খারাপ লোক, ভীষণ কুঁড়ে সবসময় এক কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। সে ঘুষ নিত

এবং একটু আধটু ব্ল্যাকমেলও করত। পুরোপুরি বদমাশ ছিল, ক্যাপটেন তা জানত। গত সপ্তাহে ও'ব্রায়ান বলল এইবার সে ক্যাপ্টেনের হাত থেকে নিস্তার পাবে। উল্টে লোকটা নিজেই গাড়ি চাপা পড়ল। জানেন, এ কয়দিনে কতটুকু ঘুমিয়েছি? এক ঘণ্টা দশ মিনিট, তাও আবার গাড়িতে বসে বসে। আজ একটু ঘুমোবার সময় পেলে ভাগ্যবান মনে করব।

শুনতে শুনতে ভাবছিলাম কোন পুলিশ অফিসারকে এভাবে কথা বলতে শুনিনি। কিছুটা হতভম্ব হয়েছিলাম।

ওয়েস্ট তার সাদা দাঁত বার করে ঠোঁট চেপে ধরল।

খুব সিরিয়াসলি কথাগুলো ধরবেন না মিঃ স্কট। মাঝে মাঝে আমি এভাবে কথা বলি। এতে বেশ ভালোই লাগে। যদিও জানি ও'ব্রায়ান ভাল লোক ছিল না তবুও যে লোকটা হত্যা করেছে তাকে খুঁজে বার করা আমার খুব ইচ্ছা। হয়ত কিছুটা সময় নেবে তবে আমরা তাকে খুঁজে বার করবই—সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে জুতোসুষ্ঠু পা দিয়ে চাপা দিয়ে বলল। এবার চলুন, আপনার বসের গাড়ি দেখা যাক। এই নয় যে গাড়িগুলো নিয়ে কিছু করার আছে। তবে আমাকে একটা ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে হবে। কোথায় গাড়িগুলো আছে?

সুইমিং পুলের ধারে, কাছেই।

সুইমিং পুল, অ্যাঁ? দারুণ বড়লোক। আপনি বড়লোকের কাজ করতে ভালবাসেন, মিঃ স্কট?

চাকরি যেমন নিতেও পারি তেমনি আবার ছাড়তেও পারি ।

হ্যাঁ, সেইটাই একমাত্র উত্তর । লোকটানরাধমও হতে পারে । কমিশনারেরও চোখে একইরকম দৃষ্টি দেখেছি । টাকার জন্য লোকে নিজেকে ক্ষমতামতালী মনে করে । আমি এধরনের ক্ষমতামতালী লোকেদের পছন্দ করি না । টাকা পয়সাওয়ালা মানুষেরা যে পথে চলে, যখন চলে সবসময়ই নিজেদের ভার, অন্যদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে ।

মোড়টার বাঁক নিতেই চার গাড়ির গ্যারেজ ও সুইমিং পুলটার কাছে এসে পড়লাম ।

লুসিলি সুইমিং পুলের ড্রাইভ বোর্ডে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । আমাদের দিকে পাশ ফিরে থাকতে আমাদের দেখতে পায়নি । একটা সাদা বিকিনি পরেছিল যেটা লোককে দেখা যায় না এমন দেহের অংশকে কোনরকমে আড়াল করে রেখেছিল । শরীরের অন্যান্য অংশগুলো সোনালী দেখাচ্ছিল, তার ঘন বাদামী চুল কাঁধে ছড়িয়ে ছিল । এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা করেছিল যে আমি ও ওয়েস্ট থমকে দাঁড়লাম যেন হঠাৎ একটা শত্রু দেয়ালের সামনে এসেছি ।

সে পায়ের গোড়ালির উপর ভর করে হাত দুটো উপর দিকে তুলে বোর্ড থেকে লাফ দিল ।

মনোরম ভঙ্গীতে ডিগবাজী খেয়ে সে জলে এসে পড়ল । চুলগুলোদুপাশেভাসিয়ে চিংসাঁতার কেটে বাঁধানো সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ।

আচ্ছা ওয়েস্ট বলল ।

সে টুপি সরিয়ে রুমালটা নিয়ে কপালের ঘাম মুছল লুসিলিকে উঠে আসতে দেখে। তার সোনালী চুল থেকে জল পড়ছিল এবং সাদা বিকিনিটা গায়ের উপর এমনভাবে চেপে বসে ছিল মনে হচ্ছিল যেন দ্বিতীয় কোন চামড়া।

সে কেবিনে ঢোকা পর্যন্ত আমরা দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম।

ওয়েস্টের শক্ত মুখটা দুর্বোধ্য হাসিতে ভরে উঠল। ওর মেয়ে?

মিসেস আইকে।

মিসেস আইকেন?

হা।

আপনি বলতে চান ঐ পাকা বুড়োটার বৌ?

হা, মিসেস আইকেন।

সে শিস দিতে দিতে বলল, বয়স কুড়ি বছরের বেশি বলে মনে হয় না।

এটা অবশ্য আমার দোষ নয়।

ঠিক, ঠিক। আপনার দোষ নয়। আচ্ছা লোকটা নিশ্চয়ই টাকার জোরে বিয়ে করেছে, তাই না?

বলতে বলতে সে আমাকে ছেড়ে গ্যারেজের ভিতরে ঢুকল।

রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম।

লুসিলি কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। তার কোমরে লাল রঙের বেল্ট পরনে প্যান্ট ও পায়ে চটি। হাতে ছিল কম্বলে তৈরি বিকিনির অংশ দুটো এবং সে আমাদের দিকেই আসছিল।

সাবধান করে না দিলে ওয়েস্টের সামনে কিছু বোস বলে ফেললে ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে বুঝতে পেরে তার দিকে ছুটলাম।

চেয়ে দেখলাম ওয়েস্ট গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসছে। ওয়েস্ট গ্যারেজের দরজাবন্ধ কয়ছিল, আমি পা ফেলে তার কাছে এলাম।

এই লোকটা পুলিশ অফিসার, তাড়াতাড়ি বললাম। সে তোমার খোঁজে আসেনি। গাড়ি পরীক্ষা করতে এসেছে। ভয় পাবার কিছু নেই। এভাবে আসা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু সময় ছিল না। যাই হোক এখন হয়তো মূর্ছা যাবে।

চোখ মুখ দেখে, তার বয়স অনেক বেশি দেখাচ্ছিল।

ওয়েস্টের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, আমাদের দিকে আসছে এবং উপস্থিত হল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে দাঁড়াল আমার পাশে এসে, এবং লুসিলির দিকে চেয়ে ছিল।

লুসিলিও তার দিকে চাইল যেন একটা খরগোস একটা সাপের দিকে চেয়ে আছে।

ওয়েস্ট বলল, শুভ সন্ধ্যা, মাদাম। আমি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখছিলাম, আশা করি পড়েছেন...আর বেশি কথা সে বলতে পারল না।

হঠাৎ লুসিলি পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল। তবে জোরে জোরে হাঁটছিল।

ফিরে দেখছিল ওয়েস্ট, ছুটে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা দুজনে কথা বলতে পারলাম না।

বেশ মেজাজি, আঁ, সে বলল, বদ-খেয়ালি, তাই না?

পুলিশ অফিসার ওর কাছে আর এমন কি? স্বাভাবিক ভাবে বললাম, বড়লোকের বৌ তো।

ঠিক রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতে সে বলল, এটা ওর অভ্যাস। বুঝতে পারছি না কি হয়েছিল। মুখের রং পালটাতে চলেছেন?

তাই বুঝি?

ওয়েস্ট আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

হ্যাঁ, রং পালটেছিল। যেন পুতুল। এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে ঐ বুড়ো আইকেনকে বিয়ে করা মানে জীবনটা নষ্ট করাই মনে হয়।

কর্কশ স্বরে বললাম, তোমার যদি এতই কষ্ট হয় তবে মেয়েটাকে গিয়ে বল না।

আমার চাকরিটাকে পছন্দ করি না বটে তবে হারাতেও চাই না। ওর কি কোন প্রণয় আছে, আপনি কি মনে করেন?

ওকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

ইচ্ছা হয় তবে মনে হয় না আমাকে বলবে। সে কি কোনদিন আইকেনের গাড়ি ব্যবহার করেছে? কোনটাকে কি কোনদিন ভাঙ্গা চোরা অবস্থায় দেখেছেন?

না, ড্রাইভার ভালভাবেই রাখে। দেখলে সম্ভবতঃ সেই দেখবে।

ও ব্যবহার করে কিনা এটা দেখা অবশ্য আপনার কাজ নয়। কিন্তু তার যদি ড্রাইভার পারমিট না থাকে তবে উত্তর হবে সে নিশ্চয়ই গাড়ি ব্যবহার করে না।

ওয়েস্ট আড়চোখে আমাকে দেখে, ওর কোন ড্রাইভিং পারমিট নেই। এর অর্থ এই নয় যে ও গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে বাইরে বার হয় না। অনেকেই এ রকমটি করে। কি করে জানলেন যে ও গাড়ি চালাতে জানে না?

মনে হয় ওকেই জিজ্ঞেস করা ভাল। এতে আপনার কিসের দরকার?

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

দেখুন ভাই, মনে কিছু করবেন না। আমার কাজই হচ্ছে প্রশ্ন করা। আমি পুলিশের লোক। যখন অস্বাভাবিক কিছু ঘটে আমরা ভাবি কেন এমনটি হল। ভাবছি আমাকে দেখে কেন সে বিবর্ণ হল। সুন্দর চেহারার মেয়েকে বাগে আনতে পুলিশের চেয়ে তোমরা চোমরা লোকের দরকার কিন্তু সে সত্যিই কেমন হয়ে গেল। কেন? কি এমন ঘটল? বিবেক যদি দংশন না করে তবে পুলিশের লোক দেখলে মুখ ফ্যাকাশে হতে পারে না।

আমি কি করে জানব?

ঠিক। আপনি কি করে জানবেন?

ওয়েস্ট আইকেন যেখানে ছিলেন সে দিকে চলল। কিছুটা দূরত্ব রেখে আমিও পিছন পিছন চললাম।

চারটি গাড়ির জন্য আইকেনের নামে সে চারটি সার্টিফিকেট দিল।

আইকেন সেগুলো নিয়ে টেবিলে ছুঁড়ে দিল। ওয়েস্ট হ্যাকেটকেও তার গাড়ির জন্য একটা সার্টিফিকেট দিল।

মনে হয় সব ঠিক আছে। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ, স্যার। নিস্তব্ধ পদক্ষেপে সে নিচে নামল।

আমার মনে হয় এসব হচ্ছে করদাতাদের টাঁকার যথেষ্ট অপব্যবহার। যতসব ঝামেলা..আইকেন গর্জন করলেন।

হ্যাকেট ভুরু কুঁচকে বলল।

তুমি কি তাই বল? যে লোকটা পুলিশটাকে মেরেছে ওরা তাকেই খুঁজছে। ওদের কাছে এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তারা জানে হত্যাকারীর গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়িটা খোঁজার ব্যাপার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটাকে তারা খুঁজে বার করবেই যেটার কোন সার্টিফিকেট নেই। তখন তারা হত্যাকারীকেও বার করতে পারবে। আচ্ছা, আমরা তোমার গলফ খেলায় বাধা দিচ্ছি। আমাকেও যেতে হবে। আইকেনের দিকে চেয়ে। বৌটা ভেবে খুন হবে আমি আবার কোথায় গেলাম। তাহলে আর. এ. আমাদের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট আনন্দের হবে, কি বল? বলেই সে আইকেনের সঙ্গে করমর্দন করল।

আইকেন বললেন, সব কিছুই স্কটের উপর নির্ভর করে।

হ্যাকেট আমার কাঁধ চাপড়ে, ও ঠিকই বলেছে। বেশ। আমি এবার যাই। পায়ের দিকে লক্ষ্য রাখবে আর. এ.। যত শীঘ্র ভাল হবে ততই মঙ্গল।

হ্যাকেট ও আমি আমাদের গাড়ির দিকে যেতে যেতে হ্যাকেট বলল, আমার হোটেলে আসতে ভুলবে না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে যথেষ্ট আনন্দ পাব।

বাঃ খুব সুন্দর। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে আর. এ. চান প্রতিরাতেই আমি তার কাছে আসি ফলে সময় পাই না।

হ্যাঁ, আমি তার ব্যবস্থা করব। তবু সময় করার চেষ্টা করবে। পন্টিয়াকের দিকে চেয়ে, দেখছি এখনও তুমি জ্যাকের গাড়িটা ব্যবহার করছ।

হ্যাঁ, তবে বেশিদিন করতে হবে না। শীঘ্রই আমার গাড়ি ফিরে পাব।

গাড়িটার কি হয়েছে বললে?

তেল পড়ে যাচ্ছে।

সে মাথা নেড়ে, গাড়িগুলো বড় বিপদে ফেলে। এখানে আসার আগে আমার গাড়ির গ্যাসকেট। ভেঙ্গে যায়। প্রত্যেক গাড়িই কিছুদিন পরে পরে গণ্ডগোল করবে।

আমি নিশ্চিত যে একটা অপ্রীতিকর মুহূর্তের সামনে পড়তে হবে।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে বলল, আর. এর স্ত্রীকে দেখেছ?

আমি, আমি দেখেছি।

আমিও দেখেছি। প্রায়ই ভাবি আর, এ. কেন তাকে বিয়ে করল। সে আসলে একজন যুবকের উপযুক্ত। আর.এ. তার পক্ষে যথেষ্ট বয়স্ক। যখন এই বয়সের মেয়ে তার চেয়ে প্রায় চল্লিশ বছরের বড় বুড়োকে বিয়ে করে তার আশেপাশের সমস্ত যুবককে সে বিপথগামীকরে। কেন যে তোমাকে কথাগুলো বলছি বুঝতে পারছি না। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে অবশ্য নষ্ট হবে না।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমার হাত চাপড়াতে চাপড়াতে সময় পেলেই আমাদের ওখানে যেতে ভুলবে না। আজ এই পর্যন্ত। আশাকরি আবার শীঘ্র দেখা হবে। গাড়ির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে চলে গেল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখলাম।

বুঝতে পারলাম গতকাল রাতে আমার বাংলায় লুসিলিকে দেখে সে চিনতে পেরেছিল। তাই উপদেশের ভঙ্গিতে আমার মুখে যেন বিপদের লাল আলো ফেলছিল।

জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে পন্টিয়াকের ভিতরে বসলাম। সামনে ঝুঁকে উইন্ড-স্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে সামনে চেয়ে স্টার্টারের বোতাম টিপে জোরে গাড়ি চালিয়ে বাংলোর দিকে ছুটলাম।

শেষে পাব্বেদ

০১.

অনেক কিছু চিন্তা করছিলাম বিকেলবেলায়। হ্যাকেটের ইঙ্গিত উদ্বেগের কারণ হলেও বিপদের কারণও হবে। আসল সমস্যা ক্যাডিলাকটার ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়াই ভাল। যদি কোনমতে একবার মেরামত করে নিতে পারতাম তাহলে অন্য সমস্যাগুলো সহজ হত।

সন্ধ্যের পরেই মনেহল কাজটা আমি খুব সহজেই করতে পারি। ওয়ালেট থেকে লেফটেন্যান্ট ওয়েস্টের দেওয়া সার্টিফিকেটটা বার করে পরীক্ষা করে দেখলাম। সমস্যার সমাধান সে নিজেই আমাকে করে দিয়েছে।

ফর্মটা পূরণ করতে গিয়ে সে কেবল লাইসেন্স নম্বরটাই লিখেছে। কিন্তু কোন কোম্পানির গাড়ি তা লেখেনি। পন্টিয়াকের নম্বর প্লেটটা যদি ক্যাডিলাকে লাগিয়ে মেরামতের জন্য স্থানীয় গ্যারেজে নিয়ে যাবার পথে যদি কেউ বাধা দেয় তবে সার্টিফিকেটটা আমার সমস্যার সমাধান করবে।

সার্টিফিকেটটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়েছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না সমাধান এত সহজে হবে। একমাত্র বিপদ ছিল যদি কোন পুলিশের লোক গাড়ি থামিয়ে লাইসেন্স ট্যাগের সঙ্গে নম্বর প্লেটটা মিলিয়ে দেখে। সে ক্ষেত্রে ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু ঝুঁকি একটা নিতেই হবে।

নম্বর প্লেটটা সন্ধ্যের আগে পালটাতে যাওয়া বিপজ্জনক। সন্ধ্য হতে তখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে সেই সময়ে ব্যাপারটা লুসিলিকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া ভাল। সে ওয়েস্টের আকস্মিক আবির্ভাবে ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। একটা উপায় যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন তাকে সম্পূর্ণ নার্ভ হারাতে দেওয়া ঠিক নয়।

আইকেনের বাড়িতে ফোন করতেই লুসিলি ধরল।

চেস বলছি। শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ, কি ব্যাপার?

তোমাকে বলতে চাই যে আমি একটা উপায় পেয়েছি। মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

নীরবতার মধ্যে তার দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ, তুমি কি তাই মনে করেছ?

হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। দুজনেই ঝামেলা থেকে রেহাই পাব।

কেমন করে?

ফোনে বলা ঠিক হবে না। তোমার আর চিন্তার কোন কারণ নেই। সেটাই জানাতে চাইছি।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

তুমি এখন বিশ্রাম নিতে পার। ব্যাপারটা সহজভাবে নেবার চেষ্টা কর।

ঠিক আছে বলে লাইন রেখে দিল।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে তার ব্যবহারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। আশা করেছিলাম, সে খুশি হবে এবং দুশ্চিন্তা ছাড়বে। কিন্তু মনে হল সে কিছুটা হতাশ হয়েছে।

বারান্দায় বসে এইসব চিন্তা করছিলাম আর সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সাড়ে আটটার আগে আশানুরূপ অন্ধকার হল না।

সোজা সিবোর্নের বাড়ি এলাম পন্টিয়াকটা নিয়ে।

পন্টিয়াকের নম্বর প্লেটটা খুলতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। টর্চের আলোয় কাজ করতে হচ্ছিল। স্কুগুলোতেও মরচে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত প্লেটটা খুলে পন্টিয়াকের সামনের দিকে এসে দেখলাম। সামনের প্লেটটার স্কুগুলোতে বিশ্রীভাবে মরচে পড়েছে। সেগুলো খুলতে প্রায় লড়াই করতে হল।

গাড়ির নিচে প্রায় অর্ধেক শরীর ঢুকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে যখন মরচে-পড়া স্কুগুলো খুলতে ব্যস্ত ছিলাম তখন বাইরে মৃদু পায়ের শব্দ পেলাম।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

স্প্যানারটা তখনও হাতে, ভয়ে হিম হয়ে গেলাম। অন্ধকারে ক্যাডিলাকের ইঞ্জিনের দিকে চাইলাম। কানদুটো খাড়াকরেচুপকরে শুয়েছিলাম। বুকটাকাঁপছিলমনেহচ্ছিল তবেকি মনের ভুল।

আর কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে ভাবলাম বাইরের কোন গোলমালের শব্দ কানে এসেছিল। আবার স্কুগুলো খুলতে লাগলাম।

শেষ টা প্রায় খুলে এনেছি তখন গ্যারেজের দরজায় খট করে শব্দ হল।

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। যেখানে শুয়েছিলাম সেখান থেকে একটা কপাটের নিচের অংশ দেখা যায়। সেটা ক্রমশঃ খুলে আসছে।

শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে গাড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। সামনের বাম্পারের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার আগেই আলোটা নিভে গেল। তারপরেই গ্যারেজ ঘরের দরজা হাট করে খুলতে শুনলাম। এত ভয় পেলাম যে তাড়াতাড়ি গাড়ির নিচ থেকে বেরিয়ে এলাম।

পন্টিয়াকের নম্বর প্লেটটা হাতে নিয়ে যেই দাঁড়াবার চেষ্টা করছি অমনি একটা চোখ ধাঁধানো তীব্র আলো আমার উপর এসে পড়েই আবার চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

হতবুদ্ধি হয়ে প্রস্তর মূর্তির মত গুটিসুটি হয়ে বসে রইলাম। কারও ছুটে পালাবার শব্দ পেয়েই আমার বুদ্ধি কাজ করল। ব্যাপারটা কি হতে পারে বুঝতে পারলাম।

ফ্ল্যাশলাইট ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে কেউ আমাকে অনুসরণ করেছিল এবং পন্টিয়াকেরনম্বর প্লেটটা হাতে নিয়ে ভাঙ্গা চোরাক্যাডিলাকটার পাশে যখন হামাগুড়ি দিয়ে বসেছিলাম সেই অবস্থায় আমার ছবি তুলে নিয়েছে।

রাগে ও ভয়ে নম্বর প্লেটটা ফেলে দিয়ে গ্যারেজের বাইরে ছুটে এলাম।

ফটোগ্রাফ নেওয়া লোকটা রাস্তার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। তার পায়ের শব্দে মনে হল পলাতক একজন পুরুষ। কোন মহিলার পক্ষে এত জোরে ছোটা সম্ভব নয়।

তার পিছনে ছুটলাম কিন্তু চাঁদের আলো না থাকায় ছোট্টর অসুবিধা হচ্ছিল।

রাস্তাটা আমি চিনতাম। জানতাম কয়েক শ গজ দূরে আমার বাংলোর ওপারে ফুলের চারাগাছ ও পামগাছের একটা বাগান আছে। বাগানটার ওপারে ভোলা রাস্তা বড় রাস্তা পর্যন্ত। রাস্তার দুপাশে ছিল বালির ছোট ছোট স্তুপ। ফলে কোন আড়ালের সৃষ্টি হয়নি।

এত জোরে আগে কখনও ছুটিনি। ফুলের চারাগাছ ও পামগাছের সারির কাছে এসে কোন শব্দ পেলামনা। বুঝতে পারলাম লোকটারাস্তা থেকে পালিয়ে কোন চারাগাছের পেছনে লুকিয়েছে।

নিঃসন্দেহ যে, এই লোকটাই আজ সকালে আমাকে ও লুসিলিকে ফোন করেছিল। এই লোকটাই ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে। সে আমার একটা ছবি নিয়েছে যার জন্য দশ বছরের শাস্তি হতে পারে। কিছুতেই তাকে পালিয়ে যেতে দেবনা। যদি তাকে শেষ করে দিতে হয় তাও করব।

ফ্ল্যাশলাইটটা কেন যে সঙ্গে আনলাম না। চারিদিক এত অন্ধকার। লোকটা আমার সামনে কোথাও লুকিয়ে আছে। কোন রকম শব্দ না করে এগিয়ে চারাগাছের বাগানটায় এলাম। নিশ্চিত ছিলাম নোকটা এখানেই আছে। কিন্তু আলো ছাড়া তাকে বার করা বেশ কঠিন।

কিছুটা পথ হেঁটে শব্দ শোনার জন্য দাঁড়ালাম। কিন্তুনা, কোন শব্দ নেই। হামাগুড়ি দিয়ে আমার মতই ভয় পেয়ে হয়তো কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে।

অন্ধকারে আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ পায়ে কিছু একটা ঠেকতেই চমকে দ্রুত নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। অন্ধকারে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম এবং একটা মুখের উপর আমার হাত পড়ল। চারাগাছ থেকে মানুষের একটা অস্পষ্ট চেহারা উঠে আসতে দেখলাম। পিছু হটে ঘুষি পাকালাম কিন্তু দেরী হয়ে গেছে।

একটা কিছু খুব জোরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত দুটো তুলে মাথা বাঁচাবার ভঙ্গিতে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। কঠিন কিছু একটা ঘাড়ের উপর এসে পড়তে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে পড়লাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাথার উপর ভয়ানক আঘাত পেলাম।

নির্জন শূন্য অন্ধকারে লুটিয়ে পড়লাম।

০২.

অনেক দূরে ঘড়িতে নটা বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। ঘণ্টা বাজার মিষ্টি মৃদু শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে এল। শব্দটা খুব পরিচিত। বুঝলাম লাউঞ্জ বারান্দায় বোলান আমার নিজের ঘড়িটার শব্দ শুনছি।

চোখ খুললাম। হাতুড়ি পেটানোর একটা জোর শব্দ তখনও মাথার মধ্যে পাচ্ছিলাম।

নিজের সোফায় শুয়েছিলাম। মাথার পেছনদিকে হাত রাখতেই ফোলা জায়গাটা ও রক্তের শুকনো দলাটার উপর হাত পড়ল। কয়েক মিনিট পরে উঠে বসে চারিদিকে চাইলাম।

সমস্ত আলোগুলো জ্বালান ছিল। পাশে ছোট একটা টেবিলে আমার সবচেয়ে ভাল হুইস্কির একটা বোতল ও একটা পাত্রে কিছুবরফ ছিল। এই হুইস্কি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য এনে রেখেছিলাম। প্রায় সিকি ভাগ ফাঁকা।

আস্তে বাঁ দিকে চাইলাম। কিছু দূরে একটা চেয়ারে একজন লোককে বসে থাকতে দেখে, তার অস্পষ্ট চেহারা দেখেই বুঝলাম এই লোকটাই আমাকে ও লুসিলিকে ফোন করেছিল। পন্টিয়াকটার নম্বর প্লেটটা পালটাবার সময় আমার ছবি তুলেছিল এবং আমার মাথায় আঘাত করেছিল।

আবার চোখ বন্ধ করে কয়েক মিনিট চুপ করে রইলাম। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উল্টো দিকে বসে থাকা লোকটার দিকে চাইলাম।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ধীরে ধীরে তার মুখটা স্পষ্ট হল। সুন্দরবলিষ্ঠ চেহারা। বয়স প্রায় তেইশ চব্বিশ, ফরসা গায়ের রং, গায়ের চামড়া তামাটে। গ্রীসিয়ান নাক, নীল চোখ এবং সরু গোঁফ? সুন্দর মাথার উপর চুলগুলো গুছিয়ে সাজানো। অবশ্য মেয়েদের কাছে আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

পরনে ছিল নীল স্পোর্টিং স্যুট এবং পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো, হাতে সোনার ভারী ব্রেসলেট তাতে ঘড়ি লাগানো ছিল। ডানহাতে ছিল হুইস্কির গ্লাস। আমার দিকে চেয়ে হাসতে মনে হল ছুটে গিয়ে একটা ঘুষি বসিয়ে দিই।

এই যে, শয়তান, বেশ উৎফুল্লভাবে সে বলল। আমি কি জোরে আঘাত করেছি?

মারটা বেশ জোরে হয়েছে।

সে বললো, মদ খাবে?

তুমি কে? এখানে কি করছ? গর্জন করে উঠলাম।

সামনের দিকে পা বাড়িয়ে সে বলল, একটু আলাপ হওয়া দরকার। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে চলেছে। আমার নাম রস, বন্ধুরা অসকার বলে। আলাপ করার ইচ্ছে আছে নাকি?

ইচ্ছে হচ্ছে তোমার দাঁতগুলো ঘুষি মেরে মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দিই, উঠে বললাম।

তোমাই দোষ দিতে চাই না, তবে তোমার অবস্থায় পড়লে আমি এসব চেষ্টা করতাম না। তোমার চেয়ে বড় মাতব্বররা ভেবেছিল আমাকে জব্দ করতে পারবে। কিন্তু হাল ছাড়তে হয়েছিল। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব নষ্ট না হয় যেন। সোজাসুজি লেনদেনের ব্যাপার। আমি কোন জিনিস বিক্রি করতে চাই, আর তুমি সেটা কিনতে চাও। একেবারে সোজা ব্যাপার।

লুসিলি তবে ঠিকই বলেছিল যে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হচ্ছে। রস-এর দিকে সোজাসুজি চাইলাম। লোকটা কি ভয়ংকর হতে পারে ভাবছিলাম। প্রথমেই জানা দরকার সে ঘটনার কতটুকু জানে। তারপর ঠিক করব কি করতে হবে।

কি বিক্রি করবে ভাবছ?

এখান থেকে কাছেই সুন্দর সমুদ্রতীর আছে সেখানে ছেলেমেয়েরা একটু আমোদ করতে যায়। সেখানে লুকিয়ে থাকার মত একটু জায়গা আছে। টাকার দরকার হলে, সেখানে গিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকি, গতরাতে অবশ্য ভাগ্য ভালই ছিল। এক বড় বিজ্ঞাপন কোম্পানির মালিকের স্ত্রীর সঙ্গে সেই অফিসেরই এক কর্মচারী বালির উপর কিছু একটা করছিল, মনে হল, সে হয়ত চাইবে না যে সেখানে কি হচ্ছিল, বলে দিই তার মনিবকে বরং কিছুটাকা খরচ করতে রাজি হবে। এই ভাবেই বছরের বিভিন্ন সময়ে অনেক রসিক লোককে পাকড়াও করি। এতে আমার দু পয়সা হয়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, এটা ব্যবসা নয়। আসলে কথা দিয়ে কথা রাখা।

সে মাথা নাড়ল।

ঠিক সমস্ত ব্যাপারটা ধামা চাপা দিতে সকলেই গোটা পঞ্চাশেক করে দেয়। আমি তোমার কাছে বেশি চাই না কিন্তু সেই সঙ্গে গাড়ি দুর্ঘটনাও আছে। বিজ্ঞাপন মালিকের স্ত্রীর দিকে তুমি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলে তাতে সে ভয়ে তোমার গাড়ি নিয়ে পালায়। পুলিশের একটা লোককে চাপা দেয়। নিশ্চয়ই সব কাগজে পড়েছে। ওর চাপা দেওয়ার দু মিনিট পরেই আমি সেখানে হাজির হই। সে থামেনি, তোমার গাড়িটা ভেঙেচুরে দুমড়ে গেছে। নম্বর প্লেট পালটানোর আইডিয়াটা চমৎকার। কিন্তু আমিও ফ্ল্যাশলাইট ও ক্যামেরা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। আমার ক্যামেরায় এখন একটা ছবি আছে তোমাকে আর মেয়েটাকে দশবছর শ্রীঘরে রাখবে। তুমি যদি তা না যেতে চাও এবং মেয়েটাকে পাঠাতে না চাও তবে আমিও তোমার কাছে বেশ মোটা টাকা পাবার আশা করতে পারি।

বুঝতে পারলাম বেশ বড় রকমের ঝামেলায় পড়েছি।

এই শয়তান, এতটা মুষড়ে পড়লে কেন? আর যাই হোক টাকা কেবলই টাকা। টাকার চেয়ে জীবনে বড় জিনিস আর কি আছে। আর লাখ টাকা নিয়ে জেলে থাকলে জীবনে ফুর্তি করবেকখন? আমারও টাকার বেশ দরকার। আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে। এক দফায় টাকা মিটিয়ে দাও। নগদ মিটিয়ে দাও, আমিও কোনদিন আর তোমার মনিবকে বলতে যাব না যে তার বৌ-এর সঙ্গে ফুর্তি করে তুমি তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছিলে। ছবিটাও আর পুলিশের লোকের কাছে পাঠাবার দরকার হবে না। কি বল?

তাহলে আরও পাবার জন্যে তুমি ফিরে আসবে।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সে দাঁত বার করে হাসল। তা নিশ্চয় তোমাকে অবশ্যই একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। কিন্তু বেশ মোটা কিছু যদি ছাড় তবে তোমাকে একদম ভুলে যেতে পারি।

কত টাকা?

তিরিশ হাজার মত তোমাদের দেওয়া উচিত। লুসিলির কিছু হীরার গহনা আছে। আমার ধারণা সেগুলোর কিছু কিছু তুমিও হাতিয়ে নিয়েছ। ঠিক আছে। তিরিশ হাজারই কথা রইল। তোমারও সস্তাতেই সব মিটে গেল।

পাগল! আমার এত টাকাই নেই। ছবিটা পাঁচ হাজার দিয়ে কিনতে রাজি আছি—আর এক পয়সাও বেশি নয়।

সে হুইস্কি শেষ করে। বাঃ, সুন্দর স্কচ। টাকা জোগাড় করতে তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি। আমি তোমাকে ফোন করে বলে দেব কোথায় টাকাটা জমা দিতে হবে। নগদ তিরিশ হাজার কিন্তু।

বলছি তো আমার অত টাকা নেই। পাঁচ হাজার অবধি দিতে পারি।

ছেলেমানুষী কোরো না। ভেবে দেখ। এই বাংলোটা বিক্রি করলে পনের হাজার মিলবে। লুসিলিও কিছু দিতে পারবে। দুজনে মিলেমিশে একটা ব্যবস্থা কর। টাকাটা কিন্তু এক

দফায় দিতে হবে। বার বার আসতে পারব না। আমি আর ফিরে আসছি না শোন। আমি যখন গভীর জলে ছিপ ফেলি তখন নিশ্চিত জানি যে বঁড়শিতে মাছ গাঁথবেই। হয় মেয়েটাকে নিয়ে জেল খাটো নয়তো তিরিশ হাজার টাকা জোগাড় করার ব্যবস্থা কর। বৃহস্পতিবার ফোন করে জানব কতদূর কি করলে। আমার কি করা উচিত আমি জানি। তবে তুমি যা ভাবছ আমার চিন্তাধারা সেরকম নাও হতে পারে। তবে তোমার মধুর স্বপ্ন নষ্ট হতে দিও না। টাকাতে কি আসে যায়? তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে দুঃখিত তবে এটার জন্যে তুমিই দায়ী। আবার আমাদের দেখা হবে। আজ চলি, পানীয়ের জন্যে ধন্যবাদ।

আমি তার দিকে চাইলাম সেদরজার দিকে গেল। মাথার যন্ত্রণায় বেশ অসুস্থ বোধ করছিলাম।

সে বলল, ব্যাপারটা হালকা ভাবে নিও না। কিছু সময় নিতে পার। এটা অবশ্য স্বাভাবিক একটা কিছু উপায় বেছে নেবে কারণ তুমি এখন বঁড়শিতে গাঁথা, পরে আরও ভালভাবে বুঝবে যে বঁড়শিটা ভিতরে গিয়ে শক্তভাবে আটকে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই সে চলে গেল। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনলাম।

টলতে টলতে গিয়ে ক্যাবিনেট থেকে একটা গ্লাস বার করে কড়া হুইস্কি ঢালোম। সেটা খেয়ে বাথরুমে এসে ঠাণ্ডা জলের কলটা খুললাম। মাথাটা তার নীচে রাখলাম। বেশ আরাম হচ্ছিল। আর এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরলাম।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ভাবছিলাম তাহলে ব্ল্যাকমেলের চেহারাটা এই রকম। রস বলছিল বঁড়শিটা বেশ ভালভাবেই গেঁথেছে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই। দেখাই যাক তার কথামত বঁড়শিটা কতদূর গিয়েছে।

অনেক চিন্তার পরে মনে হল বঁড়শিটা সত্যিই বেশ গভীরে ঢুকেছে। যে দিকেই যাই না কেন ধরা পড়বে। যদি আইকেনের কাছে গিয়ে সত্যি কথা বলি, তিনি আমাকে বার করে দেবেন। পুলিশকে সত্যি কথা বললে, তারা লুসিলিকে চেপে ধরবে। যদি কোন রকমে তিরিশ হাজার ডলার জোগাড় না করতে পারি, তবে আমার ভরাডুবি নিশ্চিত, বিশেষ করে নিউইয়র্কের চাকরীটা যাবে।

তাহলে এখন আমার কি করা কর্তব্য?

একটি মাত্র পথ আছে তাতে শুধু যে মুক্তি পেতে পারি তাই নয়, রসকেও ধরিয়ে দিতে পারি। তাহলে সে আমার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হয় তাকে পাকড়াও করতে হয় নতুবা নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে হয়।

এখন আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ক্যাডিলাকটাকে নিরাপদে সরিয়ে রাখা।

সাড়ে নটা বাজে, সাম লোথারকে ফোন করলাম। সে একটা গ্যারেজের মালিক। আমার গাড়ির মেরামতির কাজ সে-ই করে।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সাম, এত রাতে ফোন করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু ক্যাডিলাকটা নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছি। একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে। তোমার কাজের চাপ কেমন? তাড়াতাড়ি মেরামত করে দিতে হবে।

মিঃ স্কট, আপনার যদি খুব তাড়া থাকে তবে কাজটা এখনই হাতে নিতে পারি। আমার এখানে কয়েকজন লোক আছে গাড়িটা এলেই ওরা সেটা মেরামতের কাজে লেগে যাবে। বুধবারেই হয়তো গাড়িটা পাবেন কিন্তু কথা দেওয়ার আগে গাড়ির ক্ষতির পরিমাণটা একবার দেখতে চাই।

অনেক ধন্যবাদ সাম। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটা নিয়ে আসছি।

ঠিক আছে কিন্তু একটা কথা মিঃ স্কট। গাড়ির ধাক্কা খাওয়ার খবরটা পুলিশের কাছে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে। আমার উপর পুলিশের কড়াকুম আছে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ছাড়া কোন গাড়ির কাজ যেন হাতে না নিই। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই একথা পড়েছেন। আপনি কি একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারেন?

ইতিমধ্যেই সার্টিফিকেট জোগাড় করেছি। ঘটনাটা ঘটা মাত্রই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করি। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সার্টিফিকেট দেয়।

বাঃ, চমৎকার। তাহলে গাড়িটা নিয়ে আসুন। আমি লোকগুলোকে কাজে লাগিয়ে দেব।

নম্বর প্লেটটা পালটানো হয়েছে। তা হয়ত সে ধরে ফেলতে পারে, কিন্তু ঝুঁকি তো একটা নিতেই হবে। একটা অজানা গ্যারেজে যাওয়ার চেয়ে তার ওখানে অনেক অবাস্তুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

বাংলাতে তালা লাগিয়ে প্রায় পৌনে এক মাইল পায়ে হেঁটে সিবোর্নের বাড়ি এলাম পন্টিয়াকটা যে ভাবে রেখে গিয়েছিলাম সেভাবেই রয়েছে।

মাথাটা দপদপ করছিল তবুও ভিতরে ঢুকে সামনের নম্বর প্লেট লাগানোর কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নিলাম। শুকনো রক্তের দাগগুলো তুলতে হবে। যদি সত্যিই কোনদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় তবে আমার অনুকূলে যে সব সাক্ষ্য আছে সেগুলি আমি মুছে ফেলতে চাই। এক বালতি জল এনে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেললাম। তারপরে ক্যাডিলাকটা রাস্তায় এনে পন্টিয়াকটা গ্যারেজে ঢোকালাম। গ্যারেজে তালা লাগিয়ে গাড়ি নিয়ে বড় রাস্তায় এলাম।

রাস্তা জনহীন ছিল বলা চলে। একটা হেডলাইটেই গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। যে কয়েকটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল তাদের একটা আলোর দিকেনজর পড়েছেবলে মনেহলনা। সামের গ্যারেজে সোজা চলে এলাম।

স্বল্প আলোকিত টিনের বড় ছাউনির নিচে গাড়ি নিয়ে এসে দেখলাম, সাম দুজন মেকানিকের সঙ্গে কথা বলছে।

দীর্ঘ, সুগঠিত সাম বেরিয়ে এসে করমর্দন করে বলল। গুড ইভনিং, মিঃ স্কট। নিশ্চয়ই আপনি গাড়িটা জোরে ধাক্কা মেরেছেন।

হা। মেয়েদের গলা জড়িয়ে জোরে গাড়ি চালালে এ রকমটা হয়।

সে দাঁত বার করে হেসেবলে জানি। বলে দিতে হবেনা। নিজেরও অনেকবার হয়েছে। মেয়েরা অনেক সময় সর্বনাশ ডেকে আনে। আমার মনে হয় এক সপ্তাহের আগে সারানো সম্ভব হবে না।

মেকানিকরা গম্ভীর মুখে গাড়িটা দেখছিল। গাড়ির প্যানেলটা পরীক্ষা করে সাম বলল। এই দাগ দুটো গর্ত হয়ে গিয়েছে। তোমরা কাজে লেগে যাও দরজাটা খুলে গর্তটা মেরে দিয়ে আবার লাগাবে। মিঃ স্কট, পুলিশের সার্টিফিকেটটা এনেছেন?

ওয়ানেটটা বার করার জন্য যখন পকেটে হাত দিলাম দূরে একটা মোটর সাইকেল এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। পুলিশের একজন লোক গ্যারেজের বাইরে এসে দাঁড়াল।

সাম, এক সেকেন্ড বলেই পুলিশের লোকটির কাছে গিয়ে এই যে টিম কি ব্যাপার?

একটা ভাঙাচোরা গাড়ি দেখছি?

হ্যাঁ, হা। মিঃ স্কট ওঁর ক্যাডিলাকটা নিয়ে এসেছেন। একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিলেন।

পুলিশের লোকটি কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ক্যাডিলাকটার দিকে এগিয়ে ভাঙ্গা হেডল্যাম্পটা দেখছিল।

ইতিমধ্যে আমিও খানিকটা ধাতস্থ হয়ে, ওয়ালেট থেকে সার্টিফিকেটটা বার করে তার দিকে এগিয়ে বললাম।

গাড়িটার ক্ষতি হওয়ায় আমার কাছে সার্টিফিকেট আছে, লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট আমাকে দিয়েছেন।

সে ঘুরে হাতটা বাড়িয়ে দিল। তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলাতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন। কিন্তু আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম।

সে সার্টিফিকেটটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে নম্বর প্লেটটা দেখে আমার সার্টিফিকেটটা দেখল। টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে মুখে বাতাস টেনে গাল দুটো ফুলাল।

লেফটেন্যান্টের সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়েছিল?

তিনি মিঃ আইকেনের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি মিঃ আইকেনের কাছে চাকরি করি। লেফটেন্যান্ট আমার ও মিঃ আইকেনের গাড়ি দেখে সার্টিফিকেট দেন। সাম আমাকে চেনে। সে আমার গাড়ি প্রায়ই মেরামত করে। আমার গলার স্বর কাঁপছিল।

গাড়িটার এমন দশা কেমন করে হল?

গাছে ধাক্কা মারি।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সাম হেসে বলল, মিঃ স্কট একটি মেয়ের সঙ্গে ফুর্তিকরছিলেন। ওঁরবয়সেআমি নিজেও আমোদ স্ফুর্তি করেছি। অবশ্য গাড়ির ক্ষতি হলে সোজা কোন গ্যারেজে গিয়ে মেরামত করে নিতাম।

সার্টিফিকেটটা আমাকে দিতে দিতে পুলিশের কর্মচারীটি কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল আমার ইচ্ছা হচ্ছে আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে। আপনিও কাউকে চাপা দিতে পারতেন।

হা জানি। লেফটেন্যান্টও একই কথা বলেছিলেন। তাকে বলেছি আর কোনও দিন এ রকম হবে না। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম।

বুঝতে পারলাম সে এই নিয়ে কিছু একটা করতে চাইছিল, কিন্তু ওয়েস্টের নাম বলাতে আর কিছু করতে সাহস পাবে না।

ভবিষ্যতে আর কখনও করবেন না, বলে সামের কাছে গিয়ে বলল, ভেবেছিলাম ও'ব্রায়ানকে হত্যা করেছে যে লোকটা তাকে ধরে ফেলব। গাড়িটা দেখেছে এমন একজন ড্রাইভারের কাছে খবর পেলাম। ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। বলে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেল।

সাম চোখ টিপে বলল। ভাগ্যে তাড়াতাড়ি লেফটেন্যান্টের কথা বলেছিলেন নইলে মাথামোটা লোকটা হয়ত ঝামেলায় ফেলত।

আমি তাকে সার্টিফিকেটটা দিলাম।

তোমার কি এটা দরকার হবে?

হা হবে। বলে সাম সার্টিফিকেটটা পকেটে পুরল। আপনাকে কি একটা গাড়ি ব্যবহার করতে দেব, মিঃ স্কট?

পেলে খুব ভাল হয়।

বুইকটা নিন। শুক্রবারের মধ্যেই ক্যাডিলাকটা মেরামত হয়ে যাবে। বাড়ি ফেরার পথে বুইকটা এখানে নিয়ে আসবেন, ক্যাডিলাক তৈরী থাকবে।

ধন্যবাদ জানিয়ে বুইকে চড়ে বড় রাস্তার দিকে ছুটলাম।

তখন এগারটা বাজতে বিশ মিনিট। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ঝামেলার জন্য তখনও বুকটা কাঁপছিল তাই নির্জন বাংলায় যেতে ইচ্ছে হল না। শহরের দিকে গাড়ি চালালাম।

একটা বারে এসে ঢুকলাম। নতুন আইডিয়া মাথায় আনার জন্য আমি এবং জো অনেক সময় এখানে এসে মদ খেতাম।

বারের মালিক বয়স্ক, মোটা, হাসিখুশি। সে আমাকে দেখে হাত তুলে অভিবাদন জানাল। আমরা তাকে স্লিম বলতাম।

টুলে বসতে বসতে বললাম ডবল স্কচ।

তখন বারে মাত্র চারজন লোক ছিল দূরে এক প্রান্তে।

স্লিম বলল, এখনই আনছি মিঃ স্কট । আজ আপনার দেরী হয়েছে ।

হ্যাঁ । তা হোক, কাল তো রবিবার ।

তা অবশ্য সত্যি, রবিবার আমার প্রিয় দিন । চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটার শেষ খবর শুনেছেন?

না, নতুন কিছু?

রেডিওতে বলল, মাত্র মিনিট দশেক আগে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে বড় রাস্তা ধরে সমুদ্রের তটের দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল । যেখানে দুর্ঘটনা ঘটে সেই দিকেই তারা যাচ্ছিল । পুলিশ তাদের থানায় আসতে বলেছে । পুলিশ সন্দেহ করছে ও'ব্রায়ানকে যে গাড়িটা চাপা দিয়েছিল তারা সেটা দেখেছে অথবা নিজেরাই চাপা দিয়েছে ।

অনেকক্ষণ ধরে হুইস্কিতে চুমুক দিলাম ।

তাই বুঝি?

বাজি রেখে বলতে পারি তারা থানায় আসবে না । একজন মহিলা নিশ্চয়ই সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে যায় নি । তারা নিশ্চয়ই চাইবে না যে তাদের নাম খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হোক ।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সত্যি কথা। যে লোকটা চাপা দিয়েছে তাকে ধরার জন্য পুলিশের লোকেরা নিশ্চয়ই আশ্রয় চেষ্টা করছে।

হ্যাঁ, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন প্রহসন মনে হচ্ছে। দিনের প্রতি সেকেন্ডে প্রায় একজন লোক মারা যায়। কিন্তু পুলিশের লোক বলে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে।

হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অসকার রস নামে কোন লোককে তুমি চেন?

হ্যাঁ, চিনি। মাউন্ট ক্রেস্টায় লিটনট্যাভার্ননাইটক্লাবেরবারম্যান। আপনি তাকে চেনেন, মিঃ স্কট?

না, কে একজন বলছিল শহরের সবচেয়ে ভাল বারম্যান। আমি ভাবছিলাম তার এমন কি বিশেষত্ব আছে।

নিশ্চয়ই কোন মহিলা আপনাকে বলেছে। শহরের সবচেয়ে ভাল বারম্যান! খুব বড় বড় কথা। তাছাড়া এ কাজ সে শখে করে। মার্ভিনি যা তৈরি করে একটা বেড়ালেও বমি করে উগরে দেবে। তার কি আছে জানেন, আসলে তার আছে রূপ। মেয়েরা দলে দলে তার পাশে আনাগোনা করে। তাছাড়া বিশেষ কোন গুণ নেই। আমি হলে এই বারে তাকে নিতাম না। বিনা পয়সায় কাজ করলেও না।

লিটল ট্যাভার্ন? আচ্ছা। ওখানে ডলোরেস লেন গান করে না?

ঠিক বলেছেন। সেখানে না গিয়ে আপনার অবশ্য ক্ষতি হয়নি। কারণ চোখের ঘুম হারাবার মত মেয়েটার কিছু নেই।

সে কি পুলিশের যে লোকটা মারা গিয়েছে, তার বাগদত্তা ছিল না?

হ্যাঁ, ঊকই বলেছেন। এমনও হতে পারে যে ংটা সংবাদপত্রের বানানো গল্প। নাইট ক্লাবের গায়িকা। কেন ংকজন পুলিশকে বিয়ে করবে?

হুইস্কি শেষ করে। ঊকই বলেছেন। অবশ্য খবরের কাগজে যা পড়ি তার ংর্ধেকটা আমি বিশ্বাস করি। ঊক ংছে। ংমাকে ংবার বাড়ি ফিরতে হবে। যাচ্ছি ফ্লিম।

মাঝে মাঝে আপনার দেখা পেলে খুশি হব, মিঃ স্কট। সপ্তাহের শেষটা ংনন্দে কাটাবেন নিশ্চয়ই।

ংকটা সিগারেট ধরালাম বুইকে বসে। ংবলাম তাহলে রস ও ডলোরেস ংকই নাইট ক্লাবে চাকরি করে। সত্যিই তো ম্লিমের কথাই ঊক, নাইট ক্লাবের গায়িকা কেন পুলিশের লোককে বিয়ে করতে যাবে? ব্যাপারটা ংকটু তদন্ত করে দেখা দরকার।

ঠিক করলাম লিটল ট্যাবার্ন নাইট ক্লাবটা ংকবার ঘুরে দেখে ংসি।

স্টার্টারে চাপ দিয়ে রাতের রাস্তায় মাউন্ট ক্রেগারের দিকে গাড়ি ছুটালাম।

নবম পরিচ্ছেদ

০১.

লিটন ট্যাভার্ন নাইট ক্লাব রাস্তার ঠিক মোড়ে, ভিতরে ঢোকান পথটা ঘোরানো নানা রঙের নিয়ন আলোয় সাজানো। জমকালো সাজে এক দারোয়ান বসে আছে। গাড়ি দাঁড় করানো জায়গা দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিলাম।

নাইট ক্লাবের দরজায় আসতেই দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে তার টুপিতে হাত ঠেকাল।

একটা সাজানো ঘরে এসে ঢুকলাম। টুপি ও কোচান পোশাক পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার অনাবৃত হাঁটু দেখা যাচ্ছিল। নিতম্ব দুলিয়ে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে সাদা দাঁতগুলো বার করে হাসল। আমার মাথায় টুপি নেই দেখে তার হাসির বহর কমে গেল। বুঝলো যে আমার কাছে ডলার বকশিশ পাবার আশা নেই। শরীরের গঠনের সঙ্গে তার ও মেরিলিন মনরোর অনেক সাদৃশ্য আছে।

ছাদের ঝোলান আলোর লাল কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে হাল্কা নীল আলোয় ভরা জায়গায় এলাম। সেটা একটা বার।

ঘরটা বেশ বড়, শেষের দিকে ঘোড়ার খুরের মত দেখতে একটা বার আছে। অসংখ্য টেবিল চেয়ারে শখানেক মানুষ মদ খাচ্ছিল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তাদের একজনও বাতের পোশাকে ছিল না। মেয়েরাও ছিল বিভিন্ন ধরনের, কেউ হয়তো ব্যবসায়ীর সেক্রেটারী। অতীত উপকারের বিনিময়ে রাতে বেরিয়েছে। পেছনের সারিতে নোংরা পোশাকে কিছু যুবতী মেয়ে ছিল যাদের অনেকে পেশাদার। কিছু বয়স্ক মেয়েও ছিল যারা তাদের নাচেরসঙ্গীর আশায় ছিল। পামসিটির যে কোন নিকৃষ্ট নাইটক্লাবের লোকেরা এদের চেয়ে মার্জিত।

দুজন বারম্যান ভীড় সামলাচ্ছিল। তাদের একজনও রসনয়। লোকদুজনকে মেক্সিকো দেশীয় মনে হল।

বারের পিছনেরসকে মদ পরিবেশন করতে দেখলাম। চারপাশেজন দশেক মেয়ে ইচ্ছে করেই আমার দিকে চেয়েছিল। তাদের আস্থানের দৃষ্টি গ্রাহ্য করলাম না।

বারের চারিদিকে ঘুরে দেখে ট্রিপিক্যাল স্যুট পরা এক মোটা লোকের পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। লোকটি রাম খাচ্ছিল বলে মনে হল। তিনভাগই ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

স্কচের অর্ডার দিলাম। বারম্যান যখন মদ ঢালছিল তখন বললাম ক্যাবারে কখন শুরু হবে।

সাড়ে এগারোটায় স্যার, সে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল।

রেস্তোরাঁয় যাবার রাস্তার বাঁ দিকে।

আকাশী সবুজ রঙের পোশাক পরা এক লম্বা রোগা মেয়ে মদ নিয়ে চলে গেল। শ্যাম্পেন খাওয়ার জন্য নাকিসুরে জেদ ধরায় তার বয়স্ক সঙ্গী অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হল। তখন ঘড়িতে এগারোটা বেজে কুড়ি।

অত্যাধিক মদ খেয়ে মোটা নোকটা বোকার মত হেসে বলল, আপনার রোজগারের পয়সা ক্যাবারে দেখে নষ্ট করবেন না। শহরের সবচেয়ে নোংরা জোচ্চোরির জায়গা-অনেকেই একথা বলে।

মেয়ে নেই?

হ্যাঁ, মেয়ে আছে। যদি অবশ্য তাদের মেয়ে বলা যায়।

শুনেছি সেই লেন মেয়েটা নাকি দারুণ জিনিস।

সে খানিকটা রাম এবং লাইম জুস চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, যদি মেয়েটা বাগাতে পারেন তাহলে অবশ্য খুশিই হবে। তবে তাকে বাগানো খুবই কষ্টকর। অবশ্য দুদিন সন্ধ্যায় আমি তার গান শুনেছি অতি জঘন্য গান।

তাহলে এখানকার বিশেষত্ব কি?

সে চারপাশ দেখে নিয়ে খুব কাছে এসে গলার স্বর নামিয়ে বলল, বন্ধু ভেবেই বলছি! উপর তলায় ওদের জুয়াখেলার আচ্ছা আছে। জুয়ার বাজি মারাত্মক প্রায় আকাশছোঁয়া। এসব ঠাট হচ্ছে লোক দেখানো। কথাটা খুব গোপনে রাখবেন ভাই।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমিও তাহলে উপরটা দেখে আসতে পারি ।

উপরে লোক যেতে দেওয়ার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি । কারণ এ সব কিছুই তো বেআইনী ।
ব্লুডের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন, আড্ডাটা সেই দেখাশোনা করে । ইচ্ছে করলে
আমার নাম বলতে পারেন । আমার নাম ফিল ওয়েলিভার ।

ধন্যবাদ । কোথায় তার দেখা পাব?

ভেতরে, বেরিয়ে যেতে যেতে বলল । আমাকে এখন যেতে হবে । বৌ-কে বলে এসেছি ।
আজ রাতে বেড়াতে নিয়ে যাব । পাঁচ মিনিট আগেও কথাটা মনে হয়নি । আর দেরী করা
ঠিক হবে না ।

আমিও ঐ পথে এগিয়ে বাঁ দিকে রেস্টোরাঁটা দেখতে পেলাম । ডিম্বাকৃতি একটা ঘর, লাল
ও গোলাপী আয়না এবং নীল সাজে ঘরটা মৃদু আলোয় আলোকিত । জন ষাটেক লোক
সেখানে ডিনার খাচ্ছিল । তাদের মৃদু গুঞ্জন ও সিগারেটের ধোয়ায় ঘরটা ভরে গিয়েছিল ।

হেড ওয়েটার একজন খিটখিটে রোগা লোক । মাথায় কোকড়া চুল লালচে সোনালি,
ব্যবসায়ী সুলভ হাসি হেসে আমার দিকে এগিয়ে এল ।

আমি ক্যাবারে দেখতে চাই । তবে ডিনার চাই না ।

আচ্ছা স্যার । ড্রিন্ক ও স্যান্ডউইচ লাগবে...?

নিশ্চয়ই । টক হুইস্কি এবং সরষে মাখান মুরগি আর রুটি নিয়ে এস ।

পিছনের সারিতে ব্যান্ডের কাছে আমাকে একটা ছোট টেবিলের সামনে সে নিয়ে এল। আমি বসলাম।

ব্যান্ডের চার রকমের বাজনা ছিল : চারজন বিশালকায় নিগ্রো, একটা ট্রাম্পেট, ড্রাম, ডবল বাস এবং স্যাক্সোফোন।

একটু পরেই ওয়েটার আমার জন্যে মুরগির স্যান্ডউইচ নিয়ে এল। সরষে মাখানো রুটি শুকনো আর মুরগিটা দেখে মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তার জন্ডিস হয়েছিল। স্যান্ডউইচটা ফেলে দিলাম। খারাপটক হুইস্কি অনেকবার খেয়েছি কিন্তু এত খারাপকখনও খাইনি।

প্রায় পৌনে বারোটায় চারজন মেয়ে নাচতে নাচতে ভিতরে এসে ঢুকল। মাতালদের জন্যেই তারা এসেছিল এবং নিয়মিত লোকদের ইশারা করে তারা যত হৈ হৈ করে ঢুকেছিল তার চেয়েও বেশি জোরে নাচতে নাচতে চলে গেল। সেই ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিল, ক্যাবারে হিসাবে এটা জঘন্য।

মাঝ রাতের একটু পরেই ডলোরেস এল। হাতে মাইক্রোফোন। পরনে সোনালী রঙের পোশাক এত জোরে গায়ের উপর চেপে বসেছিল মনে হচ্ছিল যেন চামড়া। আলোর নিচে সেদাঁড়িয়েছিল, দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। দুটো ল্যাটিন আমেরিককান গান গাইল। মাইক্রোফোন ছাড়া কারও পক্ষে তার গান শোনা সম্ভব নয়। সে উদাসীনভাবে গাইছিল যেন জি হয়ে। গানের শেষে অতি নগণ্য পরিমাণ করতালি তার ভাগ্যে জুটল।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে চলে গেল। তার চোখ চকচক করছিল। তারপর সমস্ত জনতা আবার নাচতে শুরু করল।

ওয়ালেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে লিখলাম। আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবেন? আশা করি আজ সকালে পায়ে বালি লাগেনি।

একটা ওয়েটারকে পাকড়াও করলাম এবং তার হাতে কাগজের টুকরো ও পাঁচ ডলারের নোট দিয়ে ব্যবস্থা করতে বললাম।

যখন দ্বিতীয়বার টক হুইস্কি খাচ্ছিলাম ওয়েটার ফিরে এল।

সে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনার সঙ্গে ড্রেসিং রুমে দেখা করবে। ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে যাবেন সামনেই তারকা চিহ্নিত একটা দরজা দেখতে পাবেন।

তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

গ্লাস শেষ করে ওয়েটারের নির্দেশমত এক অদ্ভুত ধরনের গুপ্ত রাস্তা দিয়ে গেলাম।

তারকা চিহ্ন দরজায় টোকা মারতেই মহিলা কণ্ঠে শুনতে পেলাম, ভেতরে আসুন।

দরজার হাতল ঘুরাতেই একটা ছোট ঘরে এসে পৌঁছালাম। ঘরে একটা আলো দেওয়া আয়না, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা কাবার্ড, মেঝেয় শতছিন্ন একটা কার্পেট।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ডলোরেস আয়নার সামনে বসে প্রসাধন করছিল। একটা লাল সিল্কের ওড়না তার শরীরের উপর দিয়ে উরু পর্যন্ত এসেছে। নাইলন মোজায় ঢাকা তার সুন্দর পা দুটো দেখা যাচ্ছিল।

ড্রেসিং টেবিলের উপর অর্ধেক খালি একটা জিনের বোতল। জিন ভর্তি একটা গেলাস পাশে।

সে আয়না দিয়ে চাইল। ভেবেছিলাম, আপনিই হবেন। জিন খাবেন?

না। ধন্যবাদ। এতক্ষণ ইন্সি খাচ্ছিলাম। আপনার জন্য মদ কিনব এটাই ধারণা ছিল।

আয়নায় বুকে একটা ব্রাশ দিয়ে কালো ভুরুর উপর থেকে পাউডারের গুড়ো ঝাড়ল।
কেন?

আপনার গান খুব ভাল লেগেছে। এক বোতল শ্যাম্পেনের সঙ্গে আরও জমত। তাছাড়া আপনার সঙ্গে একটু কথাও বলতে চেয়েছিলাম।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে, জানতে চাই আপনি কে?

সে এখন তিনভাগ মাতাল, তবে ঠিক কাজ না করা বা কথা না বলার মত মাতাল হয়নি।

নাম চেসটার স্কট। বাসস্থান ও কর্মস্থান শহরে।

চেসটার স্কট? কোথায় যেন নামটা শুনেছি?

তাই বুঝি?

কোথায়...আমার গান তাহলে ভাল লেগেছে? তাহলে একটা সিগারেট দিন।

তাকে দিয়ে নিজেও একটা ধরিয়ে নিলাম-গান সুন্দর হয়েছিল তবে ব্যাকগ্রাউন্ড ভাল ছিল না।

জানি। কিভাবে হাততালি দিচ্ছিল লক্ষ্য করেছেন? মনে হয় তাদের হাতে ফোসকা পড়েছে।

শ্রোতারা আপনার উপযুক্ত নয়। বাজে আটিটকেঅবশ্য জনতার যে কোনোঝামেলা পোয়াতে পারে। সমুদ্রের ধারে সকালবেলা কেন গিয়েছিলেন? ঐ সাঁতারের ঘটনার ব্যাপারে নিশ্চয়ই নয়।

জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম।

একজন পুলিশের লোককে বিয়ে করতে আপনি কেন রাজি হয়েছিলেন?

সে ধীরে ধীরে ভাসা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, আমি কাকে বিয়ে করি তাতে আপনার কি?

কিছুই না। তবে আপনার মত মেয়ে পুলিশকে বিয়ে করা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছিল।

সে হেসে বলল, পুলিশের লোক হলেও সে অন্য ধরনের ছিল।

তাই বুঝি? তা বিশেষত্ব কি ছিল?

ওর টাকা ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে পর্দার পিছনে গেল। আপনার টাকাকড়ি আছে, মিঃ স্কট?

তার মাথাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। সে তখন পরনের পোশাকটা খুলে পর্দার বাইরে ফেলে দিল।

বেশি নয়। তবে কিছু টাকাকড়ি আছে।

এই পৃথিবীতে কোনঅর্থআছে। কোন গুরুত্বআছে। এমন জিনিসহচ্ছে টাকা। নইলেকাউকে আমল দিতে নেই। অনেকেই বলে, স্বাস্থ্য আর ধর্মই হচ্ছে জীবনের পরম কাম্য, কিন্তু আমি কেবল টাকাই বুঝি। যদি টাকা না থাকে তবে কোন রকমে একটা ক্ষুর কিনে গলায় বসিয়ে দিন। একটা ভাল চাকরি পাবেননা। বেড়াবার মত জায়গায় যেতে পারবেননা। উপযুক্ত মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবেন না। টাকা না থাকলে আপনি রাস্তার মানুষ, যেখানে কদর্য জীবন যাপন করতে হয়।

পর্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে লাল রঙের পোশাক যাতে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। সে টলতে টলতে ড্রেসিং টেবিলের কাছে এল।

সে মাথায় চিরুণি চালাতে চালাতে বলল, গত দশ বছর ধরে এই কাজ করছি। আমার প্রতিভা ছিল সামান্য। আমার মাতাল দালালটা এরকমভাবে আমার কাছে আসে যে অনন্যর কাছে পাত্তা পাওয়া যায় না। ফলে আমার জীবনটা যে রকম বললাম অনেকটা সেই ধরনের। সুতরাং ঐ লালমুখো পুলিশটা যখন আমার কাছে আনাগোনা শুরু করল তখন তাকে সুযোগ দিলাম কারণ তার টাকাকড়ি ছিল। গত দশবছর ধরে অনেক নাইট ক্লাবে কাজ করেছি কিন্তু কখনও বিয়ের প্রস্তাব আসেনি। শেষে এই পুলিশটাই দিল। যদিও সে রক্ষ নির্দয় ও ভয়ংকর প্রকৃতির, তবুও সে অন্তত বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিছুক্ষণ থেমে আবার জিন খেল। ওর টাকা ছিল, আমাকে অনেক উপহার দিয়েছে। সে ড্রয়ার থেকে একটা অত্যন্ত দামী সুন্দর অলংকার বের করে দেখাল। সে আমাকে এটা দেয় এই উদ্দেশ্যে নয় যে আমি পাওয়া মাত্র জামা-কাপড় খুলতে থাকব। সে আমাকে নরম চামড়ার কোর্ট দিয়েছিল এবং বলেছিল বিয়ের উপহার হিসেবে একটা দামী কোর্ট দেবে। পাম উপসাগরের তীরে তার একটা ভারীসুন্দর বাংলো আছে। বারান্দার সামনে বিস্তৃত সমুদ্র, ঘরগুলোও বিচিত্র : একটা ঘরের মেঝে কাঁচের এবং নিচে আলোর ব্যবস্থা আছে। সে বেঁচে থাকলে আমি তাকেই বিয়ে করতাম যদিও লোকটা ভুল রুচির সে মাথার টুপি পরেই এখানে এসে ড্রেসিং টেবিলের উপর পা তুলে দিত, এবং আমাকে বেবি ডল বলে ডাকত। সে জিনের শেষটুকু খেয়ে, চিরদিনের মত শুদ্ধ হয়ে গেল যখন সে এবং আর্ট গ্যালগানো...সে কাঁদতে শুরু করল, তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, মনে হচ্ছে আমি এখন মাতাল। আপনার কাছে কেন এসব কথা বলছি?

জানি না। লোকে অনেক সময় মনের কথা বলে হালকা হতে চায় তাই হবে। মৃত্যু ছাড়া তার আর কোন গতি ছিল না। তার জন্য আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তাই বুঝি? আমি নিজের জন্যেই দুঃখিত হচ্ছি? আপনার কি বৌ দরকার মিঃ স্কট?

বলতে পারছি না।

আপনার কি দরকার?

আমি জানতে চাই, ও'ব্রায়ান কিভাবে চাপা পড়েছিল?

সে জিনের গ্লাসটা তুলে শূঁকতে লাগল, ভীষণ বাজে জিনিস। যখন গান করি আর আজ রাতের মত হাততালি পাই, তখন এই মদ খাই। ও'ব্রায়ানের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

কিছু নয়। আমি জানতে চাইছি, কেমন করে সে চাপা পড়েছিল?

কোন কারণ নেই। অকারণ কৌতূহল?

কেবল কৌতূহল।

আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

আপনার নাম কি বললেন যেন?

স্কট।

আপনি জানতে চান হ্যারি কেমন করে চাপা পড়েছিল?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন?

পারি বলতে। জিন চুমুক দিল, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিনটা ঢেলে দিল। বলতে পারি।
কিন্তু মিঃ স্কট, আপনার কাছে এর মূল্য কত?

সিগারেটটা ফেলে দিলাম।

টাকায় এর মূল্য কত জানতে চান।

টয়লেটের সামনে গিয়ে সে হাসল। কিন্তু সুন্দর নয়। তাকে কঠিন দেখাচ্ছিল, যেন তার
শরীরটা পাথরে খোদাই করা।

হা, বলতে চাই এর আর্থিক মূল্য কত?

চেসটার স্কট-এখন বুঝেছি আপনি কে! অসকার রস আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে
চাইছে।

একথা ভাবলেন কেন? ভাবলেশহীন মুখে জিজ্ঞাসা করলাম।

শুনতে পাই অনেক জিনিস সেবলল। ব্ল্যাকমেল করা আমি পছন্দ করিনা। আমার টাকা
দরকার, মিঃ স্কট। আমি চেষ্টা করবো অসকার রসের হাত থেকে মুক্তি পান। কিন্তু মূল্য
দিতে হবে, জোর করে নয়। মাত্র পাঁচশ, সে তুলনায় কিছুই নয়।

কি তথ্য?

আপনার কাছে পাঁচশো ডলার আছে মিঃ স্কট?

না কাছে নেই।

আজ রাতে আনতে পারেন?

তা পারি। মনে পড়ল অফিসে আটশো ডলার রেখে এসেছি। আমি ধার নিতে পারি, সোমবার ব্যাংক খুললে জমা দিয়ে দেব। কি করে বুঝলেন যে আপনার তথ্য আমার প্রয়োজনে আসবে?

একটা সিগারেট দিন।

সে সিগারেট ধরাচ্ছিল, তখন তার হাতটা আমার হাতের উপর রাখল।

তার কাছ থেকে সরে গেলাম।

অসকারের হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি, সে বলল।

কি করে আমাকে মুক্তি দেবেন? জিজ্ঞাসা করলাম। মনে হল আমার মাথায় পা দিয়ে সে নিজেই মুক্তি পেতে চায়।

আমি বলে দেব কখন টাকা দিতে হবে, তার আগে নয়। যখন সাপে কামড়ায় তখন তার প্রতিষেধক দরকার। অসকারের কামড় থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি আপনাকে

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

প্রতিষেধক দেব। যদি পাঁচশো ডলারের বিনিময়ে তিরিশ হাজার বাঁচাতে না চান তবে আপনি বোকা। আজ রাতেই কি টাকাটা দিতে পারবেন?

হ্যাঁ, দিতে পারব।

সে বলল, দুটোর পর আমি বাড়িতে থাকব। ম্যাডক্স আর্মসের দশনস্বর ঘরে আমাকে পাবেন। কোথায় আপনি জানেন?

বললাম, জানি।

টাকাটা তাহলে নিয়ে আসুন, মিঃস্কট। আমি আপনাকে প্রতিষেধক দেব। ঠিকদুটোয় আসবেন। আমাকে ট্রেন ধরতে হবে। ঐ মাতালদের কাছে আবার আমাকে গান করতে হবে। পরে তাহলে দেখা হবে।

তার পাশ কাটিয়ে প্যাসেজে এলাম। ফিরে তাকালাম তাকে দেখে মনে হল, সে ভয় পেয়েছে।

সেও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে আমার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিল।

.

০২.

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় দেখলাম একটা কালো রঙের গাড়ি দ্বিতীয় সারি থেকে বেরিয়ে আমার পিছু নিল ।

কালো গাড়িটা আমার পিছনে পিছনে এসে অফিসের সামনে আমার গাড়িটা দাঁড় করাতে ঐ গাড়িটা যখন পাশ দিয়ে চলে গেল তখন ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন ঠেকল ।

পৌনে একটা বাজে । সদর দরজার একটা চাবিআমার কাছে ছিল কিন্তু ভাবলামসদর দরজাটা খুললে অ্যালার্মটা আর বাজবে না । তাই কলিং বেলটা টিপলাম ।

সে উঠে এসে শার্সির ভেতর থেকে দেখে খুলে দিল ।

আশা করি তোমাকে বিছানা থেকে তুলিনি । রবিবারে কাজ করার জন্য কাগজপত্র নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছি ।

ঠিক আছে মিঃ স্কট । আপনি কি অনেকক্ষণ থাকবেন?

পাঁচ মিনিট ।

তাহলে আমি এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করব, আপনি চলে গেলে দরজা বন্ধ করবো । আপনি কি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন?

কিছুনা বলে এলিভেটরের দিকে গিয়ে অফিসের দরজা খুলে আলমারীখুলে ক্যাশবাক্স থেকে পাঁচশো ডলার নেওয়ার জন্য সেখানে একটা স্লিপ রেখে দিলাম ।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

পথে অনেক কিছু ভাবছিলাম। ডলোরেস বলছিল, রসের কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে আমাকে প্রতিষেধক দেবে। এর অর্থ হচ্ছে। সে আমাকে এমন কতগুলো তথ্য দেবে যা দিয়ে আমি রসকে ভয় দেখাতে পারি।

পাঁচশো ডলারের নোটগুলো পকেটে রাখতে গিয়ে ভাবছিলাম যে তথ্যটা কি হতে পারে। ডলোরেসকে কতদূর বিশ্বাস করা যায়। রসও বলেছিল তাকে শহর ছেড়ে যেতে হবে। ডলোরেসও বলেছে শহর ছেড়ে যাওয়ার জন্য তার টাকার দরকার। ও'ব্রায়ানের মৃত্যুতে তাদের কোন পরিকল্পনা কি নষ্ট হতে চলেছে?

একজন সাধারণ পুলিশের কর্মচারীর পক্ষে চামড়ার কোট উপহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়াকাঁচের মেঝেওয়ালা বাংলোর মালিক হওয়ার পিছনে নিশ্চয় কোন গোপন আয়ের পথ আছে। তাহলে সে পুলিশের কাজ করে কেন?

দারোয়ানকে গুডনাইট জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বুইকটা যেখানে ছিল সেদিকে যাবার সময় দেখলাম রাতের উল্টোদিকের দোকানে একটা লোক দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিল। আমি কিছু বোঝার আগেই সে ছায়ার আড়ালে চলে গেল।

বুইকে ফিরে এসে পাম সিটির কোয়ার্টারগুলোর দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে তাকে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কালো গাড়িটার মত তাকে দেখে আবার মনে করতে হয়েছিল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ম্যাডাম আর্মস হচ্ছে ম্যাডক্স অ্যাভিনিউয়ের অল্প শৌখিন পাড়াগুলোর আবাসিক অঞ্চল ।
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পাথরের ইট দিয়ে কোন বাড়ি তৈরি করার পর তাতে আর হাত
না দিলে যেমন দেখায় সেরকম দেখাচ্ছিল ।

একটা অল্প আলোকিত দেউড়িতে এসে দাঁড়লাম । ডান দিকে সারি সারি চিঠির বাক্স,
সামনে পুরনো ধরনের একটা এলিভেটর এবং ডানদিকে একটা ঘরের বাইরে লেখা
দারোয়ান ।

প্রাচীর পত্র থেকে বুঝলাম দশ নম্বর ঘর হচ্ছে চারতলায় । এলিভেটর চেপে ঘড়ি
দেখলাম, দুটো বাজতে তিন মিনিট বাকী ।

একটি ছোট প্যাসেজে এসে দাঁড়লাম । যার দুদিকে দরজা । বাঁদিকেই দশ নম্বর ঘর ।

দরজায় গায়ে লেখা ছিল, মিস ডলোরেস লেন ।

কলিং বেলটা টিপে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম । দরজার পেছনে চলাফেরার শব্দ পেলাম ।
দরজাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে তলার শিকলে এসে আটকে গেল ।

কে? ডলোরেস বলল ।

স্কট । অন্য কে ভেবেছিলেন?

শিকলটা ভিতরে টেনে দেওয়ার জন্য দরজাটা একবার বন্ধ হয়ে তারপরে খুলে গেল ।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

একটা ধূসর রঙের পোশাকের উপর সে হালকা ট্রাভেলিং কোট পরেছিল। তার মুখ গম্ভীর।

ভিতরে আসুন। এরকম একটা নোংরা জায়গায় বাস করলে রাত দুটোয় কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়ার আগে সাবধান হওয়া দরকার।

ঘরটা বেশ বড়, ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্টে যে ধরনের আসবাবপত্র থাকা উচিত সেতুলনায় নগণ্য আসবাবপত্র। সম্ভবতঃ সে বেশ আর্থিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।

আমাকে চারপাশে চাইতে দেখে বলল, এসব দিকে তাকাবেন না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজ এসব ছেড়ে যাচ্ছি। একমাত্র সুবিধা যে ঘরটা খুব সস্তা।

একটা অর্ধেক ভেজান দরজার দিকে চেয়ে মনে হল ঘরটা শোবার ঘর। বিছানার নিচে বড় বড় স্যুটকেশ রয়েছে। সে যাবার জন্য প্রস্তুত।

সে উদ্বেগের সঙ্গে বলল। টাকা এনেছেন?

এনেছি। কিন্তু টাকা দিচ্ছি না যতক্ষণ না জানতে পারছি আপনি যে খবর দেবেন তার জন্য টাকা দেওয়া যাবে কিনা।

দেওয়া যায়। টাকাটা একবার দেখান।

টাকাটা বার করে তাকে দেখাতেই, সে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, পাঁচশো ডলার?

হ্যাঁ।

এবার আপনাকে দেখাব আমার কাছে কি আছে। বলে সে টেবিলের একটা ড্রয়ার টেনে খুলল।

আমি এতই মূর্খ যে সব সময় ভেবেছিলাম সে একজন স্ত্রীলোক এবং তাকে যে কোন সময় বাগে আনতে পারব।

তার হাত উঠে এল ৩৮ ইঞ্চি অটোমেটিক রিভলবারে, তার মুখে ভয়ংকর ভাব, নলটার মুখ আমার দিকে তাক করা।

একটুও নড়বেন না। টেবিলের উপর টাকাটা রাখুন।

আমার জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা কেউ বন্দুক উঁচিয়ে আমার দিকে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা বিলী। বন্দুকটা বিপজ্জনক ও মারাত্মক।

এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা গোয়েন্দা কাহিনীতে পড়েছি। মুখটা শুকিয়ে আসছে এবং শরীরটা ঠাণ্ডা ও হালকা মনে হচ্ছে।

ওটা বরং নামিয়ে রাখুন। গুলি বেরিয়ে আসবে।

টেবিলে টাকা না রাখলে এখনই গুলি বেরিয়ে আসবে।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখে সেবা দিকে কিছুটা সরে হাত বাড়িয়ে রেডিওটা চালাল ।

গুলির শব্দ শোনার মত এই তলায় কেউ নেই । নিচের তলার লোকটা কানে শুনতে পায় না সে ভাববে এটা গাড়ির ব্ল্যাংক ফ্যারিং অথবা কিছুই শুনতে পাবে না ।

ভয়ানক জোর বাজনার সুরে ঘরটা ভরে উঠল, কোনো স্টেশনের গান লাউড স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল ।

টেবিলে টাকা রাখুন নইলে গুলি করে মারব ।

বোঝা গেল সে মিথ্যা বলছে না । বুকটা কেঁপে উঠল । ট্রিগারে তার আঙ্গুল, যে কোন সময় গুলি বেরিয়ে আসবে ।

প্রসাধন সত্বেও সে ঘামছে ।

দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান ।

দাঁড়ালাম । ডলারের নোটগুলো নিয়ে সে তার ওভারকোটের পকেটে রাখল ।

স্বাভাবিক গলায় বললাম । বেশি দূর যেতে হবে না । পুলিশ ধরে ফেলবে ।

চলাকি করবেন না । আপনি যদি পুলিশকে আমার সম্বন্ধে বলেন । আমিও তাদের আপনার সম্বন্ধে বলব । আপনার সম্বন্ধে শুধু অসকার রসই জানে না, আমিও সব জানি ।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমি চোর নই। ব্ল্যাকমেলার নই। কিন্তু শহরে থেকে যেভাবেই হোক আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। হঠাৎ সাহসী হবার চেষ্টা করে আমাকে বাইরে যেতে বাধা দেবেন না, তাহলেই গুলি করব। এবার ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। নড়বার চেষ্টা করবেন না।

তার চোখে একটা নির্ভুর ভয়াত ভাব। তার কথামত কাজ না করলেই সে গুলি করবে। পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম।

শোবার ঘরে গিয়ে তার সুটকেসটা নিয়ে যাচ্ছে।

চলি মিঃ স্কট, আপনি অনেক উপকার করেছেন। ধাপ্পা দেওয়ার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আপনি যদি বোকার মত ফাঁদে পা দেন তাহলে আমার দোষ কি?

দরজা বন্ধ হওয়ার ও চাবি লাগানোর শব্দ পেলাম।

দেয়াল থেকে সরে রেডিওটা বন্ধ করে দরজার দিকে যেতে গিয়ে বাইরে প্যাসেজে ডলোরেসকে ভয়ে চীৎকার করে উঠতে শুনলাম, না। আমার কাছ থেকে সরে যাও। না...খবরদার না...

বুকটা দুরদুর করে কাঁপছিল। তার গলার স্বর আতঙ্কে পূর্ণ।

চীৎকারের পরেই একটা ধস্তাধস্তির শব্দ, তারপরেই একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে আবার আতঁ চীৎকার করে উঠল তারপরেই নিস্তন্ধ ।

আমি কান পেতে শুনছিলাম এলিভেটারের গ্রিল বন্ধ হওয়ার ও নিচের দিকে নামার শব্দ ।

রাস্তা থেকে ইঞ্জিন স্টার্ট করে একটা গাড়ি দ্রুত চলে গেল ।

একটা নিস্তন্ধতা চারিদিকে আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে । এরপর খুব আস্তে একটা ভয়ংকর ধরনের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ দরজার ওপাশ থেকে এল । সে শব্দে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল ।

দশম পরিচ্ছেদ

০১.

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠলাম। টেলিফোন বাজতে থাকল, দরজার হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

ভয়ানক মজবুত দরজা ভেঙ্গে ফেলার আশা নেই তাছাড়া জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পর্দা সরিয়ে নিচের দিকে চাইলাম। না, সেদিক দিয়ে পালাবার কোন পথ নেই।

শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, এখানেও কোন পথ নেই।

বসবার ঘরে ফিরলাম। টেলিফোনের আওয়াজ আমার নাভে আঘাত করছিল।

ঘরের ওপাশে আর একটা দরজা রান্নাঘরের ও বাথরুমের। উপরের জানলা খুব ছোট।

রিসিভারটা তুলে টেবিলে রাখলাম, রিসিভার থেকে একজন পুরুষের ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো।

ডলি? ডলি বলছ? আমি এড। আর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেবে...।

রান্নাঘরে গিয়ে খুঁজলাম যদি শক্ত কিছু পাওয়া যায়। যা দিয়ে দরজা ভাঙ্গা যেতে পারে কিন্তু কিছুই পেলাম না।

দরজার কাছে ফিরে এলাম। চাবির গর্তে চোখ রেখে দেখলাম তখনও তালায় চাবি ঢোকানো।

ভুতুড়ে শব্দের মত তখনও রিসিভার থেকে ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। চেয়ারের উপর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলাম।

আবার রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে ক্যাবিনেটের ড্রয়ার হাতড়ে একটা সরু প্লায়ার্স পেলাম। সেটা দিয়ে একটু চেষ্টা করতেই চাবিটা দরজার তালা থেকে বেরিয়ে খবরের কাগজের উপর পড়ল।

খুব আন্তে খবরের কাগজের পাতাটা টেনে চাবিটা তুলে নিলাম।

টেলিফোনের কাছে এসে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দরজার কাছে ফিরে তালায় চাবিটা পরিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম।

স্বল্প আলোকিত প্যাসেজে এসে দেখলাম এলিভেটরের পাশে মুখ নিচু করে ডলোরেস পড়ে। তার কোটটা জড়ো হয়ে এক পাশে পড়ে আছে। মারা না গেলে কেউ এভাবে পড়ে থাকে না। আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল।

বসার ঘরে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

ধীরে ধীরে প্যাসেজে এসে ঝুঁকে ওকে দেখলাম তার মুখ অন্যদিকে ঘোরান। তবু তার চুলে রক্ত দেখলাম।

কাধটা ধরে তাকে চিৎ করে দিলাম ।

ডানদিকের কপালে কেউ মারাত্মকভাবে আঘাত করে খুলির হাড় ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে ।

তার কোটের পকেটে হাত দিলাম পাঁচশো ডলার আর তার সুটকেশ অদৃশ্য হয়েছে ।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার কাছ থেকে সরে এলাম । কারণ কেউ দেখলে ভাববে আমিই তাকে হত্যা করেছি ।

একথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম ।

প্রায় অর্ধেক সিঁড়ি নেমেছি । এমন সময় একজন মহিলাকে উঠে আসতে দেখলাম ।

প্রচণ্ড ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে স্বাভাবিক ভাবে নামতে লাগলাম ।

সিঁড়িতে স্বল্প আলোতে ভালভাবেই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম এবং মেয়েটিও আমাকে দেখল ।

সে যুবতী ও সুন্দরী । মলিন ফ্যাকাশে ও একটা মিষ্টি ভাব তার মুখে ছিল, চোখের নিচে কালি । তার কালো কোটের নিচে ফুলকাটা সান্ধ্য পোশাক দেখা যাচ্ছিল । মাথায় একটা লাল রিবন বাঁধা ।

সে সোজা উপরে উঠে গেল ।

যদি সে চারতলায় যায় তবে ডলোরেসের মৃতদেহে হোঁচট খাবে । তার চীৎকারে পুলিশ এসে পড়ার আগেই পালাতে হবে ।

হল ঘরে এসে উপরতলার কোথাও দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম । মনে মনে ভাবলাম তার ঘর নিশ্চয়ই তিনতলায় । সাবধানে দরজা খুলে রাস্তায় নামলাম । রাস্তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে যেখানে বুকটা রেখেছিলাম সেখানে এলাম ।

ভিতরে এসে ভীষণ খারাপ লাগছিল । ডলোরেসকে মৃত দেখে মনে দুঃখ হচ্ছিল । চোখ বন্ধ করে মনের দুর্বলতার সঙ্গে লড়াই করতে লাগলাম ।

একটা গাড়ির শব্দে ধাতস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি চাবিটা স্টিয়ারিং-এর তালার গর্তে বসালাম ।

স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি আমার পাশ কাটিয়ে ম্যাডক্স আর্মসের সামনে এসে দাঁড়াল । স্যুটকেশ হাতে একজন এসে দাঁড়াল ।

ড্রাইভারের টাকা মিটিয়ে সে ছুটে দেউড়ির দিকে চলে গেল ।

ট্যাক্সিটাকে চলে যেতে দেখে ইতস্তত করছিলাম, এই লোকটাই কি এড, যে টেলিফোনে কথা বলছিল?

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

রাস্তায় এসে প্রথমবাঁক নিয়েই ব্রেক কষে পাশের রাস্তায় যেখানে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে সেখানে গাড়িটা দাঁড় করালাম। ভাবলাম লোকটা যদি এড হয় তবে তাকে ভালভাবে না দেখলে সত্যিই বোকামি হবে।

বুইকটা দাঁড় করিয়ে আস্তে আস্তে ম্যাডক্স অ্যাভিনিউর দিকে হাঁটতে লাগলাম।

ম্যাডক্স আর্মসের প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে একটা ছায়া ছায়া জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

স্যুটকেশ হাতে লোকটা পাঁচ-ছয় মিনিট পরে বেরিয়ে এল।

আড়াল থেকে বেরিয়ে তার দিকে এমন ভাবে এগোতে লাগলাম যেন পার্টি থেকে ফিরতে দেবী হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া দরকার।

আমাকে দেখে স্যুটকেশ হাতে লোকটা ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি ছুটতে লাগল।

আমি পিছু নিলাম কিন্তু সে যাতে বুঝতে না পারে যে আমি তাকে অনুসরণ করছি সেদিকে খেয়াল রাখলাম।

সে চৌমাথায় এসে আমার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল।

আমি ছুটতে শুরু করলাম সে চোখের আড়াল হওয়ামাত্র। সে একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। সেখানে তিনটে ট্যাক্সি ছিল। প্রথমটায় ঢুকে ড্রাইভারকে বললাম, ঐ

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ট্যাক্সিটাকে ফলো করুন। যদি ওটাকে চোখের আড়ালে যেতে না দেন তাহলে পাঁচ ডলার বেশি পাবেন। খুব কাছে যাবেন না।

ট্যাক্সির দরজা লাগাবার আগেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

আমাদের দেখে ফেলার বিশেষ কোন ভয় নেই। ওদের লুকিয়ে পড়ার মত গাড়িও রাস্তায় নেই। আমার বন্ধুকে বলতে শুনলাম ওয়াশিংটন হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য।

মত পালটাতেও পারে। কোনমতেই হাতছাড়া করতে চাই না।

ড্রাইভার বলল কোথায় গিয়েছে আলফ্রেড আমাকে বলে দেবে, সবচেয়ে ভাল হয় যদি সোজা ওয়াশিংটন হোটেলে যাই। নইলে লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলবে।

ঠিক আছে। প্রথমে তবে ওয়াশিংটন হোটেলেই চলুন।

ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে দিল। আপনি বুঝি প্রাইভেট ডিটেকটিভ!

হা, বললাম কারণনা বললে অনেক কথা বলতে হয়। এই লোকটাকে হাতছাড়া করলে আমার চাকরি চলে যাবে।

ঐ লোকটা হাতছাড়া হবে না। আমি আপনাকে ঠিক নিয়ে যাচ্ছি।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

পাঁচ মিনিটেরও কম সময় সে হোটেলের পঞ্চাশ গজের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে দাঁত বার করে বলল, দেখুন, সে এখনও এসে পৌঁছায়নি। শচয়ই এখানে আসবে। আমি কি অপেক্ষা করব?

হা।

সিগারেট বার করে তাকে দিলাম। দুজনেই ধরলাম।

ট্যাক্সির ভিতরেই বসে উইন্ড স্ক্রীনের ভিতর দিয়ে হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে লক্ষ্য রাখলাম।

ওয়াশিংটন একটা চতুর্থ শ্রেণীর হোটেল। পাম সিটিতে যে সব ট্রাভেলিং সেলসম্যান আসে তারাই এটা ব্যবহার করে। এর একমাত্র সুবিধা রেল স্টেশনের খুব কাছে।

চুপচাপ বসে পাঁচ মিনিট ধরে ভাবছিলাম তখন ট্যাক্সিটা এসে হোটেলের সামনে দাঁড়াল।

ড্রাইভারকে পয়সা মিটিয়ে স্যুটকেশ হাতে লোকটা হোটেলে ঢুকে গেল।

আমার ড্রাইভার বলল ঐ দেখুন। আপনাকে আর কি বলব?

তাকে পাঁচ ডলার দিয়ে ধন্যব? বললাম। ভিতরে গিয়ে লোকটার সঙ্গে কথা বল।

কোন সাহায্য দরকার?

ঠিক আছে ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেকাঁচের দরজার বাইরে দাঁড়ালাম । স্যুটকেস হাতে লোকটা রাতের
কেরানীটার সঙ্গে কথা বলছিল । ছাদ থেকে ঝোলানো আলোর ছটায় তাকে বেশ
ভালভাবে দেখলাম ।

সে যে শ্রেণীর মানুষ তাতে তার সঙ্গে ডলোরেস বাইরে যাবে আশা করা যায় না । বেঁটে,
মোটা বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই করছে । কাপড় চোপড় ভয়ংকর ময়লা, নীল স্যুটের কনুইগুলো
ময়লা লেগে চকচক করছিল । মাথার টুপি ময়লা তেলচিটে । শুধু টাইটা নতুন আনকোরা
নীল রঙের চকচকে মাঝখানে হলুদ সুতোয় একটা ঘোড়ার মুখ আঁকা ।

সে কেরানীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা ময়লা রুমাল দিয়ে বারবার মুখ মুছছিল ।
তাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল ।

শেষে কেরানীকে কিছু পয়সা দিতে সে রেজিস্টারটা তার দিকে এগিয়ে দিল । খাতায় সই
করে কাউন্টারের উপর থেকে চাবি, স্যুটকেস তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তারপরে কাঁচের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম ।

.

০২.

ভাবলেশহীন বুড়ো খিটখিটে কেরানীটি আমাকে আসতে দেখল ।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িলাম। তাকে ভালভাবে দেখার পর মনে হল, এসব লোককে বাগে আনার একমাত্র পথ ঐ। তার পোশাক দেখে মনে হল সে অত্যন্ত দরিদ্র।

গম্ভীর ভাবে বললাম। যে লোকটা এইমাত্র উপরে গেল আমি তার সম্বন্ধে জানতে চাই।

ওয়ালেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট বার করে আঙ্গুলের ফাঁকে নোটটাকে অনেকটা পতাকার মত করে ধরে তার কাছ থেকে ফুট তিনেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের উপর হাত রাখলাম।

কেরানীর চোখ আমার হাতের দিকে সরে গেল, মখে অল্প হিংস্রভাব ফুটে উঠল।

আমাদের খদ্দেরদের ব্যাপারে কোন খবর দিই না। আপনি কে মহাশয়?

আমি একজন মানুষ যে দশ ডলার দিয়ে খবর কেনে।

মনে হল সে আমাকে বিচিত্র ধরনের শাসালো মানুষ ভেবেছে।

আপনি নিশ্চয়ই পুলিশের লোক নন বা প্রাইভেট ডিটেকটিভও নন।

আমি কে জানার কোন প্রয়োজন নেই। লোকটার নাম কি?

তার হাত দুটো এগিয়ে এল। তার হাত আসা মাত্র আমি হাত সরিয়ে নিলাম।

লোকটার নাম কি?

জানি না। তবে নিশ্চয় বলতে পারি খাতায় যা লিখেছে তা নয়।

খাতাটা এগিয়ে দিতেই পড়লামঃ জন টার্নার সানফ্রান্সিস্কো। খুব ছোট্ট করে বিশ্রীভাবে লেখা।

সে বলল, এ রকম টার্নারের জন্য যদি দশ ডলার করে পাই তবে বেশ বড়লোক হয়ে উঠতে পারি। এ চাকরিটা ছেড়েও দিতে পারি।

সে কি বলেছে যে এত রাতে কেন এসেছে। কিংবা কদিন এখানে থাকবে?

কেরানীটি কাঁধ নাচাল।

যদি টাকা পাই মশায় তবে স্মৃতি শক্তিও জেগে উঠবে।

কাউন্টারে নোটটা রাখলাম।

এখানেই থাকতে দিন। এর উপর নজর রাখুন।

সে নোটটার উপর ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি জানতে চান মশায়?

আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সে বলল যে শেষ ট্রেন ফেল করেছে, কাল ভোরে ট্রেন ধরবে। তাকে সকাল সাতটায় ডেকে দিতে হবে।

ট্রেনে কোথায় যাবে?

কিছুই বলেনি। তবে সানফ্রান্সিস্কো নয়। কাল সকাল সাড়ে সাতটায় সানফ্রান্সিস্কো যাবার কোন ট্রেন নেই। সান ডিয়েগো হতে পারে। সান ডিয়েগো যাবার ট্রেন সকাল সাড়ে সাতটায় ছাড়বে।

ওর রুম নাম্বার কত?

কেরানী নোটটা খুব আস্তে আস্তে তার দিকে টানতে লাগল।

আঠাশ নম্বর ঘর। তবে হঠাৎ কিছু একটা করে বসবেন না। ঘর ভাড়া না নিলে কাউকে উপরে যেতে দেওয়া হয় না।

সাতাশ বা উনত্রিশ নম্বর ঘর খালি আছে!

কী বোর্ড থেকে ঝুলে থাকা চাবির সারির দিকে দেখল। নোটের উপর থেকে আঙ্গুলনা সরিয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে উনত্রিশ নম্বর ঘরের চাবিটা ক থেকে বার করে আনল।

চাবিটা আমার সামনে রেখে মাছি ধরবার আগে টিকটিকিরা যেমন জোর ছোট্টে সেইভাবে দ্রুতগতিতে দশ ডলারের নোটটাকে অদৃশ্য করে দিল।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

রাতের জন্য দু ডলার । খারাপ ঘর নয় । অন্তত তার চেয়ে ভাল ।

দু ডলার রেখে চাবিটা নিলাম ।

যদি কোন কারণে ঘুমিয়ে পড়ি । তবে সকাল সাড়ে ছটায় আমাকে ডেকে দেবেন ।

ঠিক আছে । উপর তলায়, দোতলায় । সিঁড়ির মুখে বাঁ দিকে ।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে দোতলায় এলাম ।

প্যাসেজের আলো অত্যন্ত কম । কাপেটটা অত্যন্ত নোংরা ও রং ওঠা । বাঁধাকপি ধোয়া জলের গন্ধ ফুটো পাইপ থেকে বেরিয়ে আসা জল এবং আবোয়া জিনিসপত্র প্যাসেজে পড়েছিল । ওয়াশিংটন অবশ্য পাম সিটির প্রথম শ্রেণীর হোটেল নয় ।

আঠাশনম্বর ঘরের সামনে এসে কান পেতে রইলাম । কোন শব্দ না পেয়ে উনত্রিশ নম্বর ঘরের দিকে গেলাম । তালা খুলে সুইচ হাতড়ে আলোটা জ্বাললাম ।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চারদিকে চাইলাম । একটা খরগোসের বাসস্থান বলা চলে ।

একটা বিছানা একটা টয়লেট বেসিন এবং দুটো চেয়ার । বিছানার উপর দিকে দেয়ালে একটা মেয়ের ছবি টাঙ্গানো রয়েছে মেয়েটার দুটো পাখা, পিছনে রেশমের জাল ছড়ানো আছে । সে দু হাতের মুঠো দিয়ে একটা লোহার দরজায় জোরে ঘা মারছে । সম্ভবতঃ মেয়েটি প্রণয়ের প্রতীক । যাকে দরজার ভিতর বন্ধ করে রাখা হয়েছে ।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ঘরে এসে বিছানায় শুলাম ।

তখন আমার হাতঘড়িতে তিনটে বাজতে দশ । হঠাৎ মনে হল যেন জঙ্গলে এসে পড়েছি । আজকের শনিবারটা আমার জীবনের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল ও দুর্যোগপূর্ণ দিন । ভাবছিলাম এর পরে কোথায় যাব ।

ঘুমোবার লোভ সামলাতে পারছিলাম না এমন সময় টেলিফোনের শব্দ । রিসিভার তুললে যে শব্দটা হয় পাশের ঘর থেকে এল ।

শোনার চেষ্টা করলাম ।

যে লোকটা হোটেলের রেজিস্টারে টার্নার নাম লিখেছে সে বলল, আমাকে এক বোতল স্কচ ও বরফ পাঠান ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর কড়াগলায় সে বলল, আজ বাজে কথা শুনতে চাই না । কোন তর্কাতর্কি না করে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন । রিসিভার নামিয়ে রাখল ।

বেশ কষ্ট করেই বিছানা ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে আলো নিভিয়ে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ।

মিনিট দশেক পরে সিঁড়ির উপর পা টেনে টেনে হাঁটার শব্দ পেলাম । একটা পাঁচ ডলারের নোট বার করলাম ।

ইট্ট অ্যাড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

রাতের সেই কেরানীটা করিডর দিয়ে আসছিল হাতে একটা ট্রে, ট্রের উপর এক বোতল হুইস্কি ও এক পাত্র বরফ।

যখন সে পঁচিশ নম্বর ঘরের সামনে এল অমনি আমি তার সামনে এসে পাঁচ ডলারের নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সেই সঙ্গে ট্রে টা তার হাত থেকে নিলাম।

ক্ষুধার্ত বাঘ যেভাবে মাংসের টুকরো ছোঁ মেরে নেয়, সেইভাবে সে পাঁচ ডলারের নোটটা নিল। শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আঠাশ নম্বর ঘরের দিকে চেয়ে চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে চেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আঠাশ নম্বর ঘরে টোকা মারলাম।

কে?

রুম সার্ভিস।

দরজায় চাবি ঘোরাতে শুনলাম, কপাটে খুব জোরে চাপ দিলাম সশব্দে দরজা খুলে গেল।
টার্নার বা এড যেই হোক টাল খেয়ে ভিতরে সরে গেল। আমি ভিতরে ঢুকলাম।

ষাট বছরেও তার ক্ষমতা অসাধারণ। সঙ্গে সঙ্গে সে পাক খেয়ে বিছানার উপর রাখা কোল্ট ৪৫ পিস্তলটা নিতে ছুটল।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমি ছুটে গিয়ে বিছানায় তাকে চেপে ধরলাম । তার হাত পিস্তলের ওপর । আমার হাত তার ওপর, কিছুক্ষণ দুজনে বল প্রয়োগ করলাম ।

তার মুঠো থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলাম । সে যখন উঠে বসল একেবারে পিস্তলের মুখে । তার অভিজ্ঞতা যেন আরও বেশি ।

বললাম, বিশ্রাম নাও । তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই ।

সে গম্ভীর ও কাঁপা গলায় বলল, তুমি কে?

আমি কে জানার কোন প্রয়োজন নেই । দরজার বাইরে মদ আছে । যদি নিয়ে আসদুজনে খেয়ে গল্প করা যাবে ।

তার প্রয়োজনের তাগিদে সে বিছানা থেকে একরকম ছুটে গিয়ে ট্রেটা এমনভাবে নিয়ে এল যেন তার জীবন এর উপর নির্ভর করছে ।

সে যখন গ্লাসে স্কচ ঢালছিল আমি দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলাম ।

সে এক চুমুকে স্কচটা শেষ করে আবার পানীয় তৈরি করতে লাগল ।

আস্তে বললাম, আমার কিন্তু বরফ দরকার ।

সে গর্জন করে উঠল, তুমি কে? কি চাও?

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

গলার স্বর দৃঢ় করে বললাম, আমি প্রশ্ন করব এবং তুমি উত্তর দেবে। যখন ডলোরেসকে ঐ অবস্থায় দেখলে তখন কেন পুলিশকে খবর দিলে না।

রক্তশূন্য মুখে সে বলল, ওর কি হয়েছিল তুমি জান?

জানি। তোমাকে ভিতরে ঢুকতে ও বেরিয়ে আসতে দেখেছি। পুলিশকে কেন খবর দাও নি?

তাতে কি লাভ হত?

তোমার নাম কি?

টার্নার। জন টার্নার।

ঠিক আছে তুমি যদি এরকমই চাও বলে ভারী পিস্তলটা তুলে নিলাম। ডিটেকটিভ গল্লে ৪৫ বোরের পিস্তলের কথা শুনেছি কিন্তু এই প্রথম ব্যবহার করছি।

উঠে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও। আমি পুলিশ ডাকছি।

সে কর্কশ স্বরে বলল, এক মিনিট। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি তাকে ঐ অবস্থায় দেখি। কেউ যেন তার মাথায় জোরে আঘাত করেছিল।

তোমার নাম কি?

ইট গ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

এড নাটলে । আমি তার এজেন্ট ছিলাম ।

মনে পড়ল ডলোরেস কোন এক এজেন্টের কথা উল্লেখ করেছিল ।

পুলিশকে কেন খবর দাওনি?

মদের প্রভাবে তার নার্ভ শক্ত হয়ে উঠল, তাতে তোমার কি? সোজাসুজি বল তুমি কে? তুমি পুলিশের লোকনও । খবরের কাগজের লোক নও, প্রাইভেট ডিটেকটিভ হলে অবাক হব না, ঠিক করে বল তুমি কে?

দেখ, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে পুলিশ ডাকব ।

সে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে বলল, আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলাম ।

ঠিক আছে, এখন তবে ডাক । ভাবলাম সে হয়তো টেলিফোনের দিকে যাচ্ছে । কিন্তু সে একটা দোমড়ানো মোড়ানো সিগারেটের বাক্স এনে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল ।

আমি তোমাকে চিনি । ধস্তাধস্তিতে হেরে যাবার আগেই তোমাকে চেনা উচিত ছিল । তুমিই তার রেলের ভাড়ার টাকা জুগিয়েছিলে না?

৪৫ পিস্তলটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে তার কাছে এসে একটা গ্লাস তুলে এক টোক খেললাম । মদটা হাতে করেই চেয়ারে বসলাম ।

যদি সেই লোকই হই তাতে কি হয়েছে?

আচ্ছা তাহলে তুমি তাকে টাকা দিয়েছিলে?

তুমি আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছ। আমি জানতে চাই, যখন তুমি দেখলে যে তাকে খুন করা হয়েছে। তখন পুলিশ ডাকলে না কেন? তুমি আমাকে সব কিছু খুলে বল, নইলে আমি থানায় গিয়ে সব বলে দেব।

সে ইতস্ততঃ করে বলল, আমি কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চাই না। তারা হয়ত ভাববে আমিই ওকে খুন করেছি। এই নয় যে আমি তাকে আগে সাবধান করে দিইনি...। সে থেমে মুখ বাঁকাল, আমি কোন কিছুতেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চাই না।

কিসের জন্যে তাকে সাবধান করেছিলে?

গ্লাসের সবটুকু এক চুমুকে খেয়ে আরও হুইস্কি ঢেলে বলল, জানি না কেন তোমার সঙ্গে কথা বলছি। হয়ত আমি মাতাল তবুও তুমি যদি জানতে চাও তবে বলছি। ঐ পুলিশের লোকটাকে বিয়ে করার জন্যে সে পাগল হয়ে উঠেছিল।

কেন তাকে এই জন্যে সাবধান করেছিলে?

হুইস্কি গিলে নিয়ে আমার দিকে ঘোলাটে চোখে চেয়ে বলল, কারণ লোকটা ভাল ছিল না। ভোলোরেস সে কথা মানতে চায় না। তার নোংরা হাতে গ্লাসটা ঘোরাতে সে গর্জন করে উঠল, আমি যাই বলি সে শুনতে চায় না। আমি যখন বলতাম সে নোংরা ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। ও'ব্রায়ান যে বিলাসে দিন কাটাত সে ভাবে পুলিশের পক্ষে

ইট গ্যাভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়, যদি না সে দুর্নীতিপরায়ণ হয়। ডলোরেস কথা শুনতেনা।
ভাবতো বিয়ে করলে বিনোদিনীর জীবন যাপনের আর দরকার হবে না। আর একটু
খেয়ে নিল। তারপর বলল, এর পরিণতি হল মাথা ভেঙ্গে মৃত্যু।

ও'ব্রায়ানের দুর্নীতি? চেয়ারের ধারে এসে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে ধূর্তের মত চাইল।

জানি না।

ডলোরেস চলে যেতে চাইছিল?

কারণ কোন আকর্ষণ ছিল না। তার শখ ছিল মেক্সিকো দেখার।

সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কারণটা কি?

একটু হুইস্কি খেল।

তুমি কি টাকা দিয়েছিলে?

টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু যে তাকে হত্যা করেছে সে টাকা নিয়ে পালিয়েছে, বললাম।

মনে হচ্ছে মাতাল হয়ে পড়েছি। আমাকে ভাবতে দাও। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, এর
অর্থ হচ্ছে সে মৃত, তুমি আগেই জানতে। পাঁচশো ডলারের জন্য সে তোমাকে গেঁথেছিল,

এই মাত্র বললে যে তুমি টাকা দিয়েছিলে। আমি এখন আধ-মাতাল, তাহলেও আমি বোকা নই। এমনও হতে পারে যে তুমি তাকে হত্যা করেছিলে। হ্যাঁ..হতে পারে। মনে হয় পুলিশের কাছে খবরটা দেওয়া বৃথা হবে না। আমার চেয়ে তোমার ব্যাপারেই কৌতূহল বেশি হবে। তাকে হত্যা করার আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তোমার ছিল।

আমি তাকে হত্যা করিনি, বললাম চোখের দিকে চেয়ে, এবং আমার ধারণা তুমি তাকে হত্যা কর নি। যদি তুমি মনস্থির করে থাক তবে দুজনেই থানায় যাওয়া যাক, পুলিশই ঠিক করবে কে দোষী।

ঠিক আছে, আমি বিশ্বাস করি, সে বলল। মেয়েটা মারা গিয়েছে। কোনমতেই তার জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যেই মরুক না কেন আমার কিছু এসে যায় না। অতীতে বহুব্বার পুলিশের ঝামেলায় পড়েছি। তবে এসব ঝামেলা থেকে সরে দাঁড়ানই বুদ্ধিমানের কাজ। যদি তুমি আমাকে একটু ঘুমোতে দাও ভাল হয়। সকালের ট্রেন ধরতে হবে, শরীরটা খারাপ লাগছে।

একটু পরেই ঘুমাও তুমি কি রসকে চেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি কাউকে চিনি না, আমার কথা শোন, যদি বাঁচতে চাও তবে এই শহরের কাউকে চিনতে চাইবে না। এবার কি ঘুমোতে দেবে?

তুমি কি মনে কর রস তাকে হত্যা করেছে?

বস? রসিকতা করছ? একটা মাছি মারার মত সাহস তার নেই।

তাহলে কি আর্ট গ্যালগানো তাকে হত্যা করেছে?

মৌচাকে যেন টিল পড়ল। একটু চুপ করে ফিস ফিস করে বলল, আমি জানি না কে হত্যা করেছে। এখন বিদায় হও!

মনে হলো বিশেষ কিছু আদায় করা যাবে না। মনে মনে ভাবলাম সকালে একবার চেষ্টা করা যাবে।

যাওয়ার আগে দেখা করব, যেতে যেতে বললাম। সব কিছু জানা হল না, কি বল?

আরে ভুলে যাও, এই নোংরা শহর সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবার বেরোতে পারলেই বাঁচি।

তাকে দেখছিলাম, মোটেই সুন্দর দেখাচ্ছিল না।

স্বল্প আলোকিত প্যাসেজে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। নোংরা দুর্গন্ধে ভরা হোটেলে। বাকী রাতটুকু কাটাবার ইচ্ছা ছিল না, এখান থেকে বাংলো এই দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে যাবার মত অবস্থা আমার ছিল না।

ঊনত্রিশ নম্বর ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ভাবলাম শরীরের বিশ্রাম দরকার।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সারাদিনের ঘটনাগুলো চিন্তা করছিলাম। নাটলের কাছে যেটুকু জানা গেল বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এতই ক্লান্ত যে দু-এক মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

প্রচণ্ড গুলির আওয়াজে জেগে উঠলাম। সোজা হয়ে বসলাম, হৃৎপিণ্ডটা জোরে কাঁপছিল। অন্ধকারে চেয়ে রইলাম। একটু বাদেই প্যাসেজে মৃদু কিন্তু দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে আলো না জ্বলেই দরজা খুলে প্যাসেজে উঁকি দিলাম।

নাটলের ঘর থেকে পোড়া বারুদের গন্ধ ভেসে আসছিল। তার ঘরের দরজা আধ ভেজানো। আলো জ্বলছে।

দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে দেখলাম।

ঘরের এক কোণে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে। তার পরনে নোংরা পাজামা। পা দুটো খালি। জামার বুক পকেটের নিচে দলা দলা রক্ত।

এখন আর তার জন্য কেউ কিছুই করতে পারবে না।

সে এখন অন্য জগতে।

নিচে কোন মহিলার আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

আমার নিজেরও তখন ভয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

ত্রিশদশ পরিচ্ছেদ

০১.

আমি যেন দুঃস্বপ্নের রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। মৃত মানুষদের মধ্যে সময় কাটাচ্ছি।

নাটলের দিকে চেয়ে বুঝলাম এই হোটেলে কেউ আমাকে দেখতে পেলে চলবে না এবং পুলিশ আসার আগেই আমাকে পালাতে হবে।

মহিলাটি প্যাসেজের কোথাও দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছিলেন এবং উপর তলার আর একজন মেয়ে চীৎকারে যোগ দিল।

চীৎকার করতে থাকা মেয়েটা এবার জানালা দিয়ে আত্ননাদ করে উঠল, পুলিশ! খুন! পুলিশ! ভয়ে এবার ছুটতে লাগলাম। ভয়ঙ্কর জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। আর একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

রাতের কেরানীটি ডেস্কের উপর মুখ নিচু করে শুয়ে ছিল, তার মাথার চারপাশে রক্ত। তার ডানদিকের কপালে কেউ ভীষণ জোরে আঘাত করছে, একই ভাবে ডলোরেস লেনকে হত্যা করা হয়েছিল।

মৃতদেহটা দেখবার জন্য দাঁড়ালাম কিন্তু দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনে ভয়ে আমার শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল।

কাঁচের দরজা দিয়ে যাবার পথটা বড় রাস্তায় এসে পড়েছে, কম্পিত বুক নিয়ে সেদিকে ছুটলাম। খেয়াল হল যদি এই পথে যাই পুলিশের গাড়ির সামনে গিয়ে পড়ব।

রিসেপশান ডেস্কের ঠিক পেছনে একটা দরজায় লেখা সার্ভিস।

কাউন্টারের পাশ দিয়ে ছুটে প্যাসেজে এলাম। অল্প আলোতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে এসে আর একটা প্যাসেজ পেলাম যেটা রান্নাঘরে পৌঁছেছে। একটা দরজার সামনে লেখা ফায়ার এট্রিকট।

শক্ত করে আটকানো ছিটকিনি খুলে একটা অন্ধকার গলি পেলাম।

দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়েই গলি দিয়ে সদর রাস্তায় এলাম। গলির শেষে এসে রাস্তার দুপাশে চেয়ে দেখলাম।

হোটেলের প্রবেশ পথে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোন পুলিশের লোক নেই।

অন্ধকারে ক্লান্ত পা দুটো টেনে রাস্তার উল্টো দিকে ছুটলাম।

দুটো রাস্তা পেরিয়ে যখন হাঁটছি তখন একটা ট্যাক্সি উল্টোদিক থেকে আমার দিকে আসছে। ট্যাক্সিটা দাঁড় করালে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তখন এত ক্লান্ত যে এসব বিবেচনা করার মত অবস্থা ছিল না।

হাত নাড়তেই ট্যাক্সিটা দাঁড়াল। ড্রাইভারকে বললাম, ম্যাডক্স অ্যাভিনিউয়ে নিয়ে যেতে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ম্যাডক্স অ্যাভিনিউয়ে এসে পৌঁছলাম। ম্যাডক্স আর্মস পেরিয়ে যাবার সময় জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম।

পুলিশের তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির পাশে পাঁচজন উর্দিপরা এবং একজন সাদা পোশাকের পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। ঠিক পরের মোড়ে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিলাম। ট্যাক্সিটা চলে যেতে যেখানে বুকটা রেখেছিলাম সেখানে এলাম।

সেখান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম সাড়ে তিনটে বাজে। বাংলায় যাবার পথে ভাবছিলাম, আজকের রাতটা কী ভয়ঙ্কর।

শুধু একটি পুলিশের মৃত্যুর সঙ্গে যে জড়িয়ে পড়েছি তা নয়। এখন আমি তিনটে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এর অবশ্যস্বাবী ফল যাচিয়ে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

বাংলাতে চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট আগে এসে পৌঁছলাম।

সদর দরজার তালা খুলে অন্ধকার হলঘরে এসে পড়লাম। আলো জ্বালার প্রয়োজন হল না। হলঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে শোবার ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারে ভিতরে ঢুকলাম।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম, একটা মিষ্টি মৃদু গন্ধ ঘরের বন্ধ বাতাসকে ভরিয়ে তুলেছে, এ ধরনের গন্ধ জীবনে কোনদিন শোবার ঘরে পাইনি।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আলোটা জ্বালতেই দেখলাম আমার বিছানায় বাদামি রঙের চুলে মুখটা অর্ধেক ঢেকে নগ্ন হাত দুটো বিছানার চাদরে এলিয়ে দিয়ে লুসিলি শুয়ে আছে। মরে গেছে না ঘুমিয়ে আছে বুঝলাম না।

নড়াচড়ার বা নিঃশ্বাস ফেলার কোন লক্ষণ দেখলাম না। আমার বিছানায় তাকে দেখতে পাওয়া এক চরম বিস্ময়। সে হয়তো মৃত।

আজ রাতে তিনজন লোক মারা গেছে, এ হয়ত চতুর্থ। তিনজন মারা যাওয়ার পরে পালিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু লুসিলি মারা গেলে পালিয়ে যেতে পারব না। তাকে কোনদিনও ভুলতে পারব না, কারণ সে আমার বাংলায়, আমার বিছানায় মরে পড়ে আছে।

বিছানার কাছে এসে কাঁপা হাতে আঙুলে তার বাহুতে হাত দিলাম।

লুসিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। যেন আলোটা এড়াতে চাইছে।

স্বস্তি পেয়ে সরে এলাম। তার পোশাক মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে, এক জোড়া বাসন্তী রঙের স্ল্যাক্স। একটা সাদা জামা, এক জোড়া প্যান্টি এবং চেয়ারে একটি ব্রা।

ভাবতে পারছিলাম না। সে কেন আমার বিছানায় শুয়ে আছে, এবং তার ফল কি হতে পারে।

এখন আমার ঘুমের দরকার।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

পাশের অব্যবহৃত শোবার ঘরটার গিয়ে জামা কাপড় খুলে বিছানার চাদরটা টেনে শুয়ে পড়লাম।

বালিশে যখন মাথা রাখলাম। মনে হল যেন অতলে ভেসে যাচ্ছি। আমার বিছানায় লুসিলি। ভালাক্যাডিলাক, পুলিশের ভয় এবং অসকার রসের ভয়াবহতা-সব গুলিয়ে যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমার সমস্যা ও ভয় আড়ালে বসে অপেক্ষা করছিল, কখন আমার ঘুম ভাঙে।

০২.

চোখ খুলে দেখি বিছানার পাশে ঘড়িতে এগারটা বেজে পাঁচ। কাঠের খড়খড়ির ভিতর দিয়ে সূর্যের প্রখর কিরণ এসে পড়েছে।

চুপ করে শুয়ে কিছুক্ষণ ভাবছিলাম গত রাতের ঘটনাগুলো কি সত্যিই ঘটেছে না আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। ঘুম একেবারে ছুটে যেতে যখন বুঝতে পারলাম এসব কল্পনা নয়, গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে স্নানের পোশাক নিয়ে বাথরুমে গেলাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে চলাফেরার শব্দ পেলাম। একটু পরেই দরজা খুলে দোরগোড়ায় লুসিলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

বললাম, এই যে, অতিরিক্ত বিছানাটা ব্যবহার করনি কেন? নাকি তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল?

লজ্জিত ভাবে বলল, অত্যন্ত দুঃখিত। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম তোমার জন্য। এত ক্লান্ত ছিলাম যে কখন তোমার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

আর ঘুমের মধ্যেই বুঝি জামাকাপড় খুলে ঘরময় ছড়িয়ে বিছানার চাদরের মধ্যে ঢুকেছিলে? আশা করি তুমি আমার মতই ঘুমিয়েছিলে। আমি একটু বেড়িয়ে ফিরেছিলাম, ভাবলাম তোমাকে জাগানো ঠিক হবে না। তা এখানে আসার কি কারণ ছিল, না ভেবেছিলে যে বিছানার পরিবর্তন হলে গেবলসে রাত কাটানোর একঘেয়েমি কাটবে।

তুমি বলেছিলে সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছ। কিন্তু সেটা কি বলনি, সেটা জানতেই এখানে এসেছিলাম।

আচ্ছা, ভিতরে ঢুকলে কি করে?

আমি-আমি একটা জানলা খোলা দেখতে পাই।

সেটা আমার গাফিলতির জন্য হয়েছে। দেখ, শরীরটা ভাল লাগছেনা। তুমি কি লক্ষ্মী মেয়ের মত সাইকেলে চেপে এখন চলে যাবে? আজ সকালে একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম চাই।

ইট্ট শ্যাম্ভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

চেস, একটু শোন। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। যে লোকটা ফোন করেছিল...সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চায়।

হ্যাঁ, আমি ব্যাপারটা জানি। ঠিক আছে, এ নিয়ে কথা বলব। কিন্তু এখন একটু কফি চাই। তুমি বাথরুমে গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে নাও। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি নর্দমায় ঘুমিয়েছিলে। কফি নিয়ে আসি, পরে কথা হবে।

কফি তৈরি করতে রান্নাঘরে গেলাম, লুসিলি বাথরুমে গেল।

সে বাথরুম থেকে সবে বেরিয়েছে, আমি টেবিলের উপর কফি, কমলালেবুর রস ও টোস্ট রাখলাম। অনেক মেয়েরই যেমন পুরুষের ড্রেসিং গাউন পরার আগ্রহ থাকে তেমনি সেও আমার গাউনের হাত দুটো গুটিয়ে পরেছে, তাকে সুন্দর ও লোভনীয় দেখাচ্ছিল।

বসে কফি খাও, কোন আলোচনা এখন নয়, কথা বলার অনেক সময় পাবে।

কিন্তু চেস....

বললাম তো কফি খাওয়ার সময় একটু চুপচাপ থাকতে চাই।

সে বিষণ্ণভাবে কাপে কফি ঢালল।

ইট গ্যাভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

পরিবেশটা ভারী সুন্দর। যদি আমার কোন সমস্যা না থাকত, যদি আইকেন মারা যেতেন। ও লুসিলি আমাকে বিয়ে করত, তবে আগামী কুড়ি বছরের এমনভাবে দুজনে কফি খাওয়ার সুন্দর ছবি কল্পনা করতে ভাল লাগল।

দুজনে নিঃশব্দে কফি খাচ্ছিলাম। কফি খাওয়া শেষ হলে সিগারেটের বাক্সটা তার দিকে ঠেলে দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লাম। কিছুটা সুস্থ বোধ হল। এবার শোনা যাক।

ঠিক আছে, বল কি বলতে চাও। তোমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় এসেছিল। আমি তখন সাঁতার কাটছিলাম। জল থেকে উঠে আসার সময় হঠাৎ সে সামনে এসে দাঁড়াল।

তোমাকে বিকিনি পরে যে অবস্থায় একদিন দেখেছিলাম। আমার সন্দেহ, সেই অবস্থায় কেউ তোমাকে দেখলে যে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করবে। লোকটাকে তোমার পছন্দ হয়েছে? মেয়ে দেখলে অনেকে যেমন পাগলের মত ভুল বকে আমার মনে হচ্ছে লোকটা সেই ধরনের।

সত্যি? জঘন্য, বোধহয় লোকটা টাকা চেয়েছিল সেইজন্য। সে যদি তোমাকে জল থেকে বেরিয়ে এসে ডিনারে যেতে বলত তবে তোমার তাকে পছন্দ হত।

চেস! তুমি কি পাগলের মত বকা বন্ধ করবে? লোকটা তিরিশ হাজার ডলার দাবী করেছে। তার মতে, তুমি ও আমি ঐ টাকাটা দিতে পারি।

জানি। আমার কাছেও সে একই প্রস্তাব করেছিল। আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে। তোমার কি মনে হয় তিরিশ হাজার ডলার জোগাড় করতে পারবে?

কোনমতেই সম্ভব নয়।

তুমি কি পরিমাণ জোগাড় করতে পারবে?

জানি না। আমার একটা হীরার আংটি আছে। এইটিই আমার সম্বল। আমাদের বিয়ের আগে রোজার আমাকে দিয়েছিল, জানি না এর দাম কত হবে। ইচ্ছা করলে তুমি এটা বিক্রি করতে পার।

একবার দেখতে দাও।

সে আমার দিকে চেয়ে থেকে পরে আঙুল থেকে আংটি খুলে আমার হাতে তুলে দিল।

ইজিচেয়ারের পাশটা দেখিয়ে বললাম, এখানে এসে বস।

সে হাতদুটো কোলের উপর রেখে বসল।

হীরার টুকরোটা মন্দ নয়। তবে এমন কিছু লোভনীয় নয় যে ব্যবসায়ীরা কেনার জন্য হুমকি খেয়ে পড়বে।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমার ধারণা পাঁচশো ডলার পেতে পার। অবশ্য তুমি যদি তাকে বল যে তোমার মত অনাহারে আছে এবং তুমি খাদ্যের অভাবে মরতে বসেছ, এবং যদি সে বিশ্বাস করে। ঠিক আছে আমরাও চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের এখন উনত্রিশ হাজার পাঁচশো ডলার দরকার।

চেস, আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ কেন? আমি কি করেছি? আমাদের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করা হচ্ছে তাই তোমাকে সাবধান করতে চাইছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করছনা, বরং আমার উপর চটে যাচ্ছ। এটা আমার দোষ নয়।

গত রাত আমার ভয়ানক ভাবে কেটেছে। তোমার সমস্যার ব্যাপারে আমার এখনই কোন আগ্রহ নেই, লুসিলি। বর্তমানে মাথা ঘামাবার মত অন্য অনেক কিছু আছে।

কিন্তু এসব তোমার নিজেরও সমস্যা। কেমন করে টাকা জোগাড় করবে?

হ্যামলেটও একদিন একই প্রশ্ন করেছিল। তোমার নিজের এ ব্যাপারে কোন মতামত আছে

হ্যাঁ, এর বেশির ভাগটা তুমি নিজেই দিতে পার, পার না?

তুমি বলেছিলে না তোমার বিশ হাজার ডলার আছে?

লুসিলি সামনে ঝুঁকে বসেছিল, তার চোখে ভয় ও উদ্বেগ।

তোমার স্বামীকে ব্যবসায়ে এই টাকাটা দিতে হবে। তার বদলে অসকারকে এই অর্থ দিলে তিনি রাগ করবেন।

চেস! ব্যাপারটা তুমি সিরিয়াসলি নিচ্ছ না! কি হয়েছে বলত? এই লোকটা বলল যে সে রোজারকে গিয়ে বলবে। আমরা সমুদ্রের তীরে প্রেম করছিলাম এবং পুলিশকে গিয়ে বলবে যে পুলিশের লোকটাকে আমি চাপা দিয়েছি। তুমি যখন গাড়ির নম্বর প্লেটটা পাল্টাচ্ছিলে তখন সে একটা ছবি তুলে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমি যতটা জড়িত, তুমিও ততটা। এখন বল আমরা কি করব?

আমরা চাই না যে এ ব্যাপারে আমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসুক। এইটিই হচ্ছে প্রথম কথা দু নম্বর, অসকারকে এক পয়সাও দেব না, আর তিন নম্বর হচ্ছে কেউ আমাদের দেখে ফেলার আগে তুমি এখান থেকে চলে যাও।

সে শক্ত হয়ে উঠল।

তুমি টাকা দেবেনা? তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে। সে পুলিশের কাছে যাবে। সে রোজারকে গিয়ে বলবে...তোমাকে দিতেই হবে।

এ ব্যাপারে কোন অবশ্য চলে না। সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত আমাদের সময় আছে, তার মানে ছ-দিন। রস যাতে জোর করে টাকা আদায় করতে না পারে সেজন্য তাকে নিরঙ করার উপায় যদি এ কদিনে না পাই। তবে খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। এ ধরনের লোকের একটা অতীত থাকে শহর থেকে চলে যাওয়ার তার যথেষ্ট আগ্রহ। তার অতীত ও কেন শহর

ছেড়ে চলে যেতে চাইছে জানার চেষ্টা করছি। যতক্ষণ না বুঝতে পারছি যে তাকে টাকা দেওয়া উচিত তার আগে তাকে এক পয়সাও দিচ্ছি না।

যদি সে জানতে পারে যে তুমি তার অতীত জানার চেষ্টা করছ, সে সেটা বরদাস্ত নাও করতে পারে। সে তখন পুলিশের কাছে যেতে পারে...

সে যাবে না। তুমি কি এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত জামাকাপড় পরে বাড়ি যাবে? আমার অনেক কাজ, তুমি থাকায় বাধা পড়ছে।

সত্যিই কি তুমি সিরিয়াস নও? অযথা তাকে চটাতে যাচ্ছ। সে টাকা তুলে নেবে।

সে পারবে না। সে বোকা নয়। সে নিজেও জানে যে তিরিশ হাজার ডলার তার পক্ষে আশাতীত। এখন তুমি কি বাড়ি যাবে?

সে অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠে দাঁড়াল।

চেস, তোমার কি মনে হয় না যে তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। চালাক হবার চেষ্টা করতে গেলে দুজনকেই জেল খাটতে হবে।

হেসে বললাম, এসব চিন্তা আমার হাতে ছেড়ে তুমি বিশ্রাম নাও। যথেষ্ট সময় আছে, এমন কি ভাগ্য ভালর দিকেও মোড় নিতে পারে।

আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না, তার পাওনা মিটিয়ে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই ভাল।

ইট্ট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তোমার পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক কারণ টাকাটা তোমার নয়। লোকটাকে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ থাকলে তোমার স্বামীর কাছে তিরিশ হাজার ডলার ধার চাও না কেন? অবশ্য তিনি দেবেন এই আশা খুবই কম।

সে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোন গাইডের পাতা উল্টে আর পৃষ্ঠায় এলাম। বিচ বুলেভার্দে বেলে-ভিউতে একজন অসকার রসের নাম পেলাম। পাড়াটা শহরের সবচেয়ে অভিজাত অঞ্চল না হলেও অনেকটা আমার পাড়ার মত।

কৌতূহল বশত আর্ট গ্যালগানোর নাম আছে কিনা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পেলাম না।

বইটা নামিয়ে আর এক কাপ কফি ঢালোম। মাথাটা আবার ব্যথা করছিল তিনটে অ্যাসপিরিন অল্প গরম কফির সঙ্গে খেয়ে নিলাম।

ঘটনাগুলো ভাবছিলাম, মিনিট দশেক পরে লুসিলি আমার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হলদে লেবু রঙের স্ন্যাক্স ও সাদা জামায় তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার ডান হাতে সাদা কাগজে মোড়া একটা হ্যারল্ডব্যাগ।

সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, চেস, এ ব্যাপারে আমাদের বাস্তব দৃষ্টি নেওয়া উচিত। আমি ভাবছিলাম....

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আর বলতে হবে না, তুমি ঠিক করেছ। আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য। আমার প্রতিটি পয়সা লোকটার হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি জান না, ব্ল্যাকমেলারকে একবার পয়সা দিলে সে বার বার আসে। রস আনন্দের সঙ্গে সমস্ত টাকা নেবে, সম্ভবত বছর খানেক চুপচাপ থাকবে। আমরা যখন ভাবব সব ঠিক হয়ে গেছে তখন হঠাৎ সে এসে হাজির হবে এবং কামড় বসাবে। এটা আমার টাকা, লুসিলি। আমার সমস্ত টাকা তখনই খোয়াবো, যখন বুঝব এছাড়া কোন গতি নেই।

সে পায়চারি করতে করতে বলল, তাহলে আমার মনে হয় রোজারকে সব ঘটনা বলাই ভাল। সে ক্ষেত্রে আমার জেলে যাওয়ার বদলে সে টাকাটা দিতে হয়তো রাজি হবে।

এ ধরনের কথা তো আগেও অনেকবার হয়েছে। মনে হয় আমার রেগে যাওয়ার আগেই তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল।

সে চোখ লাল করে বলল, এই টাকা আমাদের দিতেই হবে। যদি তুমি না দাও তবে রোজারকে বলতেই হবে।

আগের বারও এই অভিনয় করেছিলে, শেষে বলেছিলে যে তাকে কোনদিন বলবে না এবং আমার সামনে তার নাম উচ্চারণও করবে না। ঠিক আছে, যদি বলার আগ্রহ এত বেশি থাকে, তবে চল দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাক। অন্তত জানতে পারব যে প্রকৃত ঘটনা তাকে বলা হয়েছে।

তোমাকে ঘেন্না হচ্ছে, তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে উঠে হ্যারল্ডব্যাগ দিয়ে জোরে আমার মুখে আঘাত করল।

ছিট শ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সময় মত হাত তুলে আড়াল করতে আঘাতটা আমার হাতের কজিতে এসে পড়ল। তার হাত থেকে হ্যারল্ডব্যাগটা ছিটকে দেয়ালে লেগে ফেটে গেল, ভিতরের সমস্ত জিনিস ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

একটা জিনিসে চোখ পড়তেই, বিস্ময়ে চিৎকার করে বললাম, আচ্ছা এটা কি?

সে ছোঁ মেরে জিনিসটা নিয়ে শার্টের নিচে লুকিয়ে রাখল। ভীত ও বিস্মিত চোখ দুটো বড় বড় করে পিছন দিকে সরে গেল।

সে দরজার ছিটকিনি খোলার জন্য ছুটল, আমিও তার দিকে ছুটে গেলাম।

হলঘরের ভিতরে তাকে ধরে ফেললাম। সে নিজেকে মুক্ত করে সদর দরজা খোলার চেষ্টা করল। তাকে চেপে ধরে পাঁজাকোলা করলাম। সে হাত পা ছুঁড়ে আমাকে কিল লাথি মেরে কামড়াবার চেষ্টা করল। গায়ের জোর অদ্ভুত, হাত দুটো চেপে ধরার আগেই কয়েকটা ঘুষি মত পড়তে পাগলের মত হয়ে উঠলাম।

তাকে পিছন থেকে চেপে ধরে বল প্রয়োগ করলাম। সে চিৎকার করল। তাকে জোর করে হাঁটুর উপর বসাতে বাধ্য করলাম।

সে পাক খেয়ে নিজেকে মুক্ত করে আবার সদর দরজার দিকে ছুটল। আবার তাকে ধরে ফেললাম। সে মোচড় খেয়ে আমাকে লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ল। আমি প্রস্তুত ছিলাম, লাথিটা এড়িয়ে গেলাম।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তার মাথা দিয়ে আমার নাকে আঘাত করার চেষ্টা করল, একটা হাত মুক্ত করে আমার ঘাড়ে নখ বসিয়ে দিল ।

নখগুলো কেটে বসে যেতেই আমার রাগ বেড়ে গেল । অনেকটা যেন এক বন বিড়াল ধরার চেষ্টা করলাম । সে হাঁটু দুটো উপরে তুলে আমার বুকে জোরে আঘাত করল এবং নিজেকে মুক্ত করে ছুটে পালাতে গিয়ে জিনিসটা মাটিতে পড়ে গেল ।

জিনিসটা তুলে দেখলাম গাড়ি চালানোর পারমিট ।

ভাল ভাবে দেখলাম লুসিলির নামে পারমিট, দু বছর আগে দেওয়া হয়েছিল ।

তার দিকে দেখলাম ।

সে নড়ল না । এক কোনে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল ।

দ্বাদশ পায়ছেদ

০১.

পারমিটটা পকেটে পুরে ক্রন্দনরত লুসিলির দিকে পিছন ফিরে বাথরুমে গেলাম।
টয়লেটে বেসিনের জলে ঘাড়ের কাটা জায়গাটা ধুতে থাকলাম। রক্ত পড়া বন্ধ হলে
আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হচ্ছিল এতক্ষণ নিশ্চয়ই কোথাও মারামারি করছিলাম।

শোবার ঘরে এসে পায়জামা পালটে একটা গলাখোলা শার্ট ও স্ল্যাক্স পরে লাউঞ্জে এসে
সমুদ্রের বালি ও পাম গাছগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলাম।

এমন সময় একটা শব্দ হতেই পিছনে ফিরে দেখলাম লুসিলি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।
কাঁপা কাঁপা গলায়...চেস...আমি সব বুঝিয়ে বলছি...সত্যি...আমি...।

ঠিক আছে, ভিতরে এসে সব বুঝিয়ে বল। শুনতে মন্দ লাগবে না, যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি
যে তুমি প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী। এখন সত্যিই যদি তোমার কার্যকলাপ বুঝিয়ে বল,
তার তোমাকে অস্কার পুরস্কার দেওয়া উচিত।

সে একটা চেয়ার নিয়ে বসতে বসতে বলল, দয়া করে শোন, চেস..আমি জানি তোমার
পরিমাণ রাগ করা উচিত, কিন্তু আমি কখনও তোমার কাছে মিথ্যা বলিনি। তার মুখে
একটা নিরপরাধ ভাব। কোনদিন যদি পারমিট চাইতে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতাম। এ রকম
ব্যবহার তোমার উচিত হয়নি।

দেখ, আমাকে তুমি রাগিয়ে দিও না।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে বলল, অত্যন্ত দুঃখিত, চেস। তোমাকে রাগাতে আমি চাই না কোনদিনই তোমার কাছে মিথ্যা বলিনি, যদি, তুমি আমাকে বিশ্বাস না কর...।

উঃ, এসব কথা ছাড়া তোমার কথাগুলো শোনা যাক। গাড়ি চালানো শিখতে চাওয়া আর কি একটা ধাপ্পা?

দেখ চেস, তোমাকে যে মুহূর্তে প্রথম দেখি সেদিনই তোমার প্রেমে পড়ি।

সেই মুহূর্তটা কখন?

যেদিন রাতে তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছিলে-আমাকে দেখেছিলে।

মনে হল অনেক অনেক দিন আগের কথা।

যখন নিজের দেহটাকে আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলে? সেই সময়?

হ্যাঁ, আমি অত্যন্ত একা, চেস। একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কষ্ট তুমি বুঝবে না। অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। আমি জানতাম তোমার কাছে আনন্দ পাব। সেইজন্যেই আমি গাড়ি চালাতে শিখতে চাওয়ার ভান করি।

ইটো অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

প্রশংসার ভঙ্গিতে বললাম, বাঃ, সত্যিই দারুণ ব্যাপার। কেবলমাত্র আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য একটা ওজর খুঁজছিলে?

সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, হয়ত কোনদিনও তোমাকে একথা বলতাম না চেস, কারণ প্রেম এমনই জিনিস মেয়েরা মুখ ফুটে বলতে পারে না।

আমার কিন্তু মনে পড়ছে যখন আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম, তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি আমাকে ভালবাস কিনা? তুমি কিন্তু অবাক হয়ে আমার উপর রেগেও গিয়েছিলে।

সে অস্বস্তিভরে বলল, আমি-আমি ভেবেছিলাম ভালবাসি এটা স্বীকার করে নেওয়া বিপজ্জনক। আমি-আমি সেটা চাইনি...

লুসিলি, আমি তোমাকে কোন অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলতে চাই না। তুমি গাড়ি চালাতে না জানার ভান করেছিলে কেবলমাত্র মজা মারার জন্য? আমি সোজাসুজি উত্তর চাই।

না, ঠিক তা নয়। তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। জানলে তুমি খুশি হবে। ভেবেছিলাম।

আচ্ছা, এখন তো আমাকে চিনেছ। এখন কি আমাকে তোমার ভাল লাগছে?

নিশ্চয়ই। যার প্রেমে পড়েছি তাকে জানা ভাল। যে কোন মেয়ের জীবনে প্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। রোজার আমাকে ভালবাসে না।

এটা কখন আবিষ্কার করেছ, বিয়ের পরে না আগে?

সে যে আগে অভিনয় করেছিল সেটা মনে পড়তেই বলল, বিয়ের পরে এটা জানতে পারি। আমার উপর তার আর কোন আগ্রহ নেই।

কেন নেই? আশ্চর্য কথা।

সে বৃদ্ধ। তাছাড়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন।

বুঝতে পারছি। তোমার প্রতি অনুরক্ত এমন কোন মানুষকে খুঁজে নিতে চেয়েছিলে এবং সেইজন্যেই আমার উপর তোমার দৃষ্টি পড়ে।

তোমার রাগ করার কারণ বুঝতে পারি, চেস। তোমার জায়গায় আমি হলে এইরকমই মনে করতাম। তোমার রাগ করার জন্য একটুও দোষ দিচ্ছি না। এর অনেকটা দোষ আমার। আমি অত্যন্ত একা বোধ করি। তুমি আমার জীবন আবার সজীব করে তুলেছিলে।

হ্যাঁ, আমার জীবনেও তুমি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিলে। তুমি সব কিছুই বলেছ। এখন সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা যাক। তুমি নিশ্চয়ই বছর দুয়েক গাড়ি চালান শিখেছ, তাই না?

না, না, বছর দুই গাড়ি চালাচ্ছি না। আমার একটা পারমিট ছিল বটে। কিন্তু খুব বেশি চালাইনি। রোজার তার গাড়ি ব্যবহার করতে দিত না। হপ্তা দুয়েক চালিয়েছি, সে বলত আমি নাকি খুব জোরে গাড়ি চালাই সে জন্য আমাকে গাড়ি চালাতে দিত না।

যখন তুমি আমাকে শেখাতে বল তখন বুঝি আবার নতুন করে শিখতে চেয়েছিলে?

হ্যাঁ।

পারমিটটা তার কোলের উপর ছুঁড়ে দিলাম।

আশা করি তুমি এটা প্রমাণ করতে পারবে। তোমার স্বামীর ড্রাইভারকে যদি জিজ্ঞাস করা হয় কখনও তুমি গাড়ি ব্যবহার করতে কিনা। তোমাকে আমি সন্দেহ করি, লুসিলি। একজন- শিক্ষানবীসের পক্ষে পুলিশের লোককে চাপা দেওয়া এবং একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভারের চাপা দেওয়া এক নয়। আদালতে বিচারক যখন তোমার পারমিট দেখবেন, তখন অন্যরকম হবে।

এভাবে কথা বলবে না। তুমি কেবল আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ।

সত্যিই তোমাকে ভয় দেখানোর ইচ্ছা আমার আছে, লুসিলি। তোমার বিশ্বাস তুমি এভাবে ছাড়া পেয়ে যাবে, তাই না?

এই প্রথম বোঝা গেল সে ক্রমশ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং তাকে অত্যন্ত বিরক্ত হতে হল।

তুমি কি বলতে চাইছে বুঝতে পারছি না, সে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল।

বুঝতে পারছনা? আমাকে একটু অনুগ্রহ করবে? তোমার হতাশা, তোমার স্বার্থ এবং তোমার সমস্যা নিয়ে আমার এখান থেকে চলে যাবে? তোমার যৌন-আবেদন, তোমার

ছেলেমানুষি ভাব এবং তোমার লোভনীয় দেহ আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে নেবে? তোমার রাতের পোশাকে যখন তুমি তোমার দেহটাকে তুলে ধরেছিলে, তখন সত্যিই আমি আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। যখন তোমাকে গাড়ির ভিতর দেখি তখন আবার আমার অনুরাগ জেগে ওঠে। আবার সমুদ্রের ধারে যখন তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছিলে যেন যে-কোন মুহূর্তে আমাকে দেহদান করবে, কোন স্বার্থে বা মূল্যে নয়, তখনও অনুরাগ কম জেগে ওঠেনি। কিন্তু সেই সব ঘটনার পর আমার চোখ খুলে গিয়েছে। তোমার প্রতি কোন আগ্রহই বর্তমানে আমার নেই। আমার ধারণা তুমি প্রতারক। আমি জানি তুমি একজন মিথ্যাবাদী। এটাও জানি, যে কোন কারণেই হোক তোমার টাকার প্রয়োজন। কোনমতেই এ টাকা আমার কাছ থেকে পাবে না। অন্য কোন লোককে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কর। আমার মত তোমার ফাঁদে পা দেবার হাজার হাজার লোক আছে। আবার চেষ্টা কর। তবে এমন লোক বেছে নেবে যার বুদ্ধিসুদ্ধি কম। আমার উপদেশ নাও, তবে আমার আশা ছেড়ে দাও। যদি তাড়াতাড়ি চেষ্টা কর আর একজনকে নিশ্চয়ই বাগাতে পারবে। তোমার শুভ কামনা করি, এখন তোমার সুললিত দেহটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

আমার দিকে চেয়ে সে চুপ করে বসে রইল। তার মুখটা ফ্যাকাসে এবং চোখদুটো কঠিন ও চকচকে দেখাচ্ছিল।

তুমি কি বলতে চাইছে বুঝতে পারছি না, সে শেষ পর্যন্ত বলল। তার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়ছিল। আমাদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারলে কি করে? আমাদের ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে! এ ব্যাপারে আমি যতটা জড়িত তুমিও ততটা! আগেই বলেছি কেন আমার একটা ড্রাইভিং পারমিট আছে। কিন্তু তাতে সমস্ত ঘটনাটার পরিবর্তন হওয়া

উচিত নয়। এই লোকটা তিরিশ হাজার ডলার চায়, নাহলে রোজারকে আমাদের কথা বলবে। এই অবস্থায় আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারলে কি করে?

উঠে দাঁড়ালাম।

বল, লুসিলি, কতদিন তুমি ও অসকার একসঙ্গে কাজ করেছ? কতদিন লোকের এভাবে রক্ত চোষার চেষ্টা করছ? তোমার ঘাড় ধরে বার করে দেবার আগে এই কথাটা বলে যাও।

সে ভয়ঙ্কর রেগে তার হাত দুটো নিয়ে আমার দিকে ছুটে এল। আমি তৈরিই ছিলাম। তার মনিবন্ধ চেপে ধরে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার থেকে উঠিয়ে নিলাম ও হাতটা বাঁকিয়ে পিছন দিকে চেপে ধরলাম।

সে যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। তাকে এক পাক ঘুরিয়ে মনিবন্ধটা ছেড়ে দিয়ে তার বাহু চেপে ধরলাম ও তার হিংস, জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দিকে চেয়ে রইলাম।

বল, এবার উত্তর দাও। কতদিন ধরে তোমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করছ?

তুমি ভুল করছ, ঐ লোকটার সঙ্গে আমি কোনদিনই কাজ করিনি। কি করে এ ধারণা হল?

ফাজলামি করবে না। আমাকে সেই নির্জন সমুদ্রের তটে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি কাঁদ পেতেছিলে। সেখানে অন্য কেউ ছিল না। গতকাল আমি জায়গাটা দেখে এসেছি।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সেখানে তোমার ও আমার ছাড়া আর কারও পায়ের চিহ্ন ছিল না। রস সেখানে যায় নি। কি ঘটেছিল সে জানত, তুমিই তাকে সব বলেছিলে। তোমার স্বামীর ব্যবসায়ের যে বিশ হাজার ডলার খাটাব ঠিক করেছিলাম, তোমরা দুজনে সেটা বাগাবার তালে ছিলে। তোমার স্বামী তোমাকে এসব বলেছিলেন, তাই না? সেই জন্যেই তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিন একথা বারবার জিজ্ঞাসা করছিলে। তুমি রসকে সব বলেছিলে এবং দুজনে ব্ল্যাকমেল করে আমার কাছ থেকে টাকাটা বাগাবার চেষ্টা করেছ। যেদিন তোমাকে টেলিফোনে বলি যে সমস্যার একটা সমাধান হয়েছে, তুমি সেদিন খুশি হওনি। আমি রিসিভার নামিয়ে রাখামাত্র তুমি ফোন করে রসকে সব জানিয়ে দাও। সে প্রথমে এসে দেখল আমি কি করছি এবং আসার সময় একটা ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসেছিল। এখন পারলে তোমার বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা মিথ্যা করে বলতে পার।

সে চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগল।

বাইরে এসে কিছু পানীয় ঢেলে বরফ মিশিয়ে গ্লাসটা নিয়ে ফিরে এলাম, তখন সে কান্না থামিয়ে চোখ মুছছিল।

চেস.....।

আবার শুরু করা যাক। ইতিমধ্যে আর কি কি গল্প বানাতে?

চেস, আমাকে এত কষ্ট দিও না, এবারের ভঙ্গি একটু নতুন। আমি কিছুই জানি না, সে-সে বেশ কয়েকমাস ধরে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

অল্প স্কচ পান করলাম ।

তুমি বলতে চাও অসকার তোমাকে কয়েকমাস ধরে ব্ল্যাকমেল করছে?

হ্যাঁ

সুতরাং তুমি ভাবলে যে অসকার যদি একই সঙ্গে আমাকেও ব্ল্যাকমেল করে তবে ভাল হয়?

আমি এড়িয়ে যেতে পারিনি। সে কোন রকমে জেনেছিল যে তোমার অনেক টাকা আছে...।

নিশ্চয়ই তুমি বলেছিলে?

না দিব্যি করে বলতে পারি আমি বলিনি, সে নিজেই জেনেছিল।

রেগে বললাম, দেখ বাজে কথা বল না। ভগবানের দোহাই, এমন গল্প বানাবে যেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়। কেবল আইকেন ও তুমি জানতে যে আমি কি পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ে খাটাব। আইকেন কিছুতেই বলবেন না। সুতরাং তুমিই বলেছ।

আমি-আমি তাকে বলতে চাইনি চেস। তুমি এটুকু বিশ্বাস রেখ। আমরা দুজনে কথা বলছিলাম এবং বলেছিলাম, এমন একজনকে চিনি যার অনেক টাকা আছে। আমিও যদি এত টাকার মালিক হতে পারতাম। এমনি কথাগুলো...মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, ইচ্ছা করে তাকে বলিনি।

তাহলে তুমিই বলেছিলে?

সে আবার হাঁটুর ভিতর হাত দুটো ঘষার কৌশল রপ্ত করতে লাগল।

হ্যাঁ, তবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি।

সে কেন মাসের পর মাস তোমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছিল?

সে ইতস্ততঃ করছিল এবং অস্বস্তি ভরে বলল, আমি সে কথা বলতে পারব না চেস। এটা-এটা অত্যন্ত গোপনীয়। এমন কিছু আমি করেছিলাম...।

কোন আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়ার মত ঘটনা?

না, সেরকম নয়। আমি আগে কখনই এরকম করিনি।

বেশ ঠিক আছে, বলে ফেল। সে তাহলে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল এবং তা সত্ত্বেও তুমি বেশ খোশ মেজাজেই তার সঙ্গে গল্প করছিলে, যেমন ধর তোমার স্বামীর কর্মচারীদের নিয়ে এবং তাদের কার কত টাকা আছে সে সব নিয়ে।

না, এসব নিয়ে নয়...

বাজী রেখে বলতে পারি এসব নিয়ে। যাই হোক, আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়া, তোমাকে গাড়ি চালান শেখাতে বলা তারই আইডিয়া, কি বল?

হা ।

তুমি আমাকে কেন সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়েছিলে তা জানতে না । কি বল?

না না, সে বলেনি ।

যেহেতু সে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করে সেজন্য তার কথামত তুমি ওঠা বসা কর । কি বল?

তার মুখে রক্ত জমা হল ।

সে যা বলে তাই আমাকে করতে হয় ।

তুমি কি তাকে টাকা দাও?

সংকুচিত মুখে সে বলল, না, কোন টাকা দিইনি ।

সে তাহলে ব্ল্যাকমেল করে কেবল তার ইচ্ছেমত তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে ।

হ্যাঁ ।

আমার সঙ্গে সেদিনের ছোট্ট অভিনয়ের পর তুমি গাড়ি চালিয়ে যেভাবেই হোক একজন পুলিশকে চাপা দাও । তাড়াতাড়ি কাছের কোন জায়গা থেকে তাকে ফোন করে বল যে তুমি একজন পুলিশকে চাপা দিয়েছ । সে দেখল আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মত এটা

ইট্ট শ্যাম্ভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

মারাত্মক অস্ত্র এবং তোমাকে উপদেশ দিল আমার বাংলাতে গিয়ে আর এক দফা অভিনয় করতে। তার কথামত তুমি বারবার আমাকে অনুরোধ করতে লাগলে দায়িত্ব আমার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্যে। সে তোমাকে আশ্বাস দিল টাকাটা আমার কাছ থেকে সে নেবে। যেহেতু তুমি তার কথায় ওঠবস, সেহেতু তার উপদেশ মত কাজ করলে।

সমস্ত ঘটনাটা এভাবে ঘটে নি, চেস। আমি ফোন করিনি। আমি এখানে এসেছিলাম।

তোমাকে বিশ্বাস করি না, লুসিলি। আমি বিশ্বাস করি না রস তোমাকে ব্ল্যাকমেল করেছে। আমি বিশ্বাস করি তুমি এবং রস একই সঙ্গে এই ব্যবসা চালাচ্ছ।

ভুল করছ, চেস! দিব্যি করে বলছি আমরা ব্ল্যাকমেল করি না, সে বলল, আমি যা বলেছি। তাই সত্যি।

তাকে চেয়ে দেখছিলাম, সে মিথ্যা বলছে।

ঠিক আছে, দুজনে এক সঙ্গে গিয়ে রসের সঙ্গে কথা বলব। তার কি বলার আছে শুনতে চাই। তুমি অপেক্ষা কর, পোশাক পালটে এখনই আসছি। তুমি আর আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

তার প্রতিবাদ করার আগেই লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। শোবার ঘরটায় এলাম। সে-ঘরের দরজাটা খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

লাউঞ্জের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। লুসিলিকে হলঘরে ঢুকতে এবং সেখান থেকেই আর শোবার ঘরের দিকে চাইতে দেখলাম, সে লাউঞ্জে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটু পরে টেলিফোন করার শব্দ পেলাম।

তার জন্য যে ফাঁদ পেতে রেখে এলাম সে তাতে পা দিল।

পা টিপে টিপে দরজার কপাটে কান পেতে শুনতে লাগলাম।

তাকে বলতে শুনলামঃ আমি এখন কি করব? মনে হয় না সে টাকা দেবোনা...আর সামলাতে পারছি না, তোমার কিছু করা দরকার...।

হাতলটা ঘুরিয়ে ঢুকলাম।

লুসিলি টেলিফোনের কাছ থেকে সরে এল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, বললাম। অপরাধীর মত চেয়ে থেকো না, তোমার কথা শুনেছি। এবার স্বীকার করবে তুমি তাদের দলে।

সে আমার দিকে চেয়ে রইল। তাকে আর সুন্দর বা তাজা যুবতী দেখাচ্ছিল না। তাকে বয়স্কা, পরাজিত এবং ফাঁদে ধরা-পড়া জীবের মত দেখাচ্ছিল।

নিজেকে খুব চালাক ভেবেছ, তাই না?

ঠিক আছে, আমি দোষ স্বীকার করছি। কিন্তু টাকা তোমাকে দিতে হবে। তুমি প্রমাণ করতে পারবে না আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তোমার একটা ছবি আমার হাতে আছে। যদি টাকা না দাও তোমার ছবি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি অন্য জায়গায় ছিলাম প্রমাণ করতে পারব। আমার লোক আছে, যারা সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, দুর্ঘটনার সময় আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। টাকা দেওয়া ছাড়া তোমার গত্যন্তর নেই।

গাড়ির পিছনের চাকার রক্তের দাগগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম দাগগুলো কি করে হয়েছিল। ডলোরেস এবং নাটলের মত ও ব্রায়ানকেও হত্যা করা হয়েছিল।

তুমি ও রস তাকে হত্যা করেছিলে, তাই না? ধাক্কা দেওয়াটা মিথ্যে ঘটনা। তুমি তার মাথায় আঘাত করেছিলে, পরে ক্যাডিলাকটার পিছনের চাকা দিয়ে তাকে চাপা দিয়েছিলে। না ভেবে কাজ করায় তোমরা বিরাট ভুল করেছিলে। ভুল করে পিছনের চাকা দিয়ে তাকে চাপা দিয়েছিয়ে এটা এত বড় ভুল, লুসিলি যে হত্যাকারীর তার জন্য ফাঁসি হতে পারে।

সে ফ্যাকাশে মুখে বলল, আমি তাকে হত্যা করিনি।

তুমি ও রস তাকে হত্যা করেছিলে। এক টিলে তোমরা দুটো পাখি মারতে চেয়েছিলে, চাও নি? তোমরা ও'ব্রায়ানের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলে এবং আমার কাছ থেকে বিশ হাজার ডলার বার করতে চেয়েছিলে।

ইট গ্যাভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কর্কশ স্বরে সে বলল, কথাটা ঠিক নয়। তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। আমি তাকে হত্যা করিনি। যদি তুমি আমাদের টাকা না দাও...

কোন মতেই টাকা পাচ্ছ না। সামনের বিকেলটা খুব ব্যস্ততায় কাটাৰ। আমি জানতে চাই কেন তোমরা ও ব্রায়ানকে হত্যা করেছিলে। আমি তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি না। তোমার হাত-পা বেঁধে এখানে রেখে যাব। আমি যা জানতে চাই যতক্ষণ না তা জানতে পারি।

সে ভয়ে পেছন দিকে হটতে শুরু করল, আমার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করো না। আমাকে এখানে রেখে যেতে পারবে না।

তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, যদি শান্তভাবে আত্মসমর্পণ না কর তবে বল প্রয়োগ করতে হবে। গলার কাছটা যেমন আঁচড়ে দিয়েছিলে যদি সেরকম খারাপ ব্যবহার কর তবে বাধ্য হয়ে আমাকেও খারাপ ব্যবহার করতে হবে।

সে পাক খেয়ে জানালার দিকে ছুটল কিন্তু তার আগেই ছুটে গিয়ে তার বাহু চেপে ধরে এক পাক ঘুরিয়ে দিলাম। সে আমার মুখ আঁচড়ে দেবার চেষ্টা করছিল, তার হাতে দুটো ধাক্কা মেরে সরিয়ে জোরে মুখের চোয়ালে আঘাত করলাম। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সে জড়বস্তুর মত আমার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

তাড়াতাড়ি তার হাত দুটো পিছনে টেনে তার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। তাকে চ্যাংদোলা করে শোবার ঘরে নিয়ে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে জামা ও টাই পরে জুতো পালটে নিলাম। দেখলাম সে নড়তে শুরু করেছে।

রান্নাঘর থেকে একটা দড়ি এনে বিছানার সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলাম।

সে চোখ খুলে আমার দিকে চাইল, ভয়ে পূর্ণ চোখ।

অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু তোমার এটা প্রয়োজন ছিল। তোমাকে এভাবে ফেলে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই। যত শীঘ্র পারি ফিরব। চুপ করে শুয়ে থাক, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

সে হিংস্রভাবে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি, এর শোধ নেব।

সব ঠিক আছে দেখে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমাকে ছেড়ে যেও না। ফিরে এস।

ঘাবড়িও না। বেশি দেরি করব না

বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

প্যাসেজ দিয়ে যখন যাচ্ছি তাকে প্রাণভয়ে চীৎকার করতে শুনলাম। চেস আমাকে ছেড়ে যেও না। দয়া করে আমাকে ছেড়ে যেও না।

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হেডলি ডেজ

আমি ভ্রম্বেপ না করে বাংলোর সদর দরজায় তালি দিয়ে বুক গাড়িটার দিকে ছুটে
গেলাম ।

শ্রোদশ পৱিচ্ছেদ

০১.

বেশ কয়েকটা খবরের কাগজ কিনলাম শহরে এসে এবং বুকু ফিরে যাবার সময় খবরের শিরোনামাগুলো দেখলাম। ডলোরেস ও নাটলের হত্যাকাণ্ড প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তাতে কিছুই নেই।

এমন জায়গায় গাড়িটা ছিল যেখানে গাড়ি রাখা নিষেধ, সেজন্য গাড়িতে এসে তাড়াতাড়ি স্লিমস বারের দিকে ছুটলাম, যেখানে পরবর্তী কার্যকলাপ ঠিক করার আগে স্যান্ডউইচ ও বীয়ারের সঙ্গে খবরের কাগজগুলো পড়তে পারব।

বার প্রায় খালি, এক কোণে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে জো ফেলোস বসেছিল। দুজনেই বিফ প্যাটিসের সঙ্গে বীয়ার খাচ্ছিল। দৃষ্টির আড়ালে যাবার আগেই জো ফেলোস আমাকে দেখে, এই যে চেস, এদিকে এস।

একটা স্যান্ডউইচ ও বীয়ার আনতে বলে জোর বুখে এসে ঢুকলাম।

জো বলল, ভেবেছিলাম গলফ খেলতে গিয়েছ, বস, বস। জিম বাকলের সঙ্গে পরিচয় করে নাও। ইনি হচ্ছে ইনকোয়ারার পত্রিকার প্রধান ব্যক্তি।

কেবলমাত্র ইনকোয়ারার পত্রিকাই সেকথা জানেনা, বাকলে বলল। বেঁটে, মোটা, মাঝবয়সী ভদ্রলোক, চোখের দৃষ্টি অনুসন্ধানী।

আমার ঘাড়ের কাটা দাগগুলোর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, দেখ ভাই, মেয়েটা নিশ্চয়ই বেশ চড়া দামে তার আত্মসম্মান বিক্রি করেছে।

জো অবাক হয়ে চাইল।

আমি বললাম, কিছু ভাববেন না, ব্যাপারটা অনেকটা এই ধরনের—একটা ছেলে একটা মেয়েকে প্রায় বিরক্ত করে। বোকার মত আমি তাতে বাধার সৃষ্টি করেছিলাম। দেখা গেল মেয়েটা আমার বাধা দেওয়া পছন্দ করল না। আমি যে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলাম এটাই আশ্চর্য।

দুজনেই হেসে উঠল। কিন্তু জো আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আলোচনার বিষয় পালটাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, রবিবারের দিনে তুমি এখানে কি করছ?

এর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে সারাটা দিন কাটাতে বলে ঠিক করেছিলাম, জো বাকলের দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, এখন বলছে কাজ আছে। সুতরাং এখন একাই যেতে হবে। অবশ্য তুমি যদি রাজী হও।

ইচ্ছে ছিল জো, কিন্তু নানা কাজে বাঁধা।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

যতক্ষণ মেয়েটা বাঁধা আছে ততক্ষণ আপনারা দুজনে মানিকজোড় হতে পারেন, বলে বাকলে, হো হো করে হেসে উঠল।

মনে পড়ল লুসিলি আমার বিছানায় বাঁধা অবস্থায় আছে। অবচেতন মনে সে সত্যি ঘটনার কাছাকাছি এসে পড়েছে।

এই ইনকোয়ারারটা কি আপনি এখানে কিনেছেন? আমাকে সীটের উপর কাগজটা রাখতে দেখে বলল।

হ্যাঁ, আপনার দরকার?

গত রাতে আমি যে খবরটা পাঠিয়েছিলাম সেটার কি হল এখনও দেখার সুযোগ হয় নি। সে কাগজটা খুলে সামনের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি বোলাতে লাগল। কাগজের পাতা উল্টিয়ে দেখে আমাকে ফিরিয়ে দিল। তিন হাজার শব্দ প্রায় রক্ত ও স্ফচ দিয়ে লেখা বলা চলে। আর নিষ্ঠুর বদমাশ তাকে দুশো শব্দে কমিয়ে এনেছে। এদের জন্য কাজ করি ভাবতেও ঘেন্না হয়।

জো বলল, জিম সেই গাড়ি চাপা দেওয়ার খবরটা পাঠাচ্ছে এবং সেটার তত্ত্বাবধানে আছে।

স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে চিবোতে লাগলাম আর বললাম, সত্যি? আজ সকালে খবরটা পড়ার সময় পাইনি। কোন নতুন খবর আছে?

বাকলে গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ।

নতুন? দেখুন, এই খবরটা এখন সাংঘাতিক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এমন কি, এর উপর বর্তমান শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনও আসতে পারে।

জো বলল, বাজে কথা ছেড়ে আমাদের আসল কথায় আসা যাক। খবরটা যদি এতই আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তবে প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে দেওয়া হল না কেন?

কারণ এখনও আমরা সব কিছু তথ্য জানতে পারিনি। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

জো অধীর হয়ে বলল, কি ব্যাপারে? কোন্ ঘটনার কথা বলছ?

বাকলে বলল, বলছি। ও'ব্রায়ান মারা না গেলে তার সম্বন্ধে লোকে কিছুই জানতে পারত না। ও'ব্রায়ান দারুণ ভাল লোক ছিল বলে সুলিভা যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল সেটা শুনতে ততদিনই ভাল লাগছিল যতদিন না আমরা ও'ব্রায়ানের ব্যাপারে তদন্ত করি। প্রকৃত ঘটনা জানতে পারা গেছে। ব্যাঙ্কে তার প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার এবং পাম ক্রেসেন্টে তার সুন্দর একটা বাংলো আছে। যা একমাত্র সিনেমা তারকাদেরই থাকা সম্ভব। পুলিশের কোন লোক এভাবে থাকা মানে ঘুষ। তার এই সব ব্যাপার জানতে মাত্র দুজন। যে যে মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, একজন নাইট ক্লাবের গায়িকা এবং তার এজেন্ট নাটলে। তাদের ভাগ্যে গত রাতে। কি ঘটেছে জানেন?

জো গোল গোল চোখে তার দিকে চেয়েছিল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

তাদের দুজনকেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ওয়াশিংটন হোটেলে নাটলের বুকো গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। হোটেলের রাতের কেবিনকে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলা হয়েছে। হত্যাকারী ভিতরে এসে কোন ঘরে নাটলে আছে জানতে চেয়েছিল তারপরেই তাকে হত্যা করে। শেষে উপরে গিয়ে নাটলেকে হত্যা করে। মেয়েটা যখন তার ম্যাডক্স আর্মসের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তাকে হত্যা করা হয়।

জো বলল, এত বড় ঘটনা কাগজে নেই।

হ্যাঁ, আছে মাত্র দশ লাইন। কিন্তু আগামীকাল কাগজের প্রথম পাতায় সবচেয়ে বড় খবর হবে। আমরা এর উপর তদন্ত করছি। ও'ব্রায়ানের জোচ্ছুরি জানার চেষ্টা করছি। পুলিশ কমিশনার মনে করেন ও'ব্রায়ান কয়েকটি প্রতারক দলের সঙ্গে জড়িত ছিল। সুনিভা কিন্তু মনে করেন লোকটা ব্ল্যাকমেলার ছিল।

যে মেয়েটা গতকাল খুন হয়েছে সে কি লিটল ট্যাভার্ন নাইট ক্লাবে গান করত? স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ। সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু টাকার জন্য গান করতে হত।

লিটন ট্যাভার্নের প্রকৃত মালিক কে?

বাকলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সত্যিই রহস্যময়। আমি জানার চেষ্টা করেছি। রেজিস্ট্রি করা আছে আর্ট গ্যালগানো নামে জনৈক ব্যক্তির নাম। কিন্তু কেউ জানে না লোকটি কে। আমার

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ধারণা শহরে ঐ নামে কোন লোক বাস করে না। ক্লাবটা চলায় জ্যাক ক্লড নামে একজন। কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

শুনেছি গতকাল রাতে ক্লাবের উপরতলায় এক জুয়ার আড্ডা বসেছিল এবং বাজীর হার ছিল খুব চড়া।

বাকলে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, এটা কথার কথা। এই শহরে জুয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন মাতব্বর লোক আড্ডা খোলার তালে ছিল, কিন্তু পুলিশ কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্যম নষ্ট করে দেন। লিটল ট্যাভার্ন তিন বছর হল চালু হয়েছে। জুয়ার আড্ডা থাকলে নিশ্চয়ই শুনতাম।

আপনি কি সঠিক জানেন? গত রাতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। একজন আমাকে বলল যে উপরে জুয়ার আড্ডা আছে।

বাকলে আমার উপর দৃষ্টি রেখে বলল, এক মিনিট, এই অঞ্চলটা ও'ব্রায়ান তদারকি করত। সে নিশ্চয়ই ক্লাবের এই সব আড্ডা গোপন রেখে থানায় কোন রিপোর্ট পাঠাত না। এটা দারুণ খবর। তাহলে এখানেই সে ঘুষের টাকা পেত। আপনি কি প্রায়ই সেখানে যান?

প্রায়ই যাই না তবে মাঝে মাঝে যাই।

আপনি কি সেখানে গিয়ে দেখবেন জুয়ার টেবিল আছে কি নেই?

মাঝখানে জো বলল, এই! তোমারও কিছু সাহস থাকা উচিত। তাহলে চেস কেন তোমার নোংরা কাজগুলো করতে যাবে?

বাকলে বলল, উপরে জুয়ার আড্ডা আছে কিনা দেখার সুযোগ একজন পুলিশের পক্ষে যতটা কষ্টকর আমার পক্ষেও একই রকম। কিন্তু ইনি সেখানে যান। যদি ইচ্ছা করেন তবে আমাদের কেন সাহায্য করবেন না?

যদি সম্ভব হয় তবে আমি আপনার রহস্য জানার চেষ্টা করব। আজ বিকেলে সেখানে যাব এবং যদি সুযোগ পাই আপনাকে ফোনে জানাব।

জো অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল আর বাকলে এগিয়ে এসে আমার গায়ে হাত বোলাতে লাগল।

আপনিই হচ্ছেন মানুষের মত মানুষ। ইনকোয়ারার কোনদিনই আপনার অবদান ভুলবে না। পরের বার আপনার সেলসম্যান যখন বিজ্ঞাপনের জন্য আসবে তখন বরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করব।

ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বার করে আমার হাতে দিয়ে যদি আমি ধারে কাছে না থাকি তবে জ্যাক হেমিংসের সঙ্গে যেন দেখা করি। যে কোন প্রয়োজনে সে সাহায্য করবে। সত্যিই যদি উপরে জুয়ার আড্ডা থাকে তবে বেশ ঝামেলার ব্যাপার। শুনুন, আপনি যদি আমার অফিসে আসতে পারেন তাহলে আপনাকে একটা ক্যামেরা দেব। তাদের আড্ডার ছবি যদি একটা তুলে আনতে পারেন তাহলে আমরা ওদের বেকায়দায় ফেলতে পারি।

মনে হয় না তারা সেটা বরদাস্ত করবে।

ক্যামেরাটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। এর লেন্সটা আপনার বোতামের গর্তে ফিট করা থাকবে। আপনার করণীয় হচ্ছে পকেটের ভিতর লুকিয়ে রাখা শার্টার টিপে ধরতে হবে। বাকী কাজটুকু লেন্স এবং ফিল্মে হয়ে যাবে। জুয়ার আড্ডার একটি ছবি এনে দিন মিঃ স্কট। কাগজের কর্তৃপক্ষ আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

আশা করি পারব।

সে আমার হাতে আনন্দে চাপড় মারল।

চলুন এখান থেকে ওঠা যাক। আমার বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন চলুন।

জো হঠাৎ হাতের উপর দিকটা চেপে ধরল, এক মিনিট চেস তুমি অযথা ঝামেলা ঘাড়ে তুলে নিচ্ছ। ধর, তুমি আর আমি যদি যাই তাহলে কেমন হয়?

না, জো, দুজনে গেলে অযথা ভিড় হবে। আমি কোন ঝামেলায় গিয়ে পড়ছি না। ঝামেলার মোকাবিলা করতে চলেছি।

বাকলে বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়। এতে ঝামেলার কিছু নেই। সত্যিই যদি আড্ডা থাকে তবে পুলিশ কমিশনারের গদি কাঁপিয়ে দিতে পারব।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

একই ব্যাপার। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। দুজনে ভিড় হবে ঠিক কিন্তু বিপদের সময় রক্ষা পাওয়া যাবে।

না, জো। আমি নিজেই হয়ত উপরে যেতে পারবো না। দুজনের পক্ষে তো অসম্ভব। আর বিকেলে হয়ত আঞ্জা নাও বসতে পারে।

জো জেদ করে বেরিয়ে, আমি তোমায় সঙ্গে আসছি, চেস। যদি প্রয়োজন হয় বাইরে অপেক্ষা করব।

আমি জানি, কোন কাজে একা করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি।

তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই না, জো। আমি নিজের শখের সঙ্গে ব্যবসাকে জড়িয়ে ফেলেছি কিন্তু তুমি অযথা প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে।

বাকলে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিচে গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুব দাও গে, জো। আমার বন্ধুর সঙ্গে আমার অন্য দরকার আছে। তুমি সাঁতার দাও গে। বলে আমায় হাত ধরে টানতে টানতে বুকুর কাছে নিয়ে এল।

পথে জিজ্ঞাসা করলাম, লেন মেয়েটাকে কে মেরেছে এ সম্বন্ধে পুলিশের কি কোন ধারণা আছে?

নাম না জানলেও তাকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের কাছে তার আঙুলের ছাপ আছে এবং লোকটার চেহারার বিবরণও তারা জানতে পেরেছে। আমার ধারণা

লোকটা হয় পাগল। নয়ত একেবারে শিক্ষানবীস। সমস্ত জায়গা জুড়ে সে আঙুলের ছাপ রেখে গেছে। মেয়েটার ঘর থেকে এবং ওয়াশিংটন হোটেল থেকে লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল। ডলোরেস লেনের ঘরে এবং নাটলের ঘরে লোকটার আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে তারা বলে। লোকটা দীর্ঘকায়, গায়ের রং কালো এবং বয়স আপনারই মত। লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট মনে করেন খুব শীগগিরই তাকে ধরা সম্ভব হবে।

বাইরে চেয়ে কাঁপা বুকে বললাম, সত্যিই?

হ্যাঁ, তারা শহরে সেই মেয়েটার খোঁজ করছে যে তাকে দেখেছিল। মনে হয় সে চিনতে পারবে। তাহলে লোকটাকে গ্রেপ্তার করে তার আঙুলের ছাপ নেওয়া হবে এবং দুটো মিলিয়ে দেখা হবে।

.

০২.

দু এক মিনিট পরেই লিটল ট্যাভার্ন নাইট ক্লাবে এসে উপস্থিত হলাম। গাড়ি রাখার জায়গা ছিল না, কিন্তু জায়গা করে নিতে বেশ বেগ পেতে হল।

সে দিন প্রচণ্ড গরম এবং বাতাস বলতে ছিল না। পাম সিটিতে এমন হয়, কিন্তু বাতাসের জন্য প্রাণটা হা-হতাশ করে, বাতাসের বদলে ধুলো এসে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। মেজাজটা খাপ্পা হয়ে ওঠে, যে-কোন মুহূর্তে ফেটে পড়ার পর্যায়ে আসে।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

বারান্দার সামনে টেবিলগুলোতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দল খাবারের বিরাত তালিকায় চোখ বুলোচ্ছিল।

ওপরে উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। দারোয়ান ছাড়া কেউ আমার দিকে চেয়ে দেখল না; দারোয়ান খিটখিটে মেজাজের। সে সেলাম জানাল এবং সহজ ভাবে রিভলভিং দরজাটাকে সরিয়ে পথ করে দিল যেন সে ডিমের খোলায় ঠেলা দিচ্ছে।

হ্যাট-পরা মেয়েটা আমাকে চিনতে পারল। জায়গা থেকে সরে দাঁড়াল না। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে অন্য দিকে চাইল।

বারের দিকে গেলেও ভিতরে ঢুকলাম না। বারটা লোকে ভর্তি। পিপে পিপে মদ খেয়ে চীৎকার করে কথা বলছে। সঙ্গে আসা সুন্দরী ও সোনালি চুলের মেয়েদের মনে দাগ কাটার চেষ্টা করে সারা সপ্তাহের কষ্টে রোজগার করা টাকার শ্রদ্ধ করছে।

বারের পিছনে অসকার রস ছিল। সেখানে দুজন মেক্সিকান লোকও ছিল। তারা খুব ব্যস্ত। মেয়েদের মহলে রস ব্যস্ত ছিল। দেখতে পেলাম তিনজন মহিলাকে শ্যাম্পেন ককটেল পরিবেশন করছে।

সরে এলাম সেখান থেকে। রস আমাকে দেখে, সেটা চাইছিলাম না। আমার রাম খাওয়া বন্ধুর সন্ধানে চারপাশ চেয়ে দেখলাম।

এবং খুঁজে বার করলাম। বারের এক কোণে থেকে উঠে আসছিল।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, চিনতে পারেন?

তখন সে মাতাল। চোখ খুলে আমাকে চেনার চেষ্টা করল, চিনতে পেরে হেসে উঠল।

হ্যালো, সে বলল, দুঃখ কষ্ট ভুলতে এসেছেন?

দেখতে এসেছি বাজী ধরে কিছু টাকা রোজগার করা যায় কি না, বলে লবির দিকে গেলাম। ওপরে গিয়ে সুযোগ পাব? আপনি কি বলেন?

কেন নয়? আমি ওপরে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন।

ভেবেছিলাম ওপরে গেলে ঝামেলায় পড়ব।

তা বটে। আমাকে এখানে সকলেই চেনে। আপনার নাম, যেন কি বলেন?

স্কট।

বেশ, বেশ। তাহলে চলুন ভাই, স্কট। দেখা যাক আপনি কিরকম জুয়ায় হেরে যান।

হলঘরের ভিতর দিয়ে সে আমাকে নিয়ে একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে চলল। আমি তাকে অনুসরণ করে চললাম। এলিভেটরে করে দুটো তলা ওপরে নিয়ে এল।

গির্জায় বিশপ যেমন তার ভক্তদের ফুঁ দিয়ে আশীর্বাদ করেন, আমাদের ওপরে ওঠার সময় ওয়েলিভার সেই ভাবে আমার মুখের উপর ঢেকুর তুলে রামের বাষ্পকণা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল।

বাকলের দেওয়া ছোট্ট ক্যামেরাটা আমার কোটের ভাজে পিন দিয়ে আটকানো ছিল। জামার পকেটের মধ্যে রাখা শাটার আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধরলাম। বাকলে একটা ছবি নিতে বলেছিল। ক্যামেরায় ছোট্ট ফিল্ম। পাল্টাবার কোন সুযোগ ছিল না। সে বলেছিল, জীবনে হয়ত এই একবারই সুযোগ মিলবে। যদি আমরা জুয়ার আড্ডার একটা ছবি আনতে পারি-অবশ্য কোন আচ্ছা যদি থেকে থাকে তাহলে এই শহরের অনেক গোপন কথা ফাস হয়ে যাবে।

যদি ছবিটা নিতে গিয়ে আমি ধরা পড়ি তবে শহরের বদলে যে আমিই মোক্ষম ভাবে ফেঁসে যাব, এ তথ্যটা সে মনে হয় খেয়াল করেনি।

এলিভেটর দাঁড়াল, অল্প শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল।

একটা হলঘরে ওয়েলিভার ঢুকল যেখানে দুজন লোক। মল্লবীর বললেই চলে। সারা জায়গাটা জুড়ে বসে বসে শরীরের পেশীর কসরৎ করছিল। যেন জো লুই বা রকি মার্সিয়ানোর সঙ্গে তারা অনায়াসে এক হাত লড়তে পারে।

ওয়েলিভারের দিকে তারা কঠিন দৃষ্টিতে চাইল। তারপর আমার উপর।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

হলঘরের দুই পাল্লার দরজার দিকে ওয়েলিভার শান্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল পেছনে আমিও যাচ্ছিলাম। রবিবারের ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছি এই রকম ভাব দেখিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

যখন আমরা দরজার বেশ কাছে তখন তাদের একজন কসরৎ থামিয়ে আমাদের দিকে অবাক হয়ে চাইল।

একটা উড়োজাহাজের মরচে-পড়া স্কু খুলে গেলে প্রপেলারে যেমন শব্দ হয়, সেই রকম গলায় একজন চিৎকার করল, এই যে, তুমি কোথায় যাবে ভাবছ?

ওয়েলিভার চোখ রাঙ্গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। বাজখাই গলায় সেও কেঁপে উঠেছিল। হাজার হোক সে ক্লাবের মেম্বার, এ ধরনের ব্যবহার আশা করেনি।

আমাকে জিজ্ঞাসা করছ?

ওদের মধ্যে বয়স্ক লোকটি আমার দিকে এগিয়ে, না-ওকে। কোথায় যাবে?

সে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলার চেষ্টা করল, আমার বন্ধু, আমি ওকে, ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি। কোন আপত্তি আছে?

মিঃ ক্লড কি যেতে বলেছেন?

নিশ্চয়ই, মিঃ ক্লড অনুমতি দিয়েছেন। বলে আমার হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সন্দেহের চোখে তারা আমার দিকে চেয়ে রইল।

একটা বড় ঘর, পুরুষ ও মহিলায় ঘরটা ঠাসা ভর্তি। মৃদু আলো, সিগারেটের ধোঁয়া ও উত্তেজিত কথাবার্তায় ঘর ভরে ছিল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে জুয়ার টেবিল। টেবিলের চার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পাম সিটির অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা। ওয়েলিভার বলেছিল বাজীর হার বেশ চড়া। টেবিলের ওপর রাখা টাকা পয়সার ভূপ। একবারের বাজীর জন্য টেবিলের ওপর প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার রাখা ছিল।

ওয়েলিভার টাকার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, এটা একবারের বাজী, পাগল লোকেদের সঙ্গে আমরা কোন ঝামেলায় আসতে চাই না।

প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল একজন মোটা বয়স্ক লোকের উপর, যে এক গাদা খুচরো টাকা পয়সা সামনে রেখে বসেছিল। তার কাছে এগিয়ে গেলাম। পাঁচ নম্বর কালো ঘরে অনেকগুলো খুচরো পয়সা তাকে রাখতে দেখলাম।

বেশ কয়েকজন লোক মোটা লোকটাকে অনুসরণ করে কম বাজী ধরল। একটি চাকা ঘোরার পর একটা বল ঘুরতে ঘুরতে পাঁচ নম্বর কালো ঘরে এসে থামল।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল চারিদিকে । জুয়ার পরিচালক ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একজন মেক্সিকান, সে যারা হেরে গেল তাদের খুচরো পয়সাগুলো একত্রে জড় করে মোটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিল ।

একজন সুন্দরী মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে । তার মুখ থেকে মদের উগ্র গন্ধ বেরিয়ে আসছিল । ঠেলা দিয়ে পথ করে সামনে এগিয়ে মেয়েটির পেছনে এসে দাঁড়ালাম । সেখান থেকে টেবিলটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল । তীব্র আলোয় জুয়াড়ীদের সামনে টাকা পয়সা সুন্দর দেখা যাচ্ছিল । ছবি নেওয়ার পক্ষে অনুকূল অবস্থা ।

বাকলে বলেছিল আমাকে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে রাখা শাটার টিপতে হবে । লেন্স এত দ্রুত ছবি নিতে পারে এবং ফিল্ম আলোর স্বল্পতাকে এত সুন্দর ভাবে পরিপূরণ করতে পারে যে ছবি কোনমতেই খারাপ হবে না ।

একটা বসার জায়গার খোঁজে ওয়েলিভার সরে গেল । সবচেয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি বুঝতে পেরে শাটারের বোতামের আঙ্গুল এনে দম বন্ধ করে বাকলের উপদেশ মত আস্তে আস্তে বোতামটা টিপে দিলাম । একটা অস্পষ্ট মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম । বুঝলাম শাটার কাজ করেছে । .

ঠিক তারপরেই ঘটনাটা ঘটল ।

জানতাম না যে লোকগুলো যখন জুয়াড়ীদের খেলা দেখছিল আরবাজীর হিসেব রাখছিল, তখন আমার ওপর ও নজর রাখছিল । আমার মুখের অভিব্যক্তির জন্য অথবা আমার কোটের ভাজে লেন্সটা জুয়ার পরিচালক দেখেছিল কিনা জানি না । তারা ধরে ফেলেছিল ।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

দুটো শক্ত শরীর আমার শরীরে চাপ দিল। লোহার সাঁড়াশীর মত দুটো হাত চেপে ধরল। দুজন লোক আমার দুপাশে।

এই দুজন কিন্তু আগের দুই মল্লবীর নয়, এরা দুজন পেশাদারী জুয়াড়ী। রোগা চেহারার লোক দুজনকে যমজ দেখাচ্ছিল। একজন ফর্সা, অন্যজন কালো। দুজনেরই মুখ কুড়ালের মত। চোখ মলিন, চ্যাপ্টা এবং ভাবলেশহীন।

দুজনেই ভয়ংকর প্রকৃতির, কঠিন রুম্ফ ও নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল।

ফর্সা লোকটি বলল, এই শয়তান, কোন রকম ঝামেলা করবি না। আমাদের মালিক তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

বিশেষ পদ্ধতিতে জনতার ভিড় থেকে আমাকে সরিয়ে নিল। তাদের মুঠোর চাপে আমার হাত দুটো যেন পঙ্গু হয়ে গেল।

সবেমাত্র টেবিলের পাশে ওয়েলিভার একটা বসার জায়গা পেয়েছে আমার এই অবস্থা দেখে অবাক হল কিন্তু বসার জায়গার লোভে আমার দিকে চেয়ে হাসল।

ফর্সা লোকটি বলল, এই শয়তান, ভয় পাবিনে। ভালভাবে হেঁটে চল। যদি বাঁদড়ামি করিস তাহলে আমার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।

আমার মনিবন্ধ ছেড়ে লোক দুটো কাঁধে ধাক্কা মেরে মেরে আমাকে সামনের দিকে হাঁটাতে লাগল।

ইট্ট শ্যাম্ভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কেউ আমার দিকে নজরও দিল না। আমি হয়ত তাদের ঘৃষি মেৰে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে পারতাম কিন্তু তাতে বিপদ বেড়ে যেত।

সুতরাং তাদের সঙ্গে হেঁটে দরজার সামনে এলাম। ফর্সা লোকটা দরজায় টোকা মারল।

ভিতরে এস, ফর্সা লোটা হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

কালো লোকটা কনুইয়ের ধাক্কা মেৰে ঘরে নিয়ে এল। ঘরটা অফিস না বসবার ঘর বোঝা গেল না। লাল টকটকে পর্দায় ঢাকা জানালার পাশে একটা ডেস্ক। ডেস্কের পিছনে একটা চেয়ার এবং ডানদিকে একটা লোহার ক্যাবিনেট। ঘরে বাকি চেয়ার ও রেডিও সেট। এবং স্প্যানিশ শালে মোড়া একটা ইজিচেয়ারে ভর্তি। ঘরে একটা ছোট বার ছিল।

ডেস্কের পিছনে এক্সিকিউটিভ চেয়ারের উপর কালো জামা পরে একজন মোটা, দীর্ঘকায় লোক বসেছিল। তার মাথা লাল ও পাকা চুলে ভর্তি, তার মাংসল মুখে একটা গভীর চিন্তার ভাব তার ছোট্ট কটা চোখ দুটো স্থির ও দৃষ্টি যেন ভাসা ভাসা।

কালোলোকটা ডেস্কের পাশে এসে দাঁড়াল এবং অন্যজন দরজা ভেজিয়ে দিল। মনে হল দরজায় চাবি লাগানো হল।

এবারে অস্বস্তি লাগছিল যদি তারা ক্যামেরাটা দেখতে পায়, তবে বিপদ।

ডেস্কে বসে থাকা লোকটা আমার দিকে চেয়ে পরে কালো লোকটার দিকে চেয়ে ভুরু দুটো কোঁচকাল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

কালো লোকটা বলল, সদস্য নয়। প্রতারকের মত বিনয়ের সুরে মোটা লোকটা যাকে জ্যাক ক্লড ভেবেছিলাম বলল, অত্যন্ত দুঃখিত বন্ধু। আমরা কিন্তু রবাহৃত লোককে স্বাগত জানাই না। আপনার নাম জানতে পারি।

আমি চেসটার স্কট। এখানে এত উত্তেজনা কেন? ফিল ওয়েলিভার আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে হল আমার বন্ধু।

কোথায় থাকেন মিঃ স্কট?

বললাম।

সে টেলিফোন বইটা নিয়ে আমার ঠিকানা যাচাই করে দেখল।

মিঃ ওয়েলিভারের জানা উচিত আমার অনুমতি ছাড়া কোন বন্ধুকে তিনি ওপরে আনতে পারেন না, যতক্ষণ না তার বন্ধুরা আমাদের বাৎসরিক চাদা দিয়ে দেয়।

আমি সেকথা জানতাম না। ফি-এর কথা ওয়েলিভার কোনদিন বলেনি। আমি ফি দিতে রাজী আছি। কত?

ক্লড বলল, পঁচিশ ডলার।

কালো লোকটার দিকে চেয়ে। বলল, মিঃ স্কটের সম্পর্কে তোমরা কিছু জান?

গত রাতে একে মিস লেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল।

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ক্লডের দৃষ্টি যেন অনেক দূরে সরে গেল। চেয়ারে, একটু নড়ে বসে বিনয়ের সঙ্গে বলল,
মিঃ স্কট, মিস লেনকে আপনি চেনেন?

না, তার গান শুনেছি। আমার ধারণা সে বেশ সুন্দরী। আমার সঙ্গে মদ খাবার জন্য
তাকে অনুরোধ করেছিলাম।

সে খেয়েছিল?

না।

কিন্তু আপনি কি তার ড্রেসিংরুমে কথা বলছিলেন?

হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন?

কি নিয়ে কথা বলছিলেন?

এমনি এটা সেটা নিয়ে। আপনাদের কি দরকার?

ক্লড কালো লোকটার দিকে চেয়ে বলল, আর কোন প্রশ্ন আছে?

আর কিছু নেই।

আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত। মিঃ স্কট। পঁচিশ ডলার দিন।

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ওয়ালেট থেকে পঁচিশ ডলার বার করে টেবিলের উপর রাখলাম।

একটা রসিদ লিখে আমার হাতে দিয়ে, একটু সাবধানে চলবেন, মিঃ স্কট। কারণটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলতে হবে না। আশাকরি প্রায়ই আপনার দেখা পাব।

আশা করি পাবেন।

কালো ও ফর্সা লোকটা বিরক্তি নিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

রসিদটা ওয়ালেটে রেখে। আচ্ছা ধন্যবাদ বলে পিছন দিকে গেলাম।

ঠিক সেই সময় অসকার রস ভিতরে এসে ঢুকল।

তার পরনে বারম্যানের পোশাক এবং হাতের ট্রেতে এক বোতল স্কচ, একটা গ্লাস এবং বরফের পাত্র।

ব্লুডের টেবিলে ট্রে রাখার আগে পর্যন্ত সে আমাকে চিনতে পারেনি। পরে সে আমার দিকে এমন ভাবে চাইল যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বেরিয়ে যাবার পথের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম।

রস আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দরজার হাতল ঘুরালাম কিন্তু দরজায় তালা লাগান ছিল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ফর্সা লোকটা তানা খুলতে এগোলে রস হুংকার দিল, এই, ওকে এখান থেকে যেতে দিও না।

চাবি তলায় লাগানো ছিল। চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলতে যাব লোকটা ছুটে দরজার কাছে এসে পা দিয়ে দরজাটা ঠেলে ধরল।

রস বলল, ও এখানে কি করছিল?

ফর্সা লোকটা হতবুদ্ধি হয়ে ক্লডের দিকে চাইল।

আমি তার চোয়ালে সজোরে এক ঘুষি মারলাম সে পিছন দিকে সরে যেতেই তার মাথাটা । দেয়ালে ঠুকে গেল।

চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুললাম।

ধর ধর।

কালো লোকটা চিৎকার করে উঠল।

তার দিকে চাইলাম হাতে একটা ৩৮ স্বয়ংক্রিয় পিস্তল। নলটা আমার দিকে।

তার হুমকি উপেক্ষা করেই দরজা খুলে ফেললাম।

ছিট শ্যাম্ভ রান । ডেমস হুডলি ডেজ

রস হিংস্র ও ভয়াবহ ভাবে আমার দিকে ছুটে এল।

সে আসার আগেই আমি প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম।

আমার মুখে ঘুষি মারলো। কিন্তু আমি এক পাক ঘুরে তার হাতটা ধরার চেষ্টা করলাম। তার মুখে এক ঘুষি বসিয়ে দিলাম। সে ছিটকে পড়ে গেল। আমি ছুটে দরজা পেরিয়ে জুয়ার ঘরে এলাম।

বেশ ভারী একটা কিছু আমার হাঁটুর পেছনে লাগতেই আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। উঠতে যাব এমন সময় কালো লোকটা আমার চোয়ালে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। মাথাটা তুলতে যাব একটার পর একটা ঘুষি পড়ল।

এক লাথি মেরে কালো লোকটাকে দূরে ছিটকে ফেলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। রস বেরিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে এল।

সে একটা ঘুষি ছুঁড়তেই আমি ছুটে এসে সজোরে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলাম।

কিন্তু ওকে বেশি আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

কালো লোকটা উঠে এত দ্রুতগতিতে আমার দিকে ছুটে এল যে আমার আর কিছুই করার ছিল না।

ভারী রডের মত একটা কিছু নেমে আসার শব্দ পেলাম। মাথাটা বাঁচাবার জন্য অল্প পাশে সরিয়ে নিলাম।

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমার চোখ অন্ধকার হয়ে উঠল । বুঝলাম । দ্বিতীয়বারে আমার দেরী হয়ে গেছে ।

যাই হোক সে একজন পেশাদার লোক । যখন সে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে তখন ফাঁদে পড়তেই হবে ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

০১.

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতেই মুখে গরম রোদ এসে পড়ল এবং তীব্র আলো চোখের বন্ধ পাতায় পড়তে চোখ ধাঁধিয়ে উঠল।

একটা চলার অনুভূতি পেলাম। বেশ কয়েক সেকেণ্ড পরে বুঝতে পারলাম আমি একটা গাড়িতে শুয়ে আছি এবং কেউ একজন খুব জোরে গাড়িটা চালাচ্ছে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কারণ একটা যন্ত্রণা ঘাড় বেয়ে মাথার পিছন দিকে ও চোখে ঠেলে উঠতে চাইছে।

চুপ করে নিস্পন্দ হয়ে রইলাম এবং গাড়ীর দোলায় উঠানামা করতে লাগলাম। একটু আরাম বোধ করতেই চোখ খুলে চারপাশে চাইলাম।

আমার সেই ভাড়া করা বৃহৎ গাড়ির পিছনের সীটে আমি শুয়ে আছি। একজন লোক আমার পাশে বসে, তার ইস্পাত রঙের ধূসর প্যান্টের পায়ের দিকটা যে আমাকে জোরে আঘাত করেছিল।

ফর্সা লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল। তার মাথায় হালকা রঙের জোকাকারের মত একটা টুপি যেটা নামিয়ে প্রায় নাকের উপর নিয়ে এসেছে।

চোখ দুটো অর্ধেক বন্ধ করে জানালার বাইরে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম গাড়িটা কোন দিকে চলেছে।

আমরা পামসিটির এক প্রান্তের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। রবিবারের বিকেলে রাস্তা জনহীন।

মিনিট পাঁচেক পরে দেখতে পেলাম, পাম সিটি পেছনে ফেলে সমুদ্রতীরে যাওয়ার বড় রাস্তায় এলাম। আমি যে দিকটায় থাকতাম, ভাবলাম তারা হয়ত আমাকে আমার বাংলোতে রাখতে যাচ্ছে।

আমার হাত ও মনিবন্ধ ঢেকে রাখার জন্য একটা ছোট কম্বল হাঁটু পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। আমার মনিবন্ধ দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে আঠা লাগানো ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল। একটু আলগা করার জন্য চেষ্টা করতেই বুঝতে পারলাম এত জোরে লাগান আছে যে মনে হচ্ছে ত্রু দিয়ে আটকান।

কালো লোকটা বলল, মোড়ে ডান দিকে বাঁক নেবে লিউ। ওর বাড়ি হচ্ছে এখান থেকে ডানদিকে প্রায় তিনশো গজ দূরে, যে কোন লোকের বাস করার পক্ষে চমৎকার। এখানে থাকবার সুযোগ পেলে মন্দ হত না।

লিউ অর্থাৎ ফর্সা লোকটা বলল, ওকে বল না কেন উইলে তোমার নামে বাড়িটা লিখে যাবে। ওর তো বাড়িটার আর কোন প্রয়োজন হবে না।

ইটি অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আঃ, গুলি মার । আমার অতটা প্রয়োজন নেই ।

হঠাৎ মনে হল তারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছে বুঝতে পারলাম না, কারণ গাড়িটা হঠাৎ গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ।

কালো লোকটা বলল, এখানে ।

লিউ বলল, ঠিক আছে ওকে নামিয়ে ফেলা যাক ।

চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম । হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরায় জোরে ঘা দিতে লাগল ।

কালো লোকটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিকের দরজা খুলে আমাকে চেপে ধরে বার করে নিল ।

মাটিতে নামিয়ে রাখা হলে লিউ বলল, তুমি কি খুব জোরে আঘাত করেছিলে নিক? এর এখন মাটির উপর হাঁটা উচিত ।

ঠিক ভাবেই মেরেছি কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো পৃথিবীর বাঁধন ছিঁড়বে ।

দুজনে মিলে কখনও ঘাড়ে তুলে, কখনও বা পথ দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে সিঁড়ির উপর ধাপে এনে ফেলল ।

নিক বলল, ওর চাবি পেয়েছে?

হ্যাঁ, এই যে।

সদর দরজার তালা খুলে হলঘরের ভিতর দিয়ে আমাকে টানতে টাতে এনে আমারই ইজিচেয়ারে দুম করে ফেলল।

লিউ বলল, ওকি বেঁচে আছে তোমার ধারণা?

অভিজ্ঞ হাত আমার নাড়ি টিপে, বেশ ভালই আছে, মিনিট পাঁচেকের ভিতর জ্ঞান ফিরে আসবে, উঠে বসবে।

ওর ভাল হওয়া দরকার। গ্যালগানোর সঙ্গে কথা বলার আগে যদি লোকটা ফেঁসে যায় তবে গ্যালগানো ক্ষেপে যাবে।

শান্ত হও ভাই, ভালই আছে। কাউকে যখন ফাঁদে ফেলি, ঠিকভাবেই ফেলি। দেখ না, একটু পরেই কেমন নাচ নাচবে।

মৃদু কাতরিয়ে পাশ ফিরলাম।

দেখছ? ঘোর ভাবটা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে, দড়ি দাও।

লিউ যখন ইজিচেয়ারের পায়ার সঙ্গে দড়িটা বাঁধছিল তখন চোখ খুলে তাকালাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে পিছনে সরে গেল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

চোখ চাইছে, আমার দিকে ঝুঁকে মুখের উপর হাত বুলাতে লাগল। বিশ্রাম নে স্যাঙাৎ। বড়কর্তা তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে।

নিক অধীরভাবে বলল, চলে এস। এখান থেকে যাওয়া যাক। ভুলে যাচ্ছ আমাদের হেঁটে ফিরতে হবে?

লিউ গর্জন করে উঠল।

ক্লড বদমাশটা একটা গাড়ি পাঠাল না কেন?

তাকেই প্রশ্ন করো।

বুকের উপর বাঁধা দড়িটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে পিছনে ফেরে নিষ্ঠুর হাসি হেসে।

বিদায় স্যাঙাৎ বলে তারা হলঘরে ঢুকল এবং লাউঞ্জের দরজাটা অর্ধেক খুলে রাখল। সদর দরজা খুলে আবার বন্ধ করার শব্দ পেলাম।

বাংলোয় আবার নীরবতা। এমনকি দেয়াল ঘড়িটার টিক টিক শব্দ ও অস্বাভাবিক লাগছিল।

কয়েক মিনিট ধরে হাতের মনিবন্ধে লাগান আঠামাখা ফিতেটা খোলার বৃথা চেষ্টা করলাম কিন্তু ভোলা সম্ভব নয় দেখে চুপ করে শুয়ে রইলাম।

ইটো অ্যাড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সেই সময় মনে পড়ল লুসিলিকে আমার বিছানায় বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম। হয়ত সে বাঁধন খুলতে পেরেছে। এমনও হতে পারে সে হয়ত আমার বাঁধন খুলে দিতে পারে।

জোরে ডাকলাম, লুসিলি! লুসিলি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

কিন্তু ঘড়ির টিক টিক শব্দ ও জানালার পর্দার পত পত শব্দ ছাড়া কিছু শুনতে পেলাম না।

গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে, লুসিলি তুমি কেমন আছ?

আবার চারিদিক নিস্তব্ধ।

লুসিলি!

দরজা খোলার মৃদু শব্দ পেলাম প্যাসেজের কোথাও, হয়ত আমার শোবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ।

মাথাটা একটু তুলে দেখলাম আমার শোবার ঘরের দরজা।

তীক্ষ্ণস্বরে বললাম, কে ওখানে? লুসিলি তুমি?

ধীর কিন্তু ভারী পায়ের শব্দ প্যাসেজে এগিয়ে আসছে শুনলাম। ভয়ানক ভয় পেলাম, এত ভয় জীবনে পাইনি।

লুসিলি না। এত ভারী পায়ের শব্দ মেয়েদের হতে পারে না। একজন পুরুষ আমাদের শোবার ঘর থেকে এগিয়ে আসছে।

কে ওখানে? বুকটা ধড়ফড় করে ভয়ে।

ভারী পায়ের শব্দ ধীর গতিতে এগিয়ে লাউঞ্জের দরজার সামনে এসে থামল। দরজার ওপাশে দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম।

ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম, ভিতরে এস, যেই হও না কেন। ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসে চেহারা দেখাও।

দরজাটা আন্তে খুলতে লাগল। সম্পূর্ণ খুলে গেলে দেখলাম দূরজায় দাঁড়ান লোকটি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। পরনে ঘননীল রঙের কোট, ধুসর ফ্ল্যানেলের প্যান্ট ও বাদামীরঙের জুতো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন রোজার আইকেন।

.

০২.

আইকেন ঘরে এসে ঢুকলেন, তার ধীর কিন্তু সংযত মুখের ভঙ্গি দেখে একটু স্বস্তি পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল তিনি খুড়িয়ে হাঁটছেন না, স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করছেন ।
মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি প্লাজা গ্রিলের সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে ।

সব যেন স্বপ্ন মনে হল । ইনিই আইকেন, তবুও মনে হল ইনি যেন আইকেন নন ।
উজ্জ্বল চোখ ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বে ভরা মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এ অন্য আইকেন যাকে আমি
চিনি না এবং যে কেবল আমাকে ভয় দেখায় । সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ।

তোমাকে মনে হচ্ছে ভীষণ ভয় দেখিয়েছি, স্কট ।

আর কোন সন্দেহ রইল না ইনিই আইকেন ।

কর্কশ কণ্ঠে বললাম, হ্যাঁ । বেশ ভালভাবেই ভয় দেখিয়েছেন । আপনার পা দেখছি খুব
তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গিয়েছে ।

তিনি জ্বলজ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঐ ধরনের কোন কিছুই ঘটেনি ।
আমার স্ত্রীর সাথে তুমি যাতে পরিচিত হও তার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছিলাম ।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না, চুপ করে শুয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম ।

তিনি এগিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন ।

ভারী সুন্দর তোমার বাংলো, স্কট । একটু নির্জন কিন্তু সুবিধা অনেক । অন্য মেয়েদের
সঙ্গে প্রেম করে তুমিই কি তাদের স্বামীদের বোকা বানাবার চেষ্টা কর?

কোন দিনই একত্রে বেশিক্ষণ থাকিনি বা কোনদিনই তার শরীর স্পর্শ করিনি। অত্যন্ত দুঃখিত, হাত পা খুলে দিলে বেশ ভালভাবে গুছিয়ে বলতে পারব, অনেক কথাই বলার আছে।

লুসিনির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, সে কি পালাতে পেরেছে, নাকি এখনও বাংলোতে আছে? বিছানায় যদি বাঁধা থাকে তবে আইকেন নিশ্চয়ই জানেন, তিনি তো শোবার ঘর থেকেই বেরিয়ে এলেন।

আইকেন সোনার সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালেন।

ভাবছি যেমন আছ সেই ভাবেই তোমাকে রেখে যাব। যাইহোক ইতিমধ্যে কথা বলা যাক।

আমার মাথায় তখন এক অদ্ভুত চিন্তা, আমার শরীরটা ভাবতেই শক্ত হয়ে উঠল তার দিকে চাইলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য যে লোকটি আসবে লিউ জানিয়েছিল তিনি এবং ইনিই কি একই ব্যক্তি। যাকে আমি রোজার আইকেন নামে জানতাম, লিউ এবং তার সাকরেদরা তাকেই আর্ট গ্যালগানো নামে চেনে। চিন্তাটা অদ্ভুত হলেও যুক্তিপূর্ণ।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ভেবেছ, আমি গ্যালগানো।

আড়াআড়ি ভাবে পায়ের উপর পা চাপিয়ে বসলেন।

ইনটারন্যাশনাল থেকে আমি যা পাই তা দিয়ে আমি যেভাবে আড়ম্বরের সঙ্গে জীবন যাপন করি তা কি সম্ভব, স্কট? তিন বছর আগে লিটল ট্যাভার্ন ক্লাব কিনে নেওয়ার একটা সুযোগ আসে এবং আমি সেটা কিনে নিই। এই শহরে বড়লোকের বাস। সমাজের অপাঙক্তেয় ধনী লোকে গোটা শহর ভর্তি, তাদের করার মত কোন কাজ নেই। একজন আর একজনের বৌ নিয়ে পালিয়ে মদ খেয়ে বেড়ায়। আমি জানতাম এদের সুযোগ দিলে জুয়া খেলতে দ্বিধা করবে না। তাদের জন্য সে সুযোগ করে দিলাম।

গত তিন বছর ধরে লিটন ট্যাভার্নে জোর জুয়ার আড্ডা চলছে এবং আমার ভাগ্যও ফিরে গিয়েছে। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। লিটল ট্যাভার্ন যে অঞ্চলে সেই অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল ও ব্রায়ান। কোন জুয়ার আড্ডা সন্দেহ হলে রিপোর্ট করার কাজ ছিল তার। সে আবার পুলিশ কমিশনারের মাথার মনি, প্রথম দিকে একটা বোঝাপড়া থাকলেও পরে তার লোভ ক্রমশঃ বেড়ে চলল। আচ্ছা থেকে পাওয়া লাভের টাকা আমার কাছে আসার বদলে তার কাছে যেতে লাগল। দাবীর চোটে সে আমাকে উত্যক্ত করে তুলল। ব্ল্যাকমেলার হিসেবে সে ছিল প্রথম শ্রেণীর। পাঁচ ছয় মাস পরে দেখা গেল লিটল ট্যাভার্ন কেনার আগে আমার যা আয় ছিল বর্তমান আয় তার চেয়েও কম। তার লোভ এতই বেড়ে চলল যে অনেক সময় ইনটারন্যাশনালের মুনাফার টাকা থেকে তার দাবী মেটাতে হত। এ ব্যবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না।

চারটে বাজল। বিকেলের পড়ন্ত রোদ জানলার খড়খড়িতে এসে পড়ল।

চুপ করে শুয়ে এমন একজন লোকের কথা শুনছিলাম যিনি আমার বড়সাহেব এবং দেশের বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তার বিরাট আকৃতি। বলিষ্ঠ চেহারা

এবং সুন্দর পোশাকে এখনও তাকে সুন্দর ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আমার কাছে কিন্তু তার মূল্য এখন অনেক কম।

তিনি আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। ও ব্রায়ানের মত একজন ব্ল্যাকমেলারের মুখ বন্ধ করার একমাত্র পথ হচ্ছে তাকে হত্যা করা। পুলিশের একজন লোককে হত্যা করা বেশ বিপদের স্কট। সমস্ত পুলিশ বাহিনীর কাছে যেন একটা চ্যালেঞ্জ এবং তারা হত্যাকারীকে ধরার আশ্রয় চেষ্টা করে। আমি মোটামুটি একটা প্ল্যান করেছিলাম, সমস্ত ঘটনাকে আমি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম যে যদি একটা মানুষকে হত্যা করতেই হয় তবে তা থেকে রেহাই পাবার মত সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখতে হবে।

ভয়ানক আর্থিক অসুবিধায় পড়েছিলাম। ইনটারন্যাশনাল থেকে ইতিমধ্যেই পনের হাজার ডলার সরিয়েছিলাম এবং সেটা খুব বেশিদিন চেপে রাখা সম্ভব হত না। এছাড়া সর্বত্র দেনা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ও'ব্রায়ানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে জুয়ার আড্ডার আয় থেকে এই দেনা শোধ করতে এক সপ্তাহের বেশি লাগবে না। ও'ব্রায়ানের পরে সেই পদে যে আসবে তার পক্ষে নাইট ক্লাবের রহস্য জানার আগেই আমি আঞ্জা তুলে দিতে পারব। সুতরাং আমাকে তাড়াতাড়ি টাকা তুলতে হবে। ঠিক সেই সময় তোমার কথা মনে পড়ে। আগেই শুনেছিলাম তোমার কিছু টাকা জমা আছে। তোমার কাছে টাকাটা ঠকিয়ে নেওয়ার একটা প্ল্যান করে নিয়েছিলাম, স্কট। সেই জন্যই নিউইয়র্ক অফিসের অবতারণা এবং তুমিও ফাঁদে ধরা দিয়েছিলে।

লুসিলির কথা মনে পড়ল তার শান্ত কিন্তু ভয়ংকর কথাবার্তা শুনতে শুনতে। আইকেনের আসার আগে লুসিলি কি বাঁধন খুলে চলে গিয়েছে অথবা সে এখনও আমার শোবার ঘরে আছে—একথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। ওর মুক্তি পাওয়ার সুযোগ কম।

তিনি বলে চললেন, যদি সবকিছু ভঙুল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বাঁচার একটা পথ করে রেখেছিলাম। কেবল মিসেস হেপল ও লুসিলি জানত। মিসেস হেপল অনেকদিন আমার সঙ্গে আছেন এবং তাকে বিশ্বাস করা যায়। লুসিলি...সম্পর্কে কিছু বলে নিই। সে ছিল লিটল ট্যাভার্নের একজন নর্তকী। যখন ক্লাবটা কিনে নিই তখন সতর্ক ছিলাম যাতে ক্লড ছাড়া অন্য কেউ জানতে না পারে আইকেন কে। সেখানে খদ্দের হিসেবে আমি যেতাম। মেয়েটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। জীবনে এটা এক বিরাট ভুল। সে সুন্দরী, যুবতী ও আমুদে। কিন্তু কোন মেয়ের যদি রূপ থাকে এবং মাথামোটা হয় তবে যে কেউ তাকে নিয়ে কিছুদিন পরে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

যাই হোক তার একটা গুণ ছিল তাকে যা করতে বলি সে তাই করত। তার মুখ ভাই রস একই ভাবে আমার কথায় ওঠাবসা করত। যখন লিটল ট্যাভার্ন কিনে নিই তখন সে সেখানে কাজ করত। এদের দুজনকে কি করতে হবে বুঝিয়ে বললাম, ও ব্রায়ান যদি এভাবে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে তবে লিটল ট্যাভার্ন উঠে যাবে। রসের চাকরি চলে যাবে এবং লুসিলি দেখবে এক গরীব লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। আমারই উপদেশমত লুসিলি তোমাকে গাড়ি চালাতে শেখানোর জন্য অনুরোধ করেছিল—ভাল উপদেশ আশা করি। কঠিন হাসিতে বলল, যখন প্রস্তুত হলাম তখন লুসিলিকে বললাম তোমাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যেতে। ও ব্রায়ানকে বললাম সেখানে তার সঙ্গে দেখা করব। তার মাসিক প্রাপ্য পাওনা হয়েছিল। দুজনের সেখানে সাক্ষাৎ হল। আমি যখন তার সঙ্গে কথা

বলছিলাম রস পিছন থেকে এসে মাথায় আঘাত করে তাকে অচেতন্য করে ফেলে। ইতিমধ্যে লুসলি ও তুমি সেখানে এক নাটক করছিলে। কি ভাবে আচরণ করতে হবে লুসলিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

তুমি তার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠবে এটার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ সেক্ষেত্রে তোমার মনে একটা অপরাধবোধ জাগবে। লুসলি তোমার গাড়ি নিয়ে পালাবে সেটারও প্রয়োজন ছিল। পুরুষের মনস্তত্ত্ব আমার ভালভাবেই জানা ছিল এবং জানতাম যে আমি যেভাবে চেয়েছিলাম তুমি সেভাবেই কাজ করে যাবে। লুসলি গাড়িটা নিয়ে আমার কাছে আসে। দুর্ঘটনার পরিস্থিতি সাজান খুব কঠিন নয়। ও ব্রায়ান রাস্তায় শুয়েছিল। তার উপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দিলাম। রাস্তার মাঝখানে তার মোটর সাইকেলটা রেখে খুব জোরে চালিয়ে সেটার উপর এসে পড়লাম। ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেল। গাড়িটা লুসলি ও রসের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, তোমার বাংলায় নিয়ে যেতে।

আপনি একটা ভুল করেছিলেন, সব হত্যাকারীই এ ধরনের ভুল করে। ও'ব্রায়ানকে পিছনের চাকায় চাপা দেন। আর তার মোটর সাইকেলটা গুঁড়িয়ে দেন সামনের চাকা দিয়ে। এ থেকেই। আমি বুঝতে পারি ব্যাপারটা গোলমালে। যে ভাবে আপনি ঘটনাটা সাজিয়েছিলেন তাতে অ্যাকসিডেন্টে ও ব্রায়ানকে চাপা দেওয়া দেখান যেত না।

তিনি ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, তাতে কিছু এসে যায় না। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তুমি গাড়িটা মেরামত করে নিয়েছিলে। বুদ্ধিমানের মত তুমি গাড়ির নম্বরটা পালটিয়ে নিয়েছিলে। কিন্তু তোমাকে নম্বর প্লেট হাতে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রস একটা ছবি তোলে। ছবিটা দেখে আমি বুঝতে পারি তোমাকে আমি যেভাবে ফাসাতে

চেয়েছিলাম তুমি সেভাবেই ফেঁসেছ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা যে তুমি চলাক হতে চেয়েছিলে। তার চেয়েও দুঃখের যে তুমি লেন মেয়েটার ঘরে গিয়েছিলে। এতে আমার পক্ষে জটিলতার সৃষ্টি হয়। জানতাম যে এই মেয়েটার হাত থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। কারণ ও ব্রায়ান ইতিমধ্যেই তাকে বলেছিল যে, সে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। ফলে তার পক্ষে ধারণা করে নেওয়া স্বাভাবিক যে ও'ব্রায়ানের মৃত্যু অ্যাকসিডেন্টে ঘটেনি।

আমার লোকেরা সবসময় তার ওপর নজর রাখত এবং সেটাও সে জানত। সে এবং নাটলে ভয় পেয়েছিল। তারা শহর থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল যেখানে আমার নাগাল যাবে না। কিন্তু তাদের পালিয়ে যাবার মত অর্থ ছিল না। সুতরাং তুমি যখন তাদের সামনে হাজির হলে, সে দেখল অর্থ সংগ্রহ করার এই সুযোগ। আমার লোকেরা বলল তুমি তার ঘরে ঢুকেছ। সেখানে যেতে একটু দেরি হয়েছিল, অবশ্য সে যে তোমাকে উল্টোপাল্টা কথা বলেছিল সেটা শুনতে পেয়েছিলাম। আমি ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম, বেরিয়ে আসতেই তাকে হত্যা করি। নাটলের হৃদয় প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার একজন লোক এসে বলল যে তোমাকে এবং নাটলেকে ওয়াশিংটন হোটেলের একটা ঘরে সে দেখেছে। সোজা সেখানে গিয়ে তাকে গুলি মেরে হত্যা করি। রাতের কেরানীটারও দিন ঘনিয়ে এসেছিল। নাটলের ঘরে যাবার জন্য সে আমার কাছে একশ ডলার নেয়। বাইরে বেরিয়ে আসার সময় সেইজন্য তাকে হত্যা করি। তানইলে পরে সে আমাকে চিনে ফেলত। তার লাল মাংসল মুখে হাত বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

একবার হত্যা করলে তখন সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য সহজেই আবার হত্যা করার প্রয়োজন হয়, স্কট। কিন্তু সমস্ত ঘটনা তাতে জটিল হয়ে পড়ে। একবার একজনকে হত্যা কর, পরে প্রথম হত্যার কারণ চাপা দেওয়ার জন্য আবার হত্যাকরতে হবে। আবার দ্বিতীয় হত্যাকে চাপা দেওয়ার জন্য হত্যা করতে হবে।

কর্কশ কণ্ঠে বললাম, আমার ধারণা আপনি মানসিক দিক থেকে সুস্থ নন। ও থেকে মুক্তি পাবার আশা করবেন না।

নিশ্চয়ই পাব। এই সময় আমি পা-ভাঙ্গা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকা ছিল বাঁচবার সহজ উপায়। কারও মনে সন্দেহই হবেনা যে এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি জড়িত। তাছাড়া অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেব। তোমার এখানে একটা টাইপরাইটার আছে। এতে আমি একটা অর্ধ সমাপ্ত ভাবে টাইপ করে রাখব যাতে তোমার অপরাধ স্বীকারের প্রথম দিকটা টাইপ করা থাকবে। এ থেকে পুলিশ বুঝতে পারবে যে, তুমি ও'ব্রায়ানকে অ্যাকসিডেন্টে চাপা দিয়ে মেরেছিলে এবং সুসিলি ও রস তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি যখন আমার লোকেরা তোমাকে এখানে নিয়ে আসছিল তখন আমি কাকে তার বাংলোয় নিয়ে গিয়ে নাটলেকে যেবন্দুক দিয়ে হত্যা করেছিলাম সেই বন্দুক দিয়ে তার মাথায় গুলি চালিয়ে হত্যা করেছি। প্রতিবন্ধক যারা, তাদের আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিই, স্কট।

রসের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তার চেয়ে বেশি লুসিলিকে নিয়ে। তোমার সেই অপরাধ স্বীকার করা চিঠিটায় আবার ফিরে আসা যাক, স্কট। পুলিশের লোক চিঠি থেকে জানবে লেন ও তার এজেন্ট নাটলে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল আর সেজন্য তুমি

তাদের হত্যা করেছিলে। তুমি যে তাদের হত্যা করেছিলে পুলিশ তার যথেষ্ট প্রমাণ পাবে। আর তারা এও পড়বে যে তুমি রসের বাংলায় গিয়ে তাকে হত্যা করে নিজের বাংলায় ফিরে এসেছিলে। আসার সময় লুসিলিকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে এনে তোমার নেকটাই তার গলায় বেঁধে শাসরোধ করে তাকে হত্যা কর।

অস্বস্তি ভরে বললাম, আপনি কি লুসিলিকে হত্যা করেছেন বলতে চান?

আইকেন বললেন, অবশ্যই। এ ধরনের সুযোগ হেলায় হারানো যায় না। যখন লুসিলিকে বিছানার সঙ্গে অসহায় অবস্থায় বাঁধা দেখতে পেলাম তখন মনে হল তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে তোমার একটা রঙীন নেকটাই তার নরম নির্বোধ গলায় জড়িয়ে টান দেওয়া। খুব সহজ ব্যবস্থা, স্কট। রস ও লুসিলি দুজনের হাত থেকেই মুক্তি পেলাম। একজন ব্ল্যাকমেলারের হাত থেকে মুক্তি পেলাম যে আমার সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ভগবানের আশীর্বাদের মত হ্যাকেট একলক্ষ ডলার নিয়ে উপস্থিত হল, এখন তোমার টাকা প্রয়োজন নেই। আমি আবার ব্যবসা শুরু করতে পারব। এমন কি জুয়ার আড্ডা যদি চালু না রাখতে পারি তাহলে একলক্ষ ডলারও আমার প্রতিভা নিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু করবো।

রেহাই পাচ্ছেন না আপনি, তার দিকে চেয়ে বললাম, অনেকেই জানে। ক্লড জানে তার সাকরেদ দুজনে জানে...

সেই কঠিন হাসি তার মুখে দেখা গেল।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

আমার ভরাডুবি হলে তাদেরও হবে, এটা তারা জানে। এখন বাকী বিবেকের তাড়নায় তোমার নিজেই নিজের শিকার হওয়া স্কট। এখন আত্মহত্যা করা। এত খুন করার পর জীবন তোমার কাছে দুর্বিসহ হয়ে নিজের জীবনের ইতি টেনেছ, পুলিশের লোক শেষ পর্যন্ত জানবে।

পকেট থেকে চামড়ার দস্তানা বার করে আইকেন ডান হাত প্যান্টের পিছন পকেট থেকে ৪৫ পিস্তল বার করলেন।

এটা নাটলের পিস্তল তিনি বলে চললেন। এই পিস্তলে নাটল ও রসকে মারা হয়েছিল। এখন তোমাকে মারা হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্কট। চিরদিনের মত তোমাকে হারাব, তুমি অভিজ্ঞ ও দক্ষ, কিন্তু এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আর কোন পথ নেই। আশ্বাস দিচ্ছি কষ্ট পাবে না। কানে গুলি করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে।

আমি আঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে আমার দিকে আসতে দেখলাম, পিস্তলটা কাঁধে ঝোলান। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

জীবনের এক চরম মুহূর্ত, যা ভুলতে পারব না।

আইকেন দরজার দিকে চাইলেন, তাঁকে বুড়ো আঙুলে দিয়ে পিতলের সেফটি টেনে ধরতে দেখলাম।

আইকেন সেখানে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন।

ইট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

ওরা জানতে পারবে আমি ভিতরে আছি, কর্কশ গলায় বললাম, গাড়িটাও বাইরে আছে।

আমার দিকে চাইলেন, তার মুখ থেকে গর্জনের মত শব্দ বেরিয়ে এল।

একটা শব্দ করলে শেষ করে দেব, তিনি বললেন।

সদরে ঘণ্টা বেজে গেল।

আইকেন নিঃশব্দে হলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার পিঠ এখন আমার দিকে এবং ঘরের দরজার দিকে ফেরানো। ছোট দরজায় ছায়া দেখা গেল। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ চেহারার লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট ঘরে ঢুকলেন। তার হাতে ৩৮ পিস্তল।

আমার দিকে না, আইকেনের দিকে তিনি চেয়ে ছিলেন।

পিস্তল উঁচু করে গর্জে উঠলেন, হাত তোল, আইকেন। পিস্তল ফেলে দাও।

আইকেনের দেহ কেঁপে উঠলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি পিস্তল তুলে ধরলেন, ভয় ও রাগে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেছে।

ওয়েস্ট তাকে গুলি করলেন।

আইকেনের পিস্তলও গর্জন করে উঠল কিন্তু তিনি মাটিতে ঢলে পড়ছেন, বুলেটটা কাঠের মেঝেয় গর্ত করে বেরিয়ে গেল। আইকেনের চোখে রক্তের চিহ্ন দেখা দিল। সশব্দে

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

পড়লেন মেঝের ওপর। শেষবারের মত নড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর আঙুল থেকে পিস্তলটা ছিটকে গেল, ওয়েস্ট গভীর ভাবে পিস্তলটা তুলে নিলেন।

বাইরে শব্দ শোনা গেল। পুলিশের লোক বন্দুক হাতে ভিতরে এসে ঢুকল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওয়েস্ট বললেন। শেষ করে দিয়েছি।

পিছনের পকেটে পিস্তলটা রেখে, আমার দিকে এসে হেসে বললেন, ভীষণ ভয় পেয়েছেন নিশ্চয়?

তার দিকে চাইলাম, এত ভয় পেয়েছিলাম যে কথা বলার শক্তি ছিল না।

ওয়েস্ট যখন হাতের ফিতে খুলছিলেন, জো ফোলাস ছুটে ঘরে এসে ঢুকল। তার চোখ ও মুখ চকচক করছে।

এই যে, চেস! আমি উঠে বসে মনিবন্ধে হাত ঘষছিলাম, সেখানে সাড় ফিরিয়ে আনতে। এখন ঠিক আছ তো?

হ্যাঁ, বললাম। তুমি কি করছ?

আমিই পুলিশ ডাকি, সে বলল। আইকেনের মৃতদেহ দেখতে পেল। পিছন দিকে সরে এল। হায় ভগবান! মরে গিয়েছে?

দেখুন আপনারা দুজনে, ওয়েস্ট বললেন, বাইরে বেরিয়ে আসুন। টলতে টলতে যখন দাঁড়ালাম, ওয়েস্ট আমার কাঁধে টোকা মেরে বললেন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলার আগে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, চিন্তা করবেন না। আইকেনের কথা শুনেছি, আপনার বিপদের কোন কারণ নেই? বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

আইকেন কি লুসিলিকে মেরে ফেলেছেন?

হ্যাঁ, ওয়েস্ট বললেন। লোকটা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। এটা কি সত্যি লিটল ট্যাভার্নে তার জুয়ার আড্ডা ছিল?

কোটের ভাজে হাত রাখলাম। ক্যামেরাটা তখনও সেখানে ছিল। সেটা বার করে ওয়েস্টের হাতে দিলাম, এতে জুয়ার আড্ডার ছবি আছে। ইনকোয়ারার আমাকে ক্যামেরাটা দিয়েছিল।

মনে হচ্ছে বিকেলটা ব্যস্তভাবে কাটবে। বারান্দায় আমার জন্য অপেক্ষা করুন, টেলিফোনের দিকে গেল।

একজন পুলিশ জো এবং আমাকে ঠেলতে ঠেলতে বারান্দায় নিয়ে এল। আমরা বসসে বসতে, পুলিশ দুজন বিরক্ত হয়ে আমাদের দিকে চাইল।

ক্লাবের পিছন দরজা দিয়ে লোক দুজনকে বার করে আনতে দেখলাম, জো বলল। আমি তাদের অনুসরণ করি, ভাবলাম তুমি বিপদে পড়েছ। বাংলো পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করি, কিন্তু একা তাদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। তখন পুলিশ ডাকতে যাই।

ধন্যবাদ জো, বলে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। ভীষণ খারাপ লাগছিল।

কয়েক মিনিট যেতে জো বলল, মনে হচ্ছে আমরা দুজনে চাকরি হারাব।

না, হারাব না। কোন একজনকে ইনটারন্যাশনাল চালাতে হবে, আমাদের এটা বিরাট সুযোগ জো।

তা বটে। আমি ভেবে দেখিনি, আইকেন নিশ্চয়ই উন্মাদ ছিল। আমার কিন্তু মনে হত ওর কোথাও একটা গুণগোল আছে।

আইকেনের মুখের কথা তুমি শুনেছ?

সমস্তক্ষণ আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। সব সময় ভয় হচ্ছিল আমাকে দেখে ফেলবে। ঐ দৈত্যের মত লোকটা না থাকলে জানি না কি করতাম।

আমি নিজেও ঠিক একই কথা ভাবছিলাম, আমি বললাম।

তারপর আমরা কোন কথা বলিনি, আমরা বলেছিলাম, প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে লেফটেন্যান্ট ওয়েস্ট বারান্দায় এলেন।

রুড এবং সঙ্গী দুজন ধরা পড়েছে, তিনি বললেন। তার মুখ খুশিতে ভরে উঠল। দুই ওয়াগন ভর্তি শহরের গন্যমান্য লোককে ধরা হয়েছে, তাদের জেলে পাঠান হবে। আগামী কাল খবরের কাগজে ছাপা হবে। সেখানে ওয়েস্ট আমার দিকে চাইলেন। ঠিক আছে,

হিট অ্যান্ড রান । ডেমস হুডলি ডেজ

সবকিছু আমাদের আবার খুঁটিয়ে দেখতে হবে। আমি এখনও সঠিক তথ্য জানি না। আপনাকে একবার থানায় আসতে হবে এবং আমরা সব কিছু লিখে নেব। যান, এখন কথা বলুন গে।

আবার কথা শুরু করলাম আমরা.....

99